উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,০৫৯.৭৭ (-৩৩১.৬২)
নিফটি : ২৩,৭৬৭.৪৫ (-১০২.১৫)

দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন
দুরন্ত চিকিৎসা শীঘ্র আরাম
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440

খসড়া বিলে প্রশ্ন ফাঁসে দশ বছরের জেল ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৪°	২৭°
জলপাইগুড়ি	৩৪°	২৬°
কোচবিহার	৩৪°	২৭°
আলিপুরদুয়ার	৩৪°	২৭°

বেপাত্তা প্রধানদের জন্য বিল আজ ৩

এবার নজর পড়ুয়াদের স্কুল ব্যাগে উদ্যোগী শিক্ষামন্ত্রী ১০

শিলিগুড়ি ৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 25 July 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 68

দাবি এক ধর্মেন্দ্রর পদত্যাগ

পুলিশে ছয়লাপ যন্তরমন্তর চত্বর। তারই মাঝে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে রাস্তায় শুয়ে এক বিক্ষোভকারী। নয়াদিল্লিতে শুক্রবার।

> ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিলে সরকারেরই মুখরক্ষা হত। এতকিছুর পরেও তিনি যদি পদে থাকেন, তাহলে বিক্ষোভের মাত্রা বাড়বে। -অভিজিৎ দীপকে

ছড়ি ঘোরাবেন কে, দলেই কাজিয়া

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সেগুলো দেখভালের দায়িত্ব দলের কারও নয়। দলের নিয়মে তাই এসবের দায়িত্ব বণ্টনের নির্দেশও নেই। তারপরও কারও দায়িত্ব নদীঘাট দেখার, কারও ডাম্পারের। কেউ আবার বিল্ডিং প্ল্যান বা টোল প্লাজা সামলানোর দায়িত্ব পেয়েছেন। কাউকে আবার বাজার, সাধারণ ঝামেলা সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপিতে এমন দায়িত্ব পেয়েছেন অনেকে। অনেক জায়গায় সেই দায়িত্ব পেতে চলছে দরকষাকষি। দলের সাংগঠনিক রীতির বাইরে এমন দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে দলের অন্দরে নানা প্রশ্ন উঠছে।

জেলা বিজেপির তরফে অবশ্য বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল ফোন ধরেননি। জেলার এক নেতার বক্তব্য, দলীয় শৃঙ্খলা মেনেই কিছু দায়িত্ব বণ্টন হয়েছে। তবে সেখানে টাকার লেনদেনের বিষয় নেই।

দলের একাংশ অবশ্য দাবি করছে, দায়িত্ব না থাকলেও অনেক নেতাকে বিভিন্ন বিষয়ে নাক গলাতে দেখা যাচ্ছে। যেখানেই লেনদেনের বিষয় বা ফায়দা রয়েছে সেখানেই দায়িত্ব নিতে অনেকেই আগ বাড়িয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। ফলে সেই বিষয়ে শৃঙ্খলা আনতে বা ঝামেলা কমাতে দায়িত্ব দিয়ে অবৈধ কাজ বন্ধের চেষ্টা করছে দলের জেলা নেতৃত্ব।

বিধাননগরের টোল প্লাজার দায়িত্ব হস্তান্তর নিয়ে তো বিজেপির অন্দরে রীতিমতো কোন্দল শুরু হয়েছে। অভিযোগ, সেখানে দলীয় কর্মীদের কাজে ঢোকাতে কয়েকজন নেতা গিয়েছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে টোল কর্মীদের মারধরের অভিযোগও উঠেছিল। কিন্তু দলের জেলা নেতৃত্ব আগেই সেই টোলের দায়িত্ব দলের এক নেতাকে দিয়েছিলেন। ঠিক ছিল, তিনিই সমস্ত কিছু সামলাবেন। কাকে কাজে নেওয়া হবে, সেখান থেকে আসা টাকার কত শতাংশ দলের কাছে যাবে সবই নাকি তাঁকে তদারকি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে দলের একটি অংশ সেই দায়িত্ব বণ্টনের বিরুদ্ধে টোল প্লাজায় গিয়ে ক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। বিধাননগরের বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'কোথায় কী হচ্ছে দলের কাছে সমস্ত রিপোর্ট যাচ্ছে। সাংগঠনিক রীতির বাইরেও কিছু দায়িত্ব বণ্টন হচ্ছে।'

নকশালবাড়ির নদীঘাটগুলো থেকে অবৈধ খননের অভিযোগ উঠছে। তা দেখাশোনার জন্য সেখানকার এক যুব নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনিই ঘাট সামলাচ্ছেন। অবৈধ খননের অভিযোগে পুলিশ, ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক ধরলে তা সামলাতে অগ্রণী ভূমিকাতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। খননের অভিযোগে পুলিশ ধরলে তাদের ছাড়াতেও তিনি ভূমিকা নিচ্ছেন। অভিযোগ, সেখান থেকে আদায় হওয়া মোটা টাকা শতাংশের হিসাবে ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে দলের নানা স্তরে। পানিট্যাঙ্কিতে তো অবৈধ খননের অভিযোগে বিধায়ক দুর্গা মুর্মু ঘটনাস্থলে গেলে তাঁকে ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল। অভিযোগ, দলের তরফে যাঁকে সেই ঘাটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে না জানিয়ে দুর্গা সেদিন ওই ঘাটে গিয়েছিলেন। তাতেই বেকায়দায় পড়েছিলেন মণ্ডল স্তরের সেই নেত্রী। পানিট্যাঙ্কির এক নেতার কথায়, 'অবৈধ কাজ থেকে ফায়দা তুলতে অনেকেই দৌড়ঝাঁপ করছেন। দলের নির্দিষ্ট স্থানে তা জানানো হচ্ছে।'

বাগডোগরা বিমানবন্দরে দলের একাংশ কাজের বরাত না পেয়ে অনেকদিন থেকে ক্ষিপ্ত। দল ক্ষমতায় আসার পরে সেখানেও যুব, মূল দলের কয়েকজন নেতা হাত দিচ্ছেন। তবে সেখানে তৃণমূলের কয়েকজনের হাত ছিল কাজ শুরুর সময় থেকেই। বর্তমানে মিলেজুলে বিশাল টাকার সেই কাজের দায়িত্ব সামলানোর চেষ্টা করছেন তাঁরা। মাটিগাড়াতেও বেশ কিছু জমি দখলের অভিযোগ সামনে এসেছে।

এরপর দশের পাতায়

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...
IVF • IUI • ICSI
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
740 740 0333 / 0444
শিলিগুড়ি
মালদা
কোচবিহার

সাদা চোখে সাদা কথায়

সুযোগ সত্ত্বেও প্রধান বিরোধী হওয়া কঠিন সিপিএমের

গৌতম সরকার

প্রকাশ চিকবড়াইকের মতো সুযোগ হিপ্পির হল না। হিপ্পি মানে অভিজিৎ দে ভৌমিক। দু'মাস আগেও কোচবিহারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি। যাঁর এককথায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রেপ্তারি থেকে রেহাই পেতে বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়ার নানা চেষ্টা করেছিলেন হিপ্পি। স্থানীয় নেতাদের কেউ কেউ আশ্বাস দিলেও কলকাতা, দিল্লির সবুজ সংকেত মেলেনি।

ফলে গ্রেপ্তার এড়াতে পারলেন না। আরেক দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা উদয়ন গুহর মতো হিপ্পির এখন জেলজীবন। হিপ্পির অন্য সঙ্গীরা ফেরার। কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা কার্যালয় খোলার কার্যত লোক নেই। অধিকাংশ জেলায় তৃণমূলের এরকমই ছন্নছাড়া দশা। যে দলটা দাপটের সঙ্গে বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে পারত। বিজেপি ৬০ জনকে নিয়ে যে দাপট দেখিয়েছিল আগের বিধানসভায়, ৮০ জন থাকলেও দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূল এবার তার ধারেকাছে যেতে পারল না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশ্নটা তাই কে থাকবে বিরোধীর ভূমিকায়? বাংলাজুড়ে তৃণমূলের সংগঠন ছিন্নভিন্ন। নীচুতলায় বিভ্রান্তি। নেতাদের সঙ্গে কর্মীদের যোগাযোগ নেই। ২১ জুলাই প্রমাণ করে দিয়েছে, ঋতব্রত শিবির আসলে ৬০-৬২ জন বিধায়কের দল, যাদের সমর্থক নেই, জনভিত্তি নেই। কালীঘাটপন্থীদের ডাকে সেই তুলনায় বেশি লোক হলেও জেলায় জেলায় দলের হাল ধরার নেতা নেই। যাঁরা নিতে পারতেন, তাঁরা হয় জেলে কিংবা ফেরার অথবা নিষ্ক্রিয়।

বিরোধী নিয়ে অন্য একটা জল্পনা উসকে দিয়েছেন তথাগত রায়। সপ্তাহখানেক আগে সমাজমাধ্যমে যিনি লিখেছেন, 'তৃণমূলের ইমপ্লোশনের ফলে যে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে যেন সিপিএম ঢুকে না পড়ে।'

এরপর দশের পাতায়

সোনমের অনশনভঙ্গেও আন্দোলনে লাগাম পরেনি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : ধর্মেন্দ্র প্রধানকে নিয়েই অচলাবস্থা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করলে আন্দোলন প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করছে তরুণ প্রজন্ম। শুক্রবার ককরোচ জনতা পার্টির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আরেক দফা বৈঠকেও জটিলতা কাটেনি। অন্য দুই দাবি মানলেও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি নিয়ে শনিবার আবার কথা হবে জানিয়ে বৈঠক শেষ করেছে কেন্দ্র।

সংসদেও অচলাবস্থা সেই দাবিকে ঘিরে। কেন্দ্রীয় সরকার নিট কেলেঙ্কারি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিলেও শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করলে এগোতে দিতে নারাজ বিরোধীরা। এই বক্তব্যের মূল প্রবক্তা রাহুল গান্ধি। এই অনড় মনোভাবের কারণে সংসদের দুই কক্ষেই শুক্রবার দফায় দফায় অধিবেশন মুলতুবি হয়। পরে সারাদিনের জন্যই মুলতুবি হয়ে যায়।

রাহুল বলেন, 'আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। প্রথমত, দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরাতে হবে। দ্বিতীয়ত, যে পুলিশ আধিকারিকরা পড়ুয়াদের ওপর হামলা চালিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে আর তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ক্ষমা চাইতে হবে।' তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবি মানতে এখনও নারাজ নরেন্দ্র মোদির সরকার।

প্রকাশ্যে না বললেও সরকারের ঘরোয়া সূত্রের বক্তব্য, 'পদত্যাগ করাটা সমস্যা সমাধানের সহজ পথ বটে। কিন্তু তা করলে সেটা হবে পালিয়ে যাওয়ার শামিল।' কিন্তু ককরোচ জনতা পার্টি ও বিরোধী দলগুলি ওই দাবিতেই অনড়। আত্মঘাতী নিট পড়ুয়াদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করার দাবি অবশ্য সরকার মেনে নিয়েছে।

নিরপেক্ষ স্থান হিসেবে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক ককরোচ জনতা পার্টির দুই প্রতিনিধি সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা বৈঠক করেও সেই জটিলতার ফাঁস খুলতে পারেননি। কেন্দ্র হয়তো ভেবেছিল, সোনম ওয়াংচুক অনশন প্রত্যাহার করলেই পরিস্থিতির জট খুলবে। কেননা, কেন্দ্রের যে লিখিত আশ্বাসের ভিত্তিতে ওয়াংচুক অনশন ভাঙতে রাজি হয়েছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয়টি ছিল না।

কেন্দ্রের ওপর ভরসাই রেখেছিলেন শিক্ষাবিদ ও পরিবেশকর্মী সোনম। অনশন ভাঙার পর সোনম এক ভিডিও বার্তায় বলেন, '২০ জুলাই দিল্লিতে সংসদ চলো এবং যন্তরমন্তরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারী তরুণ এবং শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র কোনও নতুন মামলা না করার বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে।' তাঁর অনশন প্রত্যাহারকে সমর্থন করলেও ককরোচ জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি থেকে সরতে নারাজ।

দলটির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের কথায়, 'ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিলে সরকারেরই মুখরক্ষা হত। এতকিছুর পরেও তিনি যদি পদে থাকেন, তাহলে বিক্ষোভের মাত্রা বাড়বে। আমরা সন্তুষ্ট নই।

এরপর দশের পাতায়

"না শোনা'র লজ্জা" মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড "কানের মেশিন" শিলিগুড়িতে ব্যবহার করুন।
www.shrobonee.com
SHROBONEE শ্রবণী Your Hearing-Aid Specialist
অদৃশ্য
Dwarka Rukmani Plaza, Baghajatin Road, Opposite Siliguri Municipal Corporation
9674366662

গুলি চললেও মাথা নত নয়, স্লোগান যন্তরমন্তরে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : জেলায় জেলায় যন্তরমন্তর করতে চেয়েছে তরুণ প্রজন্ম। তা না হলেও শুক্রবার দেশের বেশ কিছু বড় শহরে মিছিল হয়েছে। নয়াদিল্লিতেও ভিড় আর যন্তরমন্তরে আটকে নেই। সেই সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মধ্য ও লুটিয়েন্স দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকায়। তরুণদের পাশাপাশি শুক্রবার দলে দলে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছে স্কুল পড়ুয়ারা। অনেকে স্কুলড্রেসেই চলে এসেছে অবস্থানস্থলে।

বসন্তকুঞ্জ রায়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রদের ভিড়ে ছিল ক্লাস টেনের বাঙালি জিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের বাসিন্দা। তার কথায়, 'প্রতিদিন বাড়িতে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, টিভিতে দেখছি। এবার আমার প্রথম বোর্ড এগজাম। তাই আমারও চিন্তা হচ্ছে। বাড়ির অনুমতি নিয়েই বিক্ষোভে যোগ দিতে এসেছি।'

দিল্লিতে গত কয়েকদিন সিবিএসই এবং আইসিএসই বোর্ডের ক্লাস টেস্ট চলছিল বলে স্কুল পড়ুয়াদের অনেককে দেখা যায়নি। শুক্রবার সকাল থেকে তারা যন্তরমন্তরমুখী হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

রথ টানলে...

বৃষ্টি মাথায় উলটোরথের দড়িতে টান মহিলাদের। গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

পুরনিগমের অভিযান বন্ধ, কমিশনার চুপ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : প্রশাসক বোর্ড দায়িত্ব নেওয়ার পর শিলিগুড়ি পুরনিগমে নতুন কর্মতৎপরতার ইঙ্গিত মিলেছিল। পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই দায়িত্বে এসেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙা, বেআইনি হোর্ডিং অপসারণ, খাবারের দোকানে অভিযান এবং অবৈধ ব্রুয়ারির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু করেছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই তৎপরতা শহরজুড়ে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। বহু দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড সরে যাওয়ার পর অনেকেই আশা করেছিলেন, এবার শহরের বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চলবে। কিন্তু কোথায় কী! দিনকয়েকের মধ্যেই সেই গতি থেমে যায়। আচমকা হানাদারি ও ভাঙার অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, শহরের সমস্ত বেআইনি কারবার কি বন্ধ হয়ে গিয়েছে? অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদের কাজ কি শেষ হয়ে গিয়েছে? এ বিষয়ে পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

পুর প্রশাসক আর বিমলা অবশ্য বলেন, 'বেআইনি নির্মাণ, হোর্ডিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে।' কর্মীদের বেশিরভাগই জনগণনার কাজে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। শহরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'সবদিকে ভারসাম্য রেখেই কাজ করা হচ্ছে। বেআইনি নির্মাণ ভাঙায় জোর দিতে গিয়ে যেন ডেঙ্গি মোকাবিলায় প্রস্তুতিতে ঘাটতি না হয় সেটা দেখতে হবে। পরিকল্পনামাফিক সবকিছুই করা হচ্ছে।' বেআইনি কারবার করে কেউ পার পাবে না বলে তিনি জানান।

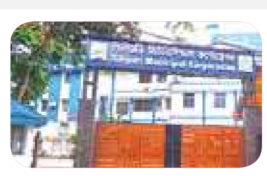

- প্রশাসক বোর্ডের প্রথম দফার অভিযানের গতি আচমকাই অনেকটাই থেমে গিয়েছে
- পুরোটাই লোকদেখানো অভিযান ছিল কি না বলে সংশ্লিষ্ট মহলের প্রশ্ন
- কর্মীসংকটের কারণে সমস্যা হচ্ছে বলে পুর প্রশাসনের দাবি

গৌতম দেব মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার পুরনিগমে প্রশাসক নিয়োগ করে। গত ২২ জুন পুরনিগমের প্রশাসক হিসেবে আর বিমলা দায়িত্ব নেন। পরের দিন পুর কমিশনার অশ্বিনী রায়ের পরিবর্তে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বীর বিক্রম রাইকে ওই পদে আনা হয়। দায়িত্ব নেওয়ার পর কমিশনার নিজে শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে জঞ্জাল অপসারণের কাজ খতিয়ে দেখেন। পরে বেআইনি হোর্ডিং, শপিং মলের অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজেও নেতৃত্ব দেন। বাধা এলেও তিনি অভিযান চালিয়ে যান। শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় খাবারের মান পরীক্ষা করেন এবং সেবক রোডের একটি রেস্তোরাঁর ব্রুয়ারি বন্ধের নির্দেশও দেন। তবে এই তৎপরতা মূলত প্রথম আট থেকে দশদিনেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর থেকেই অভিযান কার্যত স্তিমিত হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের সমালোচনা শুরু হয়েছে। সিপিএম নেতা দিলীপ সিং বলেন, 'পুর পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে। কমিশনার দায়িত্ব নিয়ে প্রথম কয়েকদিন এমন দেখালেন যেন শহরের সমস্ত অবৈধ কারবার বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু বাস্তবে কী হল? উনি কয়েকদিন লাফালাফি করে বসে গেলেন। বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দূরে থাক,

এরপর দশের পাতায়

শূন্য থেকে ৭০ কোটির সাম্রাজ্য চন্দনের

রাজ্যে শিল্পের আকাল, চাকরির বাজারে হাহাকার! এমন নেতিবাচক কথার ভিড়েই সত্তর কোটি টাকার ফার্নিচার সাম্রাজ্য গড়ে এক অবাক করা রূপকথা লিখেছেন আলিপুরদুয়ারের চন্দন ঘোষ। তাঁর এই লড়াই আসলে 'তারুণ্যের জয়'-এর এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

তারুণ্যের জয়

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুলাই : শূন্য থেকে ৭০ কোটি। শুনলে মনে হতেই পারে বুঝিবা জাদুকর পিসি সরকারের ম্যাজিক। আদতে ম্যাজিক নয়, আসলে রীতিমতো দাঁতে দাঁত চেপে তৈরি এক 'রূপকথা'।

চারপাশে কান পাতলে একটাই কথা, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প নেই, বাণিজ্য নেই। অগত্যা বাড়ি ছেড়ে কর্মসংস্থানের খোঁজে বাংলার তরুণ প্রজন্ম মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু কিংবা গুজরাটে পাড়ি দেয়। তবে চোখে স্বপ্ন আর মনে জেদ থাকলে যে মরুভূমিতেও শিল্পের ফুল ফোটানো যায় তা আলিপুরদুয়ারের চন্দন ঘোষকে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। আলিপুরদুয়ারের মতো প্রান্তিক শহর থেকেই তিনি অবিশ্বাস্য এক উপন্যাস লিখেছেন। শূন্য থেকে লড়াই করে চন্দন আজ ৭০ কোটির বিশাল ব্যবসার মালিক।

নিউ আলিপুরদুয়ারে চন্দনের অত্যাধুনিক অটোমোটেড ফার্নিচার কারখানা, এক লক্ষ বর্গফুট এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে। সেই কারখানায় তৈরি স্টিলের খাট, আলমারি, চেয়ার-টেবিল স্থানীয় এলাকা তো বটেই, রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে অসম, মেঘালয় সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজারে রাজত্ব করছে। ৭০ কোটির ব্যবসা দ্রুত ১০০ কোটির ঘরে পৌঁছাবে বলে চন্দন আশাবাদী।

বিশাল সাফল্যের ইমারত কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। ১৯৮৩ সাল, চন্দন তখন মাত্র ১৪। আচমকাই হৃদরোগে বাবার মৃত্যু। তার আগে চিকিৎসার বিপুল খরচে গোটা পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসে পড়েছিল। মাধ্যমিক পাশ করা কিশোর চন্দনের আর পড়াশোনা হল না। সংসারের হাল ধরতে, ভাইদের পড়াশোনা ও দিদিদের বিয়ের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ট্রাংক তৈরির পৈতৃক ব্যবসায় তিনি নামেন। তবে প্রথম পদক্ষেপেই প্রবল বাধা। উন্নত মানের টিন কিনে ট্রাংক বানানোর মতো পুঁজিটুকুও তখন হাতে নেই। অগত্যা নিজেই সাইকেল নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাজার থেকে বাতিল তেলের টিন কিনে আনতেন। সেই টিন কেটে, পিটিয়ে তিনজন শ্রমিকের সঙ্গে নিজেও দিনরাত ঘাম ঝরাতেন। এভাবে একটু একটু স্বপ্নের ভিত তৈরি হচ্ছিল। ১৯৯১ সাল থেকে ট্রাংক তৈরির পাশাপাশি বালতি বানানোর ব্যবসাও শুরু করেন। কিন্তু ভাগ্য যেন নাছোড়বান্দা।

এরপর দশের পাতায়

নিজের কারখানায় কর্মীদের সঙ্গে চন্দন ঘোষ। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

নতুন করে খ্যাতির আলোয় মোহিতনগর ফার্ম

কোকো চারা, বীজে সাফল্য

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুলাই : জলপাইগুড়ির মোহিতনগর কৃষি খামারে দীর্ঘ ৪৬ বছরের কোকো গবেষণায় এল বিরাট সাফল্য। উত্তরবঙ্গে কোকো চাষের তেমন প্রসার ঘটেনি। তবে, এবার মোহিতনগরের হাত ধরেই উত্তর-পূর্ব ভারতে কোকো বিপ্লব শুরু হতে চলেছে। চকোলেট প্রস্তুতকারক সংস্থা মন্ডেলেজ ইন্টারন্যাশনালের সৌজন্যে মেঘালয়, অসম, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডে পাড়ি দিচ্ছে এখানকার উন্নতমানের কোকো চারা এবং বীজ। ইতিমধ্যেই গত জানুয়ারি মাসে ৪০ হাজার চারাগাছ পাঠানো হয়েছে। চলতি মাসের শেষে আরও ১০ হাজার চারা এবং ৫ হাজার বীজ পাঠানোর প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। ফলে উত্তরবঙ্গের কৃষি মানচিত্রে মোহিতনগর খামার নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

মোহিতনগরে কেন্দ্রীয় সরকারের ফসল রোপণ গবেষণা ইনস্টিটিউটে সুপারি, নারকেল ও মশলার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে কোকো চাষ নিয়ে গবেষণা চলছে। বর্তমানে এখানকার মাত্র এক হেক্টর জমিতে কোকোর পরীক্ষামূলক প্ল্যান্টেশন রয়েছে। সম্প্রতি বহুজাতিক সংস্থা মন্ডেলেজ ইন্টারন্যাশনাল উত্তর-পূর্ব ভারতে কোকো চাষের প্রসারে উদ্যোগী হয়েছে। অসমে একটি অফিস খুলেছে ওই সংস্থা। কিন্তু অসমের গবেষণাকেন্দ্রটির পরিকাঠামো ছোট। তাই বিপুল পরিমাণ চারা তৈরির মূল দায়িত্ব এসে পড়ে মোহিতনগর ইনস্টিটিউটের ওপর। ডিরেক্টরেট অফ কোকোনাট অ্যান্ড কোকোয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড-এর নির্দেশে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সামলাচ্ছে মোহিতনগর ফার্ম।

বর্তমানে চকোলেট ছাড়াও কসমেটিক্স, আইসক্রিম এবং কোকো বাটার তৈরিতে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে কোকোর। তাই চকোলেট ছাড়াও অন্যান্য সেক্টরে কোকো সরবরাহের লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলো সরকারিভাবে কৃষকদের এই চাষে উৎসাহ দিচ্ছে। এই বিষয়ে ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট ডঃ অরুণ শীট বলেন, 'আমাদের এখানকার কোকো গাছ অত্যন্ত উন্নতমানের। মূলত উপযুক্ত বিপণনের অভাবেই উত্তরবঙ্গে এর প্রসার ঘটেনি। এখন উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে কোকো চাষের এলাকা বাড়াতেই আমরা বিপুল পরিমাণ চারা ও বীজ সরবরাহ করছি।'

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, অববাহিকায় অঞ্চলের আর্দ্র আবহাওয়া কোকো চাষের জন্য আদর্শ। শুধু টানা এক সপ্তাহ তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে না নামলেই এই গাছ দারুণভাবে বাড়ে। উত্তরবঙ্গের কৃষকরা প্রথম থেকে কোকো চাষে উদ্যোগী হলে হয়তো এলাকার অর্থনৈতিক চিত্রটা আজ অন্যরকম হতে পারত। কাঁচামালের সহজলভ্যের কারণে এই অঞ্চলেই গড়ে উঠতে পারত চকোলেট তৈরির কারখানা। তবে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে এই চাষ নিয়ে অনীহা থাকলেও, পড়শি রাজ্যগুলোতে উন্নত কোকো চারা পাঠিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই করছে জলপাইগুড়ির মোহিতনগর কৃষি খামার।

মোহিতনগরের ইনস্টিটিউটের নিজস্ব কোকো প্ল্যান্টেশন এরিয়া।

সচেতনতা

জলপাইগুড়ি, ২৪ জুলাই : শুক্রবার মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রথম পর্বে 'শাশ্বত ভারত : মূল্যবোধ শিক্ষা কার্যক্রম' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রেমানন্দ মহারাজ। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করে জীবনে '৩সি' অর্থাৎ কনসেন্ট্রেশন (একাগ্রতা), ক্যারেকটার (চরিত্র) এবং কনফিডেন্স (আত্মবিশ্বাস)-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। এরপর সকলে ধ্যান করেন। একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেয় পড়ুয়ারা। স্বামী শিবপ্রেমানন্দ মহারাজ স্কুল লাইব্রেরির জন্য বই উপহার দেন। দ্বিতীয় পর্বে মনোবিদ পৌলোমী সরকার ছাত্রীদের কৈশোরকালীন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। 'নারীর ক্ষমতায়ন' নিয়ে আলোচনা হয়।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
Publication of e-NIQ No.: WBPWD/ EE/ JED/ NIQ 13e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5017325_1, Name of work: Annual Operation of 03 Nos. Auto Door Lift (G+5) storied at Krishi Bhaban, Club Road, Jalpaiguri. The last date for submission of tender on 10-Aug-2026 at 12:00 PM. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours.
Sd/- K Deb. EE/JED/JALPAIGURI
ICA-T13364(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Alipurduar Division invites online e-tender for the work of NIET no. 23 of 2025-26 of EE/PWD/APDD. Urgent repair work with paver block from ch.18.00 km to ch.18.50 km Alipurduar - Volka road under Alipurduar Division P.W.D. in the district of Alipurduar. Tender ID:- 2026_WBPWD_5017324_1. Estimated Amount Rs. 8,80,328.00. Bid submission start date (online) 27.07.2026 from 02.00 P.M. Bid submission closing date (online) 03.08.2026 up to 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from http://wbtender.gov.in Sd/-EE, PWD, Alipurduar Division.
ICA-T13357(2)/2026

Government of West Bengal
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-SNIT No.- WBIW/EE/MID/ e-SNIT-03/2026-27
The **Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda** invites above mentioned e-SNIT under the head of Emgnt Rest Work SDS (M) work. Last Date of Bid Submission **28-07-2026 & Time upto 12:00 Hrs** Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.iwd.wb.gov.in/ & https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

E-tenders are invited for :
1. Construction of Main Gate. Boundary fencing and allied civil works at new DMO (AYUSH) Office. Kalimpong. GTA (Tender ID 2026_HFW_1034008_1)
2. Emergency Repair at Ramp area. Above Cabins entrance, besides female medical ward and allied works to prevent excessive seepage at District Hospital Kalimpong. GTA (Tender ID 2026_HFW_1034008_2)
3. Emergency repair of damaged eeiling, windows, gutter etc. at CMOH Office and Public Health Wing Deputy CMOH II and Deputy CMOH IV Office, Kalimpong. due to recent storm on 16th March 2026 (Tender ID 2026_HFW_1034008_3) (Last Date : 05.07.2026) within 05:00 PM.
For details visit : **www.wbtenders.gov.in**
The CMOH Office Kalimpong
Email : cmohkalimpong1@gmail.com
Sd/-
Chief Medical Officer of Health. Kalimpong

পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম
কাটিহার ডিভিশনের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদান করার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.:** টিএনপিআর-পার্কিং; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট):** ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১০.৫০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন: ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-টিকেজি-এমএক্স-১৩৮-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ঠাকুরগঞ্জ স্টেশন-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা জন্য পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-টিএনপিআর - এমএক্স-১৭৫-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান চার্কুলেটিং এলাকায়-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা জন্য পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-এইউবি - এমএক্স-৯৬-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান আলুয়াবাড়ী রোড-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা জন্য পার্কিং লট।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ২৩-০৭-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./৩৩ অব ২০২৬, তারিখ: ১৪-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার ডিভিশনে জিপিএস ভিত্তিক ট্র্যাকিং ডিভাইসের জন্য সিম এবং সার্ভার/ট্র্যাকিং চার্জের নবীকরণের জন্য এএমসি (তিন বছরের জন্য)। টেন্ডার মূল্য: ২৬,৩১,২৪৪.২৪ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫২,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১২-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১২-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১২-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা চুক্তি
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ০৫-এএমওসি-বিটি-কেআইআর-২৬, তারিখ : ১৭-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা "দুই প্যাকেট সিস্টেম"-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে ০২ বছর সময়ের জন্য কোচগুলিতে স্থাপিত বায়ো-টয়লেট (ডিআরডিই টাইপ)-এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা চুক্তি (এএমওসি)। টেন্ডার মূল্য: ৮,৪১,৩২,৪৫০.১৪ টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১০,০০০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিএমই/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২২৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২২৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং
পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং। **রেট ইউনিট:** প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে)।

অক্শন ক্যাটালগ নং. টিএসকে-ডিপিএইচ-৮৫

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./বিবরণ	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৯৬২-১৫৯৬১-ভিপি-১-ডিবিআরজি-এইচডব্লিউএইচ-২৬-১ (পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্থান)	৩১৪
এএ/২	১৫৯৬০-১৫৯৫৯-ভিপি-১-ডিবিআরজি-এইচডব্লিউএইচ-২৬-১ (পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্থান)	৭৮৩

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৭-০৮-২০২৬ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবে: ১৩.৪০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক ক্লোজিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকা: বিস্তৃত তথ্যের জন্য প্রত্যাশিত ডাকদাতাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক (আইসি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कर वसूली अधिकारी का कार्यालय, सिलीगुड़ी
OFFICE OF THE TAX RECOVERY OFFICER, SILIGURI
आयकर भवन, परिवहन नगर, माटीगरा, सिलीगुड़ी-734010, पश्चिम बंगाल
AAYAKAR BHAWAN, PARIBAHAN NAGAR, MATIGARA, SILIGURI-734010, WEST BENGAL
ATTACHMENT OF IMMOVABLE PROPERTY BY GOVERNMENT OF INDIA, INCOME TAX DEPARTMENT.
The Flat No – 1D, at First Floor of Nandan Apartments, Parnami Mandir Road, Punjabi Para, Siliguri, West Bengal - 734001 under the ownership of Gopal Agarwal (PAN : AWPPA7987B) has been attached by the Tax Recovery Officer, Siliguri, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri vide ITBA/COM/F/17/2026-27/1091378461(1) dated 23.07.2026. All concerned to Note.

Tender for O/o DI & CO, Alipurduar
Bid submission start (Online)-25/07/2026, 11.00 AM
Bid submission closing date (Online)-03/08/2026, 4.00 PM
Website: wbtenders.gov.in

Sl. No	Tender Id	Work	Memo No.
01	2026_icad1034209_1	Publicity through miking	397/DICO/APD dated-24/07/2026
02	2026_icad1034209_2	Publicity through temporary hoarding	
03	2026_icad1034209_3	Publicity through permanent hoarding	

MEMO NO. 56(2) DICO/ADVT/APD DATE: 24/07/2026

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম
কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং:** সি-৫৬-কেআইআর-আরজিজে-২৬, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট):** ১২-০৮-২০২৬ তারিখের ১০:০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১২-০৮-২০২৬ তারিখের ১০:৪০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল.ট্রিপ/দিন: ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-আরজিজে-টিওআই-২১৩-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে তিন বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-কেআইআর-টিওআই-২১২-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে কেবলমাত্র তিন বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১৭-০৭-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

টেরিটোরিয়াল সেনাতে একজন আধিকারিক হিসেবে যোগ দিন
(কেবলমাত্র প্রাক্তন স্বশস্ত্র বাহিনীর কমিশনড আধিকারিকদের জন্য)
এটি একটি খন্ডকালীন প্রতিশ্রুতি, কোনও পূর্ণকালীন কর্মজীবন নয়!
টেরিটোরিয়াল সেনাবাহিনী এর আধিকারিক হিসেবে দেশের সেবা করার জন্য লাভজনকভাবে নিযুক্ত প্রাক্তন স্বশস্ত্র বাহিনীর কমিশনড আধিকারিকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।
শূন্যপদের মোট সংখ্যা (প্রাদেশিক টিএ-এর জন্য)
(ক) পুরুষ - ০৪ (খ) মহিলা -০১
দ্রষ্টব্য ঃ- প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে শূন্যপদের সংখ্যা পরিবর্তন স্বাপেক্ষ।
যোগ্যতার শর্তাবলি
➢ কেবলমাত্র প্রাক্তন সার্ভিস কমিশনড আধিকারিকই আবেদন করতে পারবেন।
➢ **জাতীয়তা :** ভারতীয় নাগরিক হতে হবে (পুরুষ ও মহিলা)।
➢ **বয়সসীমা :** আবেদনের তারিখ হিসেবে ১৮ থেকে ৪২ বছর পর্যন্ত হতে হবে।
➢ **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হতে হবে।
➢ **শারীরিক যোগ্যতা :** সমস্ত দিক থেকে আবেদনপ্রার্থীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে।
➢ **কর্মসংস্থান :** লাভজনকভাবে নিযুক্ত হতে হবে।
➢ **সাক্ষাৎকারের তারিখ :** সেপ্টেম্বর ২০২৬ (নির্দিষ্ট তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে)
➢ **আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ :-** ২৭ শে জুলাই ২০২৬ থেকে ২৫ শে অগাস্ট ২০২৬ পর্যন্ত
দ্রষ্টব্য : আবেদনপত্রটি শুধুমাত্র ডাকযোগে গ্রহণ করা হবে।
➢ **ঠিকানা :**
ডাইরেক্টরেট জেনারেল টেরিটোরিয়াল আর্মি (টিএ-৪),
ইন্টিগ্রেটেড হেডকোয়ার্টার্স প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের,
"এ" ব্লক, পঞ্চম তলা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যালয় কমপ্লেক্স,
কেজি মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০০১
➢ বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আবেদনপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরকারি ওয়েবসাইট - www.indianarmy.nic.in-এ উপলব্ধ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এই মাসের এমপ্লয়মেন্ট নিউজে প্রকাশিত হবে।
➢ অসম্পূর্ণ/অযোগ্য আবেদনপত্র এবং ২৫শে অগাস্ট ২০২৬ তারিখের পরবর্তীতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র কোনওপ্রকার ঘোষণা ছাড়াই বাতিল করা হবে।
➢ সাধারণ অসামরিক প্রার্থীদের আবেদনপত্র কোনওপ্রকারই গ্রহণ করা হবে না এবং কোনও ঘোষণা ছাড়াই তা বাতিল করে দেওয়া হবে।
cbc 10120/11/0007/2627

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
EX-SERVICEMEN CONTRIBUTORY HEALTH SCHEME
STATION CELL (ECHS), BENGDUBI
E-mail: shqbengdubi@echs.gov.in
TENDER NOTICE
Open Tender Notice No. 2003/53/ECHS/ALC Policy
EMPANELMENT OF LOCAL CHEMISTS FOR ECHS POLYCLINIC BENGDUBI AND RAIGANJ FOR A PERIOD OF ONE YEAR (EXTENDABLE TO TWO YEARS)
The Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) is providing comprehensive medical care facilities to the Retired Army/Navy/Air Force persons (Ex-Servicemen). As part of this Scheme, the beneficiaries are entitled to medical consulations and supply of medicines and drugs from the ECHS Polyclinics. ECHS aspire to ensure timely supply of medicines/drugs to its beneficiaries. With this objective the Station Commander, Bengdubi on behalf of the President of India, invites tenders from the eligible local chemists for supply of medicines/drugs to the ECHS Polyclinic Bengdubi and Raiganj.
Scope of Work:

SCOPE OF WORK	EMPANELMENT OF AUTHORISED LOCAL CHEMISTS (ALCs) FOR ECHS POLYCLINIC BENGDUBI AND RAIGANJ
EMD	Rs. 15000/- TO BE SUBMITTED IN THE FORM OF BANK GUARANTEE PAYABLE TO **STATION CELL BENGDUBI.**

Eligibility criteria:
1. The chemist must hold valid drug license as on the date of submission of Bid continuously for last two years (2024-25 & 2025-26) in specified forms (Form 20, 20-B, 21, 21-B and 21-C) issued by the Drug Control Authority of the State under the provisions of Drug and Cosmetics Act, 1940. The successful Bidders will further ensure that their licenses remain valid on the date of bid opening and till the end of the contract period.
2. The chemist must not have been convicted by the State drugs authorities and no case should be pending under the Drugs and Cosmetics Act and Rules.
3. The Annual Turnover of the bidder (from CGHS & source other than CGHS) in the previous two financial years should not be less than Rs. 15,00,000/- (Rupees Fifteen Lakhs Only). The bidder has to submit an Audited Balance Sheet with Profit and Loss statement of the previous two years (2024-25 & 2025-26) in support thereof. The turnover from outside ECHS/CGHS should not be less than Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs Only) in each of these two financial years 2024-25 & 2025-26.
4. The chemist shop should be situated within the ECHS covered area, i.e. Bengdubi & Raiganj. Proof of Authorized signatory, Ownership deeds, Registration Certificates (Proprietor/partnership/company) & proof of the chemist's shop located in Bengdubi and Raiganj to be submitted.
5. Latest VAT/GST paid Challan with no dues (VAT/GST clearance) should be available with the bidder.
6. A copy of PAN allotted to the firm/owner.
7. This will be a two bid system whereby Technical bids & Commercial bids should be submitted with the separate envelopes duly enfaced on envelope as **"Submission of Technical/Commercial Bids of Local Chemists for Empanelment in ECHS Polyclinic Bengdubi and Raiganj".** Commercial Bid should contain a minimum of 15% discount of MRP of medicines and upwards. Commercial Bids having discount less than 15% will be rejected. The bids be submitted by post to the Station Cell (ECHS) Bengdubi. PIN-908111, C/o 99 APO or can be dropped in the Tender Box kept at the Station Cell Bengdubi. The bids to be received by **08 Aug 2026**.
8. Kindly see our website www.echs.gov.in for additional details.

অ্যাফিডেভিট

আমি Nuri Khatun, W/o - Jakir Hossain, গ্রাম - দারাগাও, পোস্ট + থানা - জয়গাও জেলা - আলিপুরদুয়ার, আমার মেয়ে (Jayana Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (Reg. No. B/2023/770272, Dt- 17-07-2023) ভুল থাকায় গত 21-07-2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Jayana Khatun থেকে Zoya Khatun করা হইল। যাহা উভয় ব্যক্তি এক ও অভিন্ন। (C/123033)

•

গত 21.07.26-এ APD E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে MD Manarul Islam থেকে Manirul Islam হলাম। (C/122077)

•

I, Md Mayjan S/o Md Ishak, (Voter no- ZRS2631844, aadhar- 797532820421, L.I.C.I no- 404880128), Resi- Dayaram, P.O/P.S - Naxalbari, Dist- Darjeeling, Pin - 734429 Declares that Md Mayjan And Md Mejer is single and one identical person, affidavit dated 17th july 2026 before in the court of the LD Executive Magistrate at Siliguri, West Bengal. (C/123020)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Last date of bid submission for Tender ID : 2026_WBPWD_5016279_1 is extended upto 31.07.2026 (14:00 Hrs.). Details information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: www.tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division.
ICA-T13341(1)/2026

কাটিহার ডিভিশনে টেলিকম সংক্রান্ত কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৬-কে-১৮, তারিখ : ২০-০৭-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, কাজের নাম : এসটিএমডি/নিউ জলপাইগুড়িতে আইওএইচ/পিওএইচ-এর জন্য মেশিন এবং প্লান্টের সুযোগ-সুবিধা সংস্থানের সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৪১,৬৩,১১৩.২৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ৮৩,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১১-০৮-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডারের প্রয়োজনীয় নথি ১১-০৮-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO. WBIW/EE/COB(I) DIVN./SNIT-08(m)/2026-27
Separate sealed tenders in printed form are hereby invited by the Executive Engineer, Cooch Behar Irrigation Division, Cooch Behar on behalf of Governor of West Bengal, in West Bengal form 2911 for the 03(THREE) nos. emergent work from eligible Bonafide outsiders having credential of execution of similar nature of work of value 30% of the amount put to tender within the last 5(five) years. Last date of application - up-to 14:00 hrs. on **29.07.2026** Details of Short N,I.T will be available in the office of the undersigned on any working days during office hours and in the Departmental website of I.&W.Dte.
Sd/-
(J.P Pandey)
Executive Engineer
Cooch Behar Irrigation Division
Debibari, Cooch Behar

কর্মখালি

DTP Computer জানা ছেলে/মেয়ে চাই। S.D. Wood Craft. M : 9635988920/ 8509612484. (C/122924)

•

টেকনো ইন্ডিয়া টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, আলিপুরদুয়ার, মোবাইল নং : 8637016668, নিয়োগ : অধ্যক্ষ, বাংলা, ইংরাজি, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, ভৌত বিজ্ঞান, শারীর শিক্ষা, ফাইন আর্টস। B.Ed সেকশন, শিক্ষাগত যোগ্যতা NCTE নিয়ম অনুসারে। আগামী ৫ দিনের মধ্যে সি.ভি পাঠান এই ইমেইল আইডিতে - tig.tittiapd@gmail.com (C/123032)

Urgent Vacancy

Techno India Teachers' Training Institute - Falakata requires faculty for B.Ed. Post of Principal & Faculty for Bengali, Social Science, Mathematics, English, Science & Education Foundation as per NCTE norms. Send CV within 7 days tig.tittifkt@gmail.com (C/123035)

স্মরণে

নৃত্য শিল্পী স্বপ্না দত্ত আজ এই দিনটাতে তুই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিস। তোর স্মৃতি আগলে আমরা আজও বেঁচে আছি। ইতি, - মা, ভাই, বোনেরা মহন্তপাড়া, জল। (C/122473)

সন্ধান চাই

নাম : নমিতা দাস, পিতা : সুনীল দাস, গায়ের রঙ ফর্সা, উচ্চতা : পাঁচ ফুট, ঠিকানা : পূর্ব চকচকা, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার। মানসিক ভারসাম্যহীনা ২৭ বছরের এক তরুণী গত ০৭/০৬/২০২৬ থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। তাকে NJP রেলওয়ে স্টেশনে সিসি টিভি ক্যামেরায় শেষবার দেখা গেছে। কেউ উক্ত মেয়েটির কোনও খোঁজ পেলে নিকটবর্তী থানা অথবা যোগাযোগ করুন -6295002429/ 7679779248. (C/122078)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Madhumita Ghosh D/o Swapan Ghosh আমি, বিবাহের পূর্বে হিন্দু ছিলাম, এবং বিবাহের পরে আমি মুসলিম ধর্মে আধার কার্ডে আমার নাম হয়, Muskan Khan এবং আমার সব নথিপত্রেই হিন্দু নাম উল্লেখ আছে, সুতরাং গত, 14/7/26 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে LD. JM দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি আবার মুসলিম ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে রূপান্তরিত হই এবং আমি, Muskan Khan থেকে Madhumita Ghosh নামেই পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/123013)

AFFIDAVIT
I, Srilekha Kar Chakraborty, W/o Subrata Kar, R/o Gurusaday Dutta Road by Lane, near Tarun Tirtha Club, Ward No- 24 of SMC, P.O & P.S- Siliguri, Dist:- Darjeeling, Pin- 734001 declared that Nayanika Barman is my daughter & her date of birth is 08/08/2011 as recorded in her Birth Certificate & School records. That by an affidavit before the Ld. Judicial Magistrate 2nd Court at Siliguri and by the Order/ Judgement pronounced by the Ld. District & Session Judge at Darjeeling vide case No. 123/2026 Nayanika Barman is duly adopted by Subrata Kar and She Became known as Nayanika Kar, D/o Subrata Kar and Srilekha kar & she shall be known as Nayanika Kar. That Nayanika Barman & Nayanika Kar both are the same person. Vide affidavit before the Ld Judicial Magistrate at Siliguri on 24.07.2026.

আজ টিভিতে

সেদিন দেখা হয়েছিল সকাল ৯.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ পাগলু-টু, দুপুর ১২.৩০ সংগ্রাম, বিকেল ৩.৪৫ মিস কল, সন্ধে ৬.৪৫ জিও পাগলা, রাত ১০.০০ শ্রীমান ভূতনাথ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ কালী আমার মা, বেলা ১১.৩০ সত্য মিথ্যা, দুপুর ২.৩০ মেজবউ, বিকেল ৫.০০ কমলার বনবাস, সন্ধে ৭.০০ টক্কর, রাত ১০.০০ ভাগ্যদাতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ সেদিন দেখা হয়েছিল, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ নাগপঞ্চমী, সন্ধে ৭.৩০ ত্রয়ী, রাত ১০.০০ মহাগুরু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বিলম্বিত লয়
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কুরুক্ষেত্র
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ত্রয়ী
সোনি ম্যাক্স ওয়ান: বেলা ১১.৪২ অপারেশন ভ্যালেন্টাইন, বিকেল ৪.২৩ কবীর সিং, সন্ধে ৭.৫০ ভুল ভুলইয়া-টু, রাত ১০.৫৩ জিগরওয়ালা রক্ষক

ভুল ভুলইয়া-টু সন্ধে ৭.৫০ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ৩ শ্রাবণ, ২৫ জুলাই, ৮ শাওন, সংবৎ ১১ আষাঢ় সুদি, ১০ শফর। সূঃ উঃ ৫।৭, অঃ ৬।২১। শনিবার, একাদশী দিবা ১২।১৪। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ৬।২৩। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১১।৩২। বিষ্টিকরণ দিবা ১২।১৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১।১৩ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ৬।২৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ১২।১৪ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, দিবা ১২।১৪ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৬।৪৬ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে ও ৪।৪১ গতে ৬।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪২ মধ্যে ও ৩।৪৬ গতে ৫।৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১১।২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ১২।১৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) দ্বাদশীর সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩০ গতে ১।২ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।২৯ গতে ১০।৩৮ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।১৩ গতে ৩।৩৯ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় আর্থিক লেনদেন নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে আটকে যেতে পারে পদোন্নতি। বৃষ : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সম্ভাবনা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাবে। অর্থনৈতিক সমস্যা কেটে যাবে। মিথুন : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণে দায়িত্ব আরও বাড়বে। বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের স্বপ্ন সফল হবে। কর্কট : সামান্য ভুলে পরিবারের সদস্যের কাছে অপমানিত হতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা বাড়বে। সিংহ : বন্ধুর পরামর্শে কোনও অনামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা রেখে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বাইরের খাবার থেকে পেটে সংক্রমণের আশঙ্কা। কন্যা : বহুদিনের বকেয়া ফেরত পেয়ে উপকৃত হবেন। প্রেমে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তি হতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। তুলা : নতুন জমি কেনার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাচল করুন। পায়ের হাড়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। বৃশ্চিক : শরিকি সম্পত্তি নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। আপনার উদ্ধত আচরণের কারণে কর্মক্ষেত্রে সমালোচিত হবেন। ধনু : স্বদেশি বা বিদেশি কোম্পানিতে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব পাবেন। বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা মিটে যাবে। মকর : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর ধনলাভ। জনহিতকর কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। কুম্ভ : স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বেহিসেবি খরচে রাশ টানতে না পারলে সমস্যা বাড়বে। মীন : স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় কোনও সমস্যার সমাধান হবে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দের পরিবেশ। পথে চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উদ্বিগ্ন চাকরিপ্রার্থীরা

নবম-দশম স্তরের শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ার মধ্যেই চাকরিহারা শিক্ষকদের দাবি, তাঁদের চাকরি মেয়াদ ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত। অনেকেরই নথি যাচাইয়ের তারিখ রয়েছে সেপ্টেম্বরে। ফলে বেতন সহ অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন তাঁরা।

ইডি দপ্তরে মদন-জায়া

পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দুই ছেলের পর ইডি দপ্তরে হাজিরা দিলেন মদন মিত্রের স্ত্রী অর্চনা মিত্র। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ ছোট ছেলে শুভরূপের সঙ্গে ইডি দপ্তরে আসেন তিনি। যদিও সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লিফটে উঠতে দেখা যায় তাঁকে।

কল্যাণের অপসারণ

স্কুল সার্ভিস কমিশনের সব রকম মামলা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর পরিবর্তে সিনিয়ার আইনজীবী ইন্দ্রনীল রায়কে নিয়োগ করা হয়েছে।

কমিটি গঠন

প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সিলেবাস, পাঠক্রম ও পাঠ্যবই পর্যালোচনায় কমিটি গঠন করল রাজ্য সরকার। জাতীয় শিক্ষা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কী পরিবর্তন প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখবে এই কমিটি।

ছাত্র বিক্ষোভে সংযমী পুলিশ

বাঁধভাঙা মিছিলের সাক্ষী মহানগর

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ জুলাই : নিট কাণ্ডে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আরশোলাদের উত্তাল আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল কলকাতাতেও। শুক্রবার আটটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের ডাকে বাঁধভাঙা মিছিলের সাক্ষী থাকল মহানগর। শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত বামেদের মিছিলে মিশে যান ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র সদস্যরাও। প্রথমদিকে আন্দোলন শান্তিপূর্ণ থাকলেও পরে ডোরিনা ক্রসিংয়ের কাছে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। বিক্ষোভকারীদের একাংশ পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে জুতো, জলের বোতল, লাঠি ছুড়তে শুরু করে। পালটা আন্দোলনরতদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে পুলিশও।

তবে এদিন ওই ছাত্র মিছিল ঘিরে মধ্য কলকাতাজুড়ে যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়, তা সংযমী হস্তেই সামাল দিতে দেখা গিয়েছে পুলিশকে। একসময় আত্মরক্ষার্থে লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় পুলিশ। তবে আন্দোলনকারীদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। এদিন ছাত্রদের মিছিল শুরুর আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমার ওপর ছেড়ে দিন। মাত্র দশ সপ্তাহে দেশবিরোধী শক্তি বাংলা থেকে উপড়ে ফেলব। মিছিল থেকে কোনও দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া হলেই সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেব। হস্টেলে বসে ওই ধরনের কার্যকলাপ চলবে না। আমার কাছে সব তথ্য রয়েছে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন,

■ শুক্রবার দুপুর থেকেই শিয়ালদা স্টেশন সংলগ্ন চত্বরে জমায়েত শুরু হয়

■ এসএফআই, এআইডিএসও, আইসার মতো বাম ছাত্র সংগঠনগুলির পতাকা হাতে দেখা যায় প্রতিবাদীদের

■ প্রথমদিকে আন্দোলন শান্তিপূর্ণ থাকলেও পরে ডোরিনা ক্রসিংয়ের কাছে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়

'এরা (সিপিএম) দেশজুড়ে একটা নৈরাজ্য তৈরির চেষ্টা করছে। ঘোলাজলে এভাবে মাছ ধরা যায় না। এটা সিপিএমের বোঝা উচিত।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'সারাদেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন তাতে সিপিএমের জুজু দেখতে শুরু করেছে বিজেপি।'

এদিন দুপুর দুটোর পর থেকেই শিয়ালদা স্টেশন সংলগ্ন চত্বরে জমায়েত শুরু হয়। এসএফআই, এআইডিএসও, আইসা, আরওয়াইএফের মতো বাম ছাত্র সংগঠনগুলির পতাকা হাতে দেখা যায় প্রতিবাদীদের। মিছিলের একটি মাথা শিয়ালদা, অপরটি তালতলায়। আবার কখনও ছোট ছোট জমায়েত মূল মিছিলে ঢুকে ভিড়ের বহর আরও বাড়িয়ে দেয়। সেইসঙ্গে চলতে থাকে র‍্যাপ ও স্লোগান। আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল পুলিশ। জলকামান, কাঁদানে গ্যাস ও অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন রাখা হয় ধর্মতলায়।

এদিকে দিল্লিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ওপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগে ওই সময় প্রতিবাদে নামে প্রদেশ কংগ্রেসও। সমস্ত মিছিলেরই গন্তব্য হয়ে ওঠে ধর্মতলা। বাম ও সিজেপির মিছিলে রাজনৈতিক স্লোগানের বাইরে 'জেন জেড' স্টাইলে মিমযুক্ত পোস্টার, ব্যানার ও স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে আন্দোলন। এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, 'দিল্লিতে যেভাবে পড়ুয়াদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, আজ পড়ুয়ারা পথে নেমেছে।' এদিন পুলিশকে রীতিমতো প্ররোচনা দেওয়া হয়। ধর্মতলা চত্বর আন্দোলনকারীদের দখলে চলে গেলেও শান্ত মাথায় পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ।

শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেডে আটটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সমাবেশ। (নীচে) ধর্মতলায় আন্দোলনরতদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া পুলিশের। শুক্রবার কলকাতায় দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

বাজেটে স্বপ্নের জাল অগ্নিমিত্রার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ জুলাই : দীর্ঘ অনুন্নয়নের খরা কাটিয়ে উত্তরবঙ্গের পৌর এলাকাগুলির নাগরিক পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ নজর রাজ্য পুর উন্নয়ন দপ্তরের বাজেটে। তবে একইসঙ্গে কলকাতা সহ আসানসোল, দুর্গাপুর, তমলুকের মতো নগরকেন্দ্রিক এলাকার উন্নয়নকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিগত সরকারের সঙ্গে বর্তমান বিজেপি সরকারের পুর বাজেটের দিশায় মৌলিক পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন, 'জনগণের অর্থের প্রতিটি টাকা যাতে বাস্তব ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নয়নে প্রতিফলিত হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।'

তবে অনেকেই মনে করছেন, এদিন চলতি আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করতে গিয়ে কার্যত স্বপ্নের জাল বুনলেন অগ্নিমিত্রা। বাস্তবে তা কতটা রূপায়িত হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে বড় রাজ্য ভেঙে ছোট রাজ্যের মতো বড় পুরসভার পরিবর্তে ছোট ছোট পুরসভা, এটাই বিজেপির নীতি। নির্বাচনের আগে সংকল্পপত্রে বেশ কিছু নতুন পুরসভার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। এদিন বাজেটে নতুন ৯টি পুরসভা গঠনের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। তার মধ্যে ৫টি উত্তরবঙ্গে। এগুলি হল জয়গাঁ, করণদিঘির তুঙ্গীদিঘি, গাজল ও চাঁচল এবং শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দির। পাহাড়ি শহরগুলির উন্নয়নে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং, মিরিক এবং শিলিগুড়ির সমন্বিত উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই পুর এলাকাগুলিতে পাহাড়ের ঢাল সংরক্ষণ, গাড়ি পার্কিং, পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা নগরের যানবাহন ব্যবস্থার মতো ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নে আইআইটি ও আইআইএমের মতো প্রতিষ্ঠান ও তাদের পরিকল্পনা বিশারদদের সাহায্য নিতে চলেছে সরকার।

এছাড়া স্মার্ট সিটি প্রকল্পে পরিকল্পিত নগরোন্নয়নে চলতি আর্থিক বছরে শিলিগুড়ি, আসানসোল, দুর্গাপুর ও তমলুককে উন্নত পরিকাঠামো, ডিজিটাল প্রশাসন ও আধুনিক পৌর পরিষেবা সহ স্মার্ট নগরকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আরবান ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের অধীনে কোচবিহার শহরে নিকাশি পরিকাঠামো গড়ে তোলা ও উন্নত নগর পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে ৩০ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে।

এদিন পুর বাজেটের জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে বিগত ১৫ বছরে রাজ্যের পুর বাজেটের বরাদ্দের ৫০ শতাংশের বেশি টাকা খরচ হয়েছে শুধু কলকাতার জন্য। অথচ উত্তরবঙ্গের ছোট ছোট পুরসভাগুলির ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবাও নিশ্চিত করা হয়নি।'

সম্প্রতি জলপাইগুড়ির একটি পুরসভায় বর্জ্য নিষ্কাষণ নিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন মন্ত্রী। সেই প্রসঙ্গে এদিন ক্ষোভপ্রকাশ

জনগণের অর্থের প্রতিটি টাকা যাতে বাস্তব ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নয়নে প্রতিফলিত হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

অগ্নিমিত্রা পাল

করে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'এতটাই দুর্গন্ধ এবং বিষাক্ত পরিবেশ যে সেখানে কয়েক মিনিটের বেশি আমি থাকতে পারিনি।' ১৫ অগাস্টের মধ্যে সেই প্রকল্পের কাজ শুরু করার এদিন নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী।

তবে অতীতে পক্ষপাত সত্ত্বেও মহানগরের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে এবারেও চলতি অর্থ বছরে ৮৮২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কলকাতার উন্নয়নে। মূলত জলসরবরাহ, রাস্তা, সেতু, আবাসন, নিকাশি ব্যবস্থার মতো চালু পরিষেবাগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নেই এই টাকা খরচ হবে। তবে এরই মধ্যে কলকাতায় রিং রোড, আইকনিক কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়াকে অক্সফোর্ডের ধাঁচে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

উলটোরথে নদিয়ায়। -পিটিআই

সেবাশ্রয়ের বিরুদ্ধে আজ বিবৃতি

কলকাতা, ২৪ জুলাই : নতুন করে ফের বিপাকে পড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেবাশ্রয় নিয়ে এবার ফাইল খুলতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের সেবাশ্রয় শিবির নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার বিধানসভায় ফলতার বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পন্ডা এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছেন। শনিবার বিবৃতি দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। পরিষদীয়মন্ত্রী শংকর ঘোষ এই প্রসঙ্গে জানান, এই বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ তাঁরা পেয়েছেন। তাই বিবৃতি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই অভিষেককে 'টার্গেট' করার অভিযোগ করেছেন কালীঘাট শিবিরের তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর মতে, 'অভিষেক একজন সাংসদ। প্রয়োজনে তাঁকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে জবাবি ভাষণ দিতে দেওয়া হোক।'

পাশাপাশি উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগেও নতুন করে বিধাননগর কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিষেকের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। এদিন অভিষেকের বাড়ি বেনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কালীঘাটের দুটি বাড়ির নথি নিয়ে আলিপুরের দপ্তরে হাজির হতে অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তলব করে কলকাতা পুরসভা। কিন্তু তিনি নিজে না গিয়ে আইনজীবী মারফত নথি পাঠান।

'বেপাত্তা' প্রধানদের জন্য বিল আজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ জুলাই : 'বেপাত্তা' পঞ্চায়েত প্রধানদের 'জব্দ' করতে শনিবার বিধানসভায় আইন সংশোধন করতে গুরুত্বপূর্ণ বিল আসছে। দীর্ঘদিন ধরে 'বেপাত্তা' পঞ্চায়েত প্রধানদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা খর্ব করতে বিধানসভায় গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েত আইন সংশোধনী বিল আনা হচ্ছে। প্রায় তিন হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের অনবরত গরহাজিরায় বিপাকে পড়েছে পঞ্চায়েত দপ্তর। এর ফলে ১২৫ দিনের কাজের পারিশ্রমিক সহ গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে থাকা সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি সরকারি তহবিলের টাকা উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে কড়া হুঁশিয়ারির পথ ছেড়ে এবার আইনি সংস্কারের দিকেই হাঁটছে প্রশাসন। বিধানসভার লবিতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, অনভিপ্রেত অনুপস্থিতির কারণে গ্রামোন্নয়ন বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 'কোমরে দড়ি বেঁধে বা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েও নিখোঁজ প্রধানদের কার্যালয়ে ফেরানো যায়নি। বিল পাশ হলে আর অর্থবরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রধানদের অনুমোদনের প্রয়োজন থাকবে না। পরিবর্তে বিডিও সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকরাই উপভোক্তাদের পাওনা মেটাতে কিংবা উন্নয়নের কাজের চেকে সই করার আইনি এক্তিয়ার পাবেন।' দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকা প্রধানদের

বিল পাশ হলে আর অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রধানদের অনুমোদনের প্রয়োজন থাকবে না। পরিবর্তে বিডিও সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকরাই উপভোক্তাদের পাওনা মেটাতে কিংবা উন্নয়নের কাজের চেকে সই করার আইনি এক্তিয়ার পাবেন।

দিলীপ ঘোষ

সরিয়ে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলিতে সরকারি প্রশাসক নিয়োগের বিশেষ বিধানও বিলে রাখা হচ্ছে।

তবে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা সংকুচিত করার এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধীদের একাংশের দাবি, বর্তমান সরকারের এই পদক্ষেপে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সাংবিধানিক ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে। সম্প্রতি পুরসভার মেয়র, চেয়ারম্যান ও পঞ্চায়েত প্রধানদের হাত থেকে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

যাবতীয় বিরোধী সমালোচনা খারিজ করে পঞ্চায়েতমন্ত্রী পালটা দাবি করেন, নির্বাচনে হারের পর বিরোধী দলের অনেক প্রধান পঞ্চায়েতে না আসায় কাজ ব্যাহত হচ্ছে। প্রশাসনিক গতি বজায় রাখা এবং দুর্নীতি রোধ করতেই এই সংশোধনী আনা জরুরি ছিল।

এর পাশাপাশি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রশাসনিক জটিলতা ও কর্মীসংকট দূর করতে আরও একটি বড় ঘোষণা করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান, চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই ১১ হাজার শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শতভাগ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবার জেলা প্রশাসনের হাত থেকে সরিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

মহানায়কের স্মৃতিতে ফিল্ম সেন্টার

কলকাতা, ২৪ জুলাই : 'সাড়ে চুয়াত্তর' সিনেমার সাড়ে তিয়াত্তর বছর পূর্তিতে মহানায়ক উত্তম কুমারের স্মৃতিতে কলকাতায় একটি ফিল্ম সেন্টার তৈরির ঘোষণা করল রাজ্য সরকার, যেখানে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস, গবেষণা ও সংস্কৃতিচর্চার বিশ্বমানের কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

শুক্রবার মহানায়কের প্রয়াণদিবসে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, চলতি বছরের ৩ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে পালিত হবে উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উৎসব।

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা

কলকাতা, ২৪ জুলাই : পণ্যবাহী লরি আটকে টাকা আদায়ের অভিযোগে দুই সরকারি কর্তাকে সাসপেন্ড করল নবান্ন। পশ্চিম বর্ধমানের রামপুর চেকপোস্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই মোটর ভেহিকল ইনস্পেক্টর নাজিমুল হক ও অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরখাস্ত করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার হাতে।

যন্তরমন্তরে মমতা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৪ জুলাই : 'আরশোলা'দের মঞ্চে এবার সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার যন্তরমন্তরে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ সমাবেশে আন্দোলনরত ছাত্রদের প্রতি সংহতি জানানো এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দলের অবস্থান আরও জোরালো করতেই তাঁর এই কর্মসূচি বলে তৃণমূল সূত্রের দাবি।

নোটিশ

কলকাতা, ২৪ জুলাই : সাসপেন্ডের পর স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে। শুক্রবার বিধানসভায় অধ্যক্ষকে অমর্যাদা করার অভিযোগে এই নোটিশ এনেছে শাসক দল।

হোটেলে আধার জমা দিলে সাবধান

কলকাতা, ২৪ জুলাই : বেড়াতে গিয়ে হোটেলে চেক-ইন করার সময় নির্দ্বিধায় নিজের আধার কার্ডের ফটোকপি ধরিয়ে দিচ্ছেন? তাহলে কিন্তু আপনি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছেন! সাইবার জালিয়াতদের হাতে আপনার গোপন তথ্য তুলে দেওয়ার এই 'নিরীহ' অভ্যাসের বিরুদ্ধেই এবার কড়া সতর্কতা জারি করল কলকাতা পুলিশ।

ট্রাভেল এজেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলের আধিকারিক শুভঙ্কর চক্রবর্তী জানান, সাধারণ হোটেল কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই গ্রাহকের সম্পূর্ণ আধার তথ্য সংগ্রহ করার অধিকারী নয়। সাইবার অপরাধীরা মূলত বিভিন্ন হোটেল থেকেই পর্যটকদের

■ সাইবার অপরাধীরা মূলত বিভিন্ন হোটেল থেকে পর্যটকদের তথ্য চুরি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সাফ করে দিচ্ছে

■ পরিচয়পত্রের বদলে শুধুমাত্র মাস্কড আধার ব্যবহারের পরামর্শ পুলিশের

■ ইউআইডিএআই-এর পোর্টাল থেকে সহজেই ডাউনলোড করা যায় এই বিশেষ আধার কার্ড

■ সাধারণ হোটেল কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই গ্রাহকের সম্পূর্ণ আধার তথ্য সংগ্রহ করার অধিকারী নয়

ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সাফ করে দিচ্ছে। এই ডিজিটাল ডাকাতি রুখতে সাধারণ পরিচয়পত্রের বদলে শুধুমাত্র মাস্কড আধার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ। ইউআইডিএআই-এর পোর্টাল থেকে সহজেই ডাউনলোড করা যায় এই বিশেষ আধার কার্ড। তথ্য-প্রযুক্তি আইন অনুযায়ী এটি সম্পূর্ণ বৈধ, যেখানে আসল নম্বরের প্রথম ৮টি সংখ্যা 'XXXX-XXXX' হিসেবে লুকোনো থাকে, দেখা যায় কেবল শেষের ৪টি সংখ্যা। ফলে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য থাকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।

বর্তমানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই-এর যুগে ডিপফেক এবং ভয়েস ক্লোনিংয়ের মতো মারাত্মক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জালিয়াতি হচ্ছে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় বেড়ানোর ছবি পোস্ট করার ক্ষেত্রেও লাগাম টানতে বলেছে পুলিশ। অচেনা কারও ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাক্সেপ্ট করা বা ওপেন প্রোফাইলে ছবি দিলে তা সহজেই সাইবার বুলিংয়ের হাতিয়ার হতে পারে।

নিরাপদ ডিজিটাল অভিজ্ঞতার জন্য কেন্দ্রের তৈরি এম-কবচ বা গুগলের ভাইরাসটোটাল-এর মতো অ্যান্টি-ম্যালওয়ার টুল ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। ফেডারেশনের পূর্ব ভারতের চেয়ারম্যান অনিল পাঞ্জাবিও স্বীকার করেছেন যে, পর্যটন শিল্পে প্রতারণা চরম আকার ধারণ করেছে। তাই সস্তার অফারের ফাঁদে পা দিয়ে কষ্টার্জিত অর্থ খোয়ানোর আগে পর্যটকদেরই ডিজিটাল দুনিয়ায় আরও বেশি স্মার্ট ও সতর্ক হতে হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডেড ক্যাটারিং আউটলেটের চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) (অকশন আহ্বায়ক অফিসার), মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে প্রিমিয়াম ব্র্যান্ডেড ক্যাটারিং আউটলেটের চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন : অকশন ক্যাটালগ নং. : পিবিসিও-এমএলডিটি-এইউজি। অকশন শুরুর তারিখ : ১০.০৮.২০২৬, সময় : সকাল ১১.৩০ মিনিট। ক্রমিক নং; লট নং/ক্যাটেগরি; স্টেশন; ব্র্যান্ডটির জন্য প্রয়োজনীয় টার্নওভার : এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-পিএস-১০০-২৬-১; ভাগলপুর; বিগত তিনটি আর্থিক বছরের কোনো একটিতে ৫০ কোটি। এএ/২; এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-পিএস-৯৭-২৬-২; জামালপুর; বিগত তিনটি আর্থিক বছরের কোনো একটিতে ৫ কোটি। এএ/৩; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডি-পিএস-৯৯-২৬-১; মালদা টাউন; বিগত তিনটি আর্থিক বছরের কোনো একটিতে ৫ কোটি। এএ/৪; এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-পিএস- ৯১-২৬-২; সাহিবগঞ্জ; বিগত তিনটি আর্থিক বছরের কোনো একটিতে ৫০ লাখ। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-142/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন

বাসিন্দা মহেশ শাহ - কে 18.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 51L 91632 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জিতে আমি নিজেকে এই সমাজে একজন বিশেষ ব্যক্তি বলে মনে করছি। মাত্র কটি দশ টাকার বিনিময়ে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার জীবনে এই পরিবর্তন এনে দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কাংয়ারাগ শৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে আজ রওনা পাঁচ জনের

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : কোনও শেরপার সাহায্য ছাড়াই লাদাখের দুর্গম মাউন্ট কাংয়ারাগ শৃঙ্গ জয়ে পাড়ি দিচ্ছেন উত্তরবঙ্গের পাঁচ পর্বতারোহী। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর উদ্যোগে শনিবার শিলিগুড়ি থেকে লাদাখের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তাঁরা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সকল অভিযাত্রীকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

লাদাখের হেমিস ন্যাশনাল পার্কের মারখা উপত্যকায় ৬২১০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই কাংয়ারাগ শৃঙ্গ পর্বতারোহীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ন্যাফ আয়োজিত পাঁচজনের এই দলে রয়েছেন শিলিগুড়ির গণেশ সাহা ও টিনা খাঁ, মালবাজারের সুদেব রায় ও কাজলকুমার দত্ত এবং দার্জিলিংয়ের পামেলা ভুটিয়া। দলনেতা গণেশ বলেন, 'শেরপা ছাড়াই আমরা এই অভিযানটি করব। অভিযানের মূল্য লক্ষ্য হল লাদাখের দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল অনুসন্ধান করা এবং সফলভাবে মাউন্ট কাংয়ারাগের শীর্ষে পৌঁছানো।' দলের অন্যতম সদস্য পামেলা বলেন, 'মহিলাদের জন্য এধরনের দুর্গম

অভিযাত্রীদের অভ্যর্থনা।

জায়গায় যাওয়া অনেকটা চ্যালেঞ্জের। তবে নিজেকে সেভাবে ট্রেনিং দিয়েছি যাতে অধিক উচ্চতায় অসুবিধা না হয়।'

এদিন শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অভিযাত্রীদের হাতে পতাকা তুলে দেন হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (এইচএমআই)-এর প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর (ফিল্ড ট্রেনিং) নিমা তাশি। ভিডিওবার্তায় অভিযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানান পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। এছাড়াও নর্থবেঙ্গল এক্সপ্লোরার ক্লাব, বান্ধব সংঘ এবং ইনারহুইল ক্লাবের তরফেও পর্বতারোহীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অভিযাত্রীরা শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে চণ্ডীগড় এবং সেখান থেকে মানালি হয়ে লে-র উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। এরপর স্কিউ (এসকেআইইউ), মারখা গ্রাম, হাংকার ও নিমালিং হয়ে তাঁদের ট্রেকিং শুরু হবে। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে ৫ ও ৬ অগাস্ট দুটি ধাপে শৃঙ্গ জয়ের চেষ্টা করবেন তাঁরা। আরোহণ শেষে আগামী ১৪ অগাস্ট তাঁদের শিলিগুড়িতে ফিরে আসার কথা রয়েছে।

অভিযাত্রীদের যাতায়াত, খাবার, পার্বত্য সরঞ্জাম, প্রশাসনিক ও চিকিৎসার খরচ মিলিয়ে এই অভিযানের আনুমানিক বাজেট সাড়ে চার লক্ষ টাকার বেশি। ন্যাফের কর্ণধার অনিমেষ বসু জানান, অভিযানটি সফল করতে অনেকেই আর্থিকভাবে সাহায্য করেছেন। ন্যাফের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই ৯টি দুর্গম শৃঙ্গ সফলভাবে জয় করেছেন অভিযাত্রীরা। এই অভিযান সফল হলে ন্যাফের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হবে।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : ফুলবাড়ির ছোবাভিটা এলাকায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম টুকরু মহম্মদ (৪১)। বৃহস্পতিবার রাতে আমাইদিঘিতে অসুস্থ মেয়েকে দেখতে যাওয়ার জন্য ওই ব্যক্তি বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু রাস্তায় একটি চার চাকার গাড়ি ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দেড় দশক অমিল সরকারি বরাদ্দ

জাঁতাকলে ধুঁকছে ভদ্রকালী হাইস্কুল

অরুণ ঝা ও বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ভদ্রকালী, ২৪ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে দলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব এবং স্কুলের অভ্যন্তরে ব্যাপক দুর্নীতির জেরে বেহাল দশা ভদ্রকালী হাইস্কুলের। তাছাড়া গত দেড় দশক ধরে স্কুল উন্নয়নে সরকারি বা বিধায়ক তহবিলের কোনও বরাদ্দ না মেলায় জরাজীর্ণ পরিকাঠামোয় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পঠনপাঠন করছে প্রায় ১,৮০০ পড়ুয়া। অভিযোগ, নেতাগিরির আড়ালে ছাত্র ভর্তির টাকা এবং স্কুলের নির্মাণকাজে লক্ষ লক্ষ টাকার দুর্নীতি হয়েছে এই স্কুলে।

স্কুল চত্বরে পা রাখতেই অবশ্য স্কুল ভবনের কঙ্কালসার চেহারা চোখে পড়েছে। করিডরে জমে রয়েছে বৃষ্টির জল। সিঁড়িতে রেলিং নেই, সর্বত্র শ্যাওলার আস্তরণ। একাধিক শ্রেণিকক্ষের ছাদ থেকে খসে পড়ছে চাঙড়। যে কোনও মুহূর্তে বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ভুগছেন শিক্ষকরা। স্কুলের শৌচাগারগুলির অবস্থাও তথৈবচ। জলের অভাবে পড়ুয়া থেকে প্রধান শিক্ষক ও সহ শিক্ষকদের শৌচাগারগুলি কার্যত ব্যবহারের অযোগ্য। মিড-ডে মিলের রান্নাঘরের চারপাশ ঢেকেছে কচুবনের জঙ্গলে।

স্কুলের পুরোনো ফান্ডে ২০১৭ সালে দুটি নতুন ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হলেও তা আজও অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অভিযোগ, 'সেটিং'-এর মাধ্যমে কাজ শুরু হলেও মাঝপথেই ঠিকাদার চম্পট দেয়। এদিকে, বাধ্য হয়ে ওই ভবনের একটি ঘরে প্র্যাকটিকাল ক্লাস করানো হয়। কিন্তু ছাদ চুইয়ে জল পড়ায় সেখানকার বৈদ্যুতিক পাখাও বিকল। এক শিক্ষকের কথায়, 'ভবন নির্মাণের নামে শুধু টাকার নয়ছয় হয়েছে। মুখ খুললেই প্রাণসংশয়ের ভয় ছিল, তাই বাধ্য হয়ে নীরবে সব সহ্য করেছি।'

দীর্ঘদিন ধরে সরকারি অনুদান না পাওয়া যেমন এক সমস্যা, ঠিক তেমনই ভর্তির ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত অর্থের চেয়ে বেশি টাকা নেওয়ার অভিযোগ ঘিরেও অস্বস্তিতে স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রধান শিক্ষক নবকুমার দাস বলছেন, '২০১০ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত স্কুল উন্নয়নে কোনও বরাদ্দ মেলেনি। সরকারি স্তরে ও বিধায়কের কাছে বারবার আর্জি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।' তবে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় ও নির্মাণকাজে লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সদ্য প্রাক্তন পরিচালন সমিতির সভাপতি সঞ্জিত আখতারও স্কুলের এই পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তথা স্কুলের বর্তমান প্রশাসক বেলাল হোসেন পরিকাঠামোর বেহাল দশা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বললেন, 'স্কুলটিকে দেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে বিভীষিকা বেশি মনে হয়। আর্থিক অনিয়মের লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে। তবে এক-দেড় দশকের পুরোনো নথিপত্র পাওয়া বেশ কঠিন।' আগামীদিনে স্কুলের সমস্ত কাজ নিয়ম মেনেই হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

ভদ্রকালী হাইস্কুলের বেহাল দশা।

স্কুলের এই বেহাল দশা নিয়ে এলাকার দীর্ঘদিনের বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, 'এত বড় বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক তহবিলের সামান্য অর্থ কোথায় কোথায় দেব? অর্থ সংকুলান না হওয়ার কারণেই স্কুলে বরাদ্দ দিতে পারিনি।' তবে দলের গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে যে এই বঞ্চনা, তা তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। স্কুলের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তিনিও কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

আমরা দুটি ভাই।। জঙ্গলে ঢেঁকিশাক তুলে বাড়ির পথে। তুফানগঞ্জের রসিকবিলে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপূর্ব।। টিয়ামারি ঘাটে ছবিটি তুলেছেন কুমারগ্রামের খোয়ারডাঙ্গার দিবাকর রায়।

বিজলী নদীর চরে বহুতল

নকশালবাড়ি, ২৪ জুলাই : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) অধীনে থাকা নিরপানিয়া মৌজায় বিজলী নদীর চর এবং সরকারি জমি দখল করে বেআইনি কংক্রিটের বহুতল নির্মাণের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। নকশালবাড়ি-পানিঘাটা রাজ্য সড়কে জাবড়া চা বাগান সংলগ্ন নিরপানিয়া, মিরজাংলা ছাট ও জাবড়া মোড় এলাকায় সরকারি জমির গাছ কেটে দেদার প্লটিং ও বহুতল নির্মাণ চলছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, কিছু ব্যক্তি দখলকৃত সরকারি জমি ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের কাছে বিক্রি করছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মিরিকের ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (বিএলএলআরও) মণীশ ছেত্রী।

সরকারি জমি দখল নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরেও পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন না ঘটায়, প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দখল হওয়া জমিতেই সরকারি নিয়মকানুন অমান্য করে এবং কোনও প্ল্যান পাশ ছাড়াই বহুতলগুলি গড়ে উঠছে বলে অভিযোগ। এমনকি নির্মাণের কাজে বিজলী নদীর বাঁধের পাথর ব্যবহার করার অভিযোগও সামনে এসেছে। নির্মীয়মাণ এলাকায় জমির মালিকানার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে স্থানীয়রা স্পষ্ট কিছু বলতে রাজি হননি। স্থানীয় বাসিন্দা নবরাজ ছেত্রী জানান, যাঁরা বর্তমানে নির্মাণকাজ করছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই এই জমিগুলি নিজেদের দখলে রেখেছেন।

সরকারি জমি বেহাত হওয়া নিয়ে ব্লক প্রশাসনের ভূমিকাতেও প্রশ্ন উঠছে। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক বলেন, 'আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায় বিজলী নদীর চর দখলের চেষ্টা হলে আমরা পদক্ষেপ করে তা বন্ধ করে দিই। কিন্তু জিটিএ'র অধীনস্থ এলাকায় প্রকাশ্যে নদীর চর দখল করে, গাছ কেটে ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে।' অন্যদিকে, মিরিকের বিএলএলআরও মণীশ ছেত্রী বলেন, 'নদীর চর কিংবা সরকারি জমি দখল কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রধান শিক্ষিকার উদ্যোগে চিকিৎসা

কিশোরীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : কিছুদিন ধরে আসছিল না স্কুলে। নবম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য বৃহস্পতিবার স্কুলে এসেছিল বছর পনেরোর ওই কিশোরী। ক্লাসে ওই কিশোরী এসেছে শুনে আশ্বস্ত হয়েছিলেন স্কুলের শিক্ষিকারা। তবে ক্লাসে পড়ানোর সময় হঠাৎ করেই কিশোরীর দিকে নজর পড়ায় রীতিমতো চমকে যান এক শিক্ষিকা। তড়িঘড়ি তিনি চলে যান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার ঘরে। শারীরিক ক্ষেত্রে কিছুটা বদলের কথা শুনে নবম শ্রেণির ওই পড়ুয়াকে নিজের ঘরে ডাকেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। শারীরিক গঠনে পরিবর্তন কেন?

প্রশ্ন করতেই ওই কিশোরী দাবি করে, তার পেটে জল জমেছে। সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে সে নাকি চিকিৎসা করাতেও গিয়েছিল। প্রধান শিক্ষিকার বুঝতে অসুবিধা হয়নি, ওই কিশোরী কিছু একটা লুকোচ্ছে। মায়ের মতো স্নেহে একা জিজ্ঞাসা করতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে ওই কিশোরী। সে ধর্ষিতা বলে জানায়। কিন্তু মামাকে বললে তার আর রক্ষে থাকবে না। কথাটা শোনামাত্র নিজেকে আটকে রাখেননি প্রধান শিক্ষিকা। তড়িঘড়ি তিনি স্কুলে প্রায়ই কাউন্সেলিং করতে আসা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের এক চিকিৎসককে ডাকেন। পরিচিতের কাছ থেকে নম্বর নিয়ে নিজেই ফোন করেন মহিলা থানার আইসিকে। খবর দেওয়া হয় কিশোরীর দিদাকেও।

কিশোরীর সম্পর্কে মাসির সঙ্গে আসার পর গোটা বিষয়টা শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন দিদা। 'মেয়েটার এমন অবস্থা, আপনারা কেউ নজর দেননি?' প্রধান শিক্ষিকার এই প্রশ্নের কার্যত কোনও উত্তরই না দিতে পারায় মেয়েটার প্রতি পরিবারের অবহেলার বিষয়টাও স্পষ্ট। প্রধান শিক্ষিকার উদ্যোগেই বর্তমানে ওই কিশোরী শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। কিশোরীকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও। সেই ব্যক্তি ষাট বছর বয়সি প্রবীণ। ধৃত ওই প্রবীণের নাম মুন্না পাসোয়ান। তিনি পুরনিগমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়ের বাবা নেই। মা দ্বিতীয় বিয়ে করে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন। দিদার কাছেই বড় হচ্ছে ওই কিশোরী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কিশোরীর দিদা একটি মুদিখানার দোকান চালান। কিশোরীর বাড়ির

- মায়ের মতো স্নেহে একা জিজ্ঞাসা করতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে ওই কিশোরী, সে ধর্ষিতা বলে জানায়
- কিশোরীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে
- ধৃত ওই প্রবীণের নাম মুন্না পাসোয়ান, পুরনিগমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা

উলটোদিকেই একটি কারখানায় কাজ করেন ওই প্রবীণ। সেই সূত্র ধরেই ওই দোকানে যাওয়া-আসা চলত ওই প্রবীণের। দিদা বাইরে গেলে ওই কিশোরীকে দেখার নাম করে ওই প্রবীণেরও বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু হয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ওই কিশোরীকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার কথায়, 'আমাদের স্কুলে অধিকাংশ ছাত্রীই প্রান্তিক এলাকা থেকে আসায় আমরা প্রত্যেকের ওপর নজর রাখি। পরিবারের লোকজনকে বলব সন্তানের ওপর নজর রাখতে।'

হাসপাতালে রোগীর বিছানায় কুকুর

রাজগঞ্জ, ২৪ জুলাই : রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল আজকাল বেশ স্মার্ট। প্রথম দর্শনে সরকারি হাসপাতাল বলে সেভাবে মনেই হবে না। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড বেশ পরিষ্কার। সেখানে সুন্দর সাজানো বেড। সবুজ চাদর পাতা। আর তাতে বসে কালো কুচকুচে এক কুকুর। ছবি তোলার সময় তার হাবেভাবে পরিষ্কার, এখানে তার হরদমই যাতায়াত। সেই দৃশ্য শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই ব্যাপক হইচই শুরু। জরুরি বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বেডে রাস্তার কুকুর থাকলে হাসপাতালের নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে কথা উঠবেই। পাশাপাশি, একই বেডে পরে কোনও রোগীকে রাখা হলে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কাও থাকে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক রাহুল রায়ের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'ঠিক কী হয়েছে সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখছি। এছাড়া, সংবাদমাধ্যমে কিছু বলার নেই।'

ভিডিও ক্লিপটি (উত্তরবঙ্গ সংবাদ এর সত্যতা যাচাই করেনি) এদিন ভাইরাল হওয়ার পর থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা রীতিমতো ব্যাকফুটে। বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে এদিন তাঁরা সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন। এই হাসপাতাল চত্বরে যে নিয়মিতভাবে কুকুর ঘুরে বেড়ায় তা পানিকৌড়ির বাসিন্দা বাবলু রায়ের মতো অনেকেরই দাবি। বাবলুর কথায়, 'এই চত্বরে হামেশাই কুকুর ঘুরে বেড়ায়। তবে সেগুলির একটি যে খোদ ইমাজের্ন্সির বেডে গিয়ে বসে থাকবে তা ভাবতেই পারিনি।' আমবাড়ির বাসিন্দা রামও তা ভাবতে পারেননি। পেটের ব্যথায় অসুস্থ মাকে এদিন ভোর ৫টা নাগাদ বাইকে করে রাম মগরাডাঙ্গির রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সে সময় হাসপাতালের জরুরি বিভাগের একটি বেডে একটি কুকুর শুয়ে ছিল। চমকে গিয়ে তিনি মোবাইলে তা রেকর্ড করেন এবং সেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। মুহূর্তের মধ্যেই ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে যায়। সেই সময় ইমার্জেন্সি বিভাগে কোনও চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না বলে রামের দাবি। ভিডিওটি ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় কমেন্টের বন্যা বয়ে যায়। বেশিরভাগই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। মগরাডাঙ্গির বাসিন্দা দয়াল রায় বললেন, 'হাসপাতালের করিডরে কুকুর ঘোরাফেরার কথা শুনেছি। কিন্তু ইমার্জেন্সির বেডে কুকুর শুয়ে থাকার কথা কোনওদিন শুনিনি। খুবই চিন্তার বিষয়।'

ঘটনাটি কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। রাজগঞ্জ থানার এক আধিকারিক বলেন, 'রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে একজন পুলিশ আধিকারিক এবং কয়েকজন পুলিশকর্মী রয়েছেন। তবে হাসপাতালের কুকুর পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পুলিশের নয়।' রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'হাসপাতালের গেটে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তারক্ষী নেই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ ক্যাম্প থাকলেও হাসপাতালের প্রবেশপথে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন নেই। তাঁর দাবি, হাসপাতাল চত্বরে কুকুরের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নির্বীজকরণ প্রয়োজন হলেও এলাকায় তা করার মতো কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা হাসপাতালের নিজস্ব ব্যবস্থা নেই। ফলে সমস্যা হচ্ছে। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' হাসপাতালের গেটে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন মহলে আবেদনও জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদে 'না'

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : এনজেপি থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজের জন্য উচ্ছেদের নোটিশ দিয়ে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল কাটিহারে। এরই প্রতিবাদে শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ির এনজেপি এরিয়া অফিসে একজোট হয়ে বৃহত্তর আন্দোলন ও আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন রেলের জমিতে বসবাসকারীরা। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, বিকল্প ব্যবস্থা বা পুনর্বাসন ছাড়া কোনওভাবেই তাঁদের উচ্ছেদ করা যাবে না।

কেন্দ্র সরকার এনজেপি থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ডাবল লাইন প্রকল্পের অর্থবরাদ্দ করার পরই তৎপর হয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশন। রেল সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে সার্ভের কাজ শেষ করে রেলের জমিতে থাকা বাড়ি ও দোকানগুলিকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ শুনানির জন্য কাটিহারে তলব করা হয়েছিল। শুক্রবার ছিল সেই শুনানির প্রথম দিন।

কিন্তু শিলিগুড়ি শহরের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের হঠাৎ কলোনি, মাতঙ্গিনী-১ ও রামকৃষ্ণ কলোনির বাসিন্দারা কাটিহারে যাওয়ার বদলে এদিন সিপিএম নেতা শরদিন্দু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এনজেপি এরিয়া অফিসে পৌঁছান। এডিআরএমের কাছে তাঁরা শিলিগুড়িতেই শুনানির আবেদন জানালে, রেল কর্তৃপক্ষ তাতে সাড়া দেয়। ফলে সেখানেই প্রত্যেকের নথি সংগ্রহ করা হয়।

এদিন অনেকে জানিয়েছেন, রেলের জমিতে তাঁরা কেউ ৩০ বছর, তো কেউ ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বসবাস করছেন। ফলে উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়ার পর থেকে উদ্বেগে রয়েছেন।

এডিআরএম অফিসে জমায়েত। শুক্রবার।

রেলের জমিতে বসবাসকারী তপন চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা উন্নয়নের বিরোধী নই। তবে আমরা চাই রেলের তরফে আমাদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা হোক। অন্যথায় আমরা আন্দোলনে শামিল হওয়ার পাশাপাশি আদালতের দ্বারস্থ হব।' রামকৃষ্ণ কলোনির বাসিন্দা মহম্মদ হাসলেমের কথায়, 'আমাদের পক্ষে শুনানিতে যোগ দিতে কাটিহার যাওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণেই এদিন আমরা এডিআরএমের সঙ্গে দেখা করে দাবি জানালাম। আমরা চাই পুনর্বাসন দেওয়া হোক।'

সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী বলছেন, 'আমরা দফায় দফায় দাবি জানিয়েছি। আলোচনা চলছে। রেলের কর্তারা কী পদক্ষেপ করছেন তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এরপর প্রয়োজন অনুসারে আমরা আইনি পথে হাঁটব।'

অন্যদিকে কাটিহার ডিভিশনের এডিআরএম (এনজেপি) অজয় সিং বলেন, 'নথি যাচাইয়ের পর যদি দেখা যায় কেউ রেলের জমিতে বেআইনিভাবে বসবাস করছেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হবে। তবে কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি থাকলে, প্রকল্পের কাজের প্রয়োজনে রাজ্যের হস্তক্ষেপে তা অধিগ্রহণ করা হবে।' রেল সূত্রে খবর, দিন কুড়ি বাদে ওই চূড়ান্ত নোটিশ বিলির কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হঠাৎ মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ জুলাই : বিধাননগরে আনারস কিনতে এসে মৃত্যু হল এক ব্যবসায়ীর। মৃতের নাম লালচাঁদ (২৩)। তিনি মধ্যপ্রদেশের রতলাম জেলার জাওরা থানার বেদঙ্গাচ গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার আনারস কিনতে মধ্যপ্রদেশ থেকে বিধাননগরে আসেন তিনি। স্নান সেরে চা-বিস্কুট খাওয়ার পরই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

জখম দাঁতালের রক্তে সংক্রমণ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : একটি গুরুতর অসুস্থ দাঁতালের চিকিৎসা চলছে কার্সিয়াং ডিভিশনের বাগডোগরার জঙ্গলে। শুক্রবার আনুমানিক ৩০ বছর বয়সি আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা দাঁতালটির রক্ত পরীক্ষা হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, রক্তে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তবে তা নিয়ে মুখ খুলছেন না বন দপ্তরের আধিকারিকরা। কার্সিয়াং ডিভিশনের এক আধিকারিক বলেন, 'হাতিটি গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ। চিকিৎসা চলছে। সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তা দেখতে বলা হয়েছে।'

এক ধরনের এককোষী পরজীবী প্রোটোজোয়া 'ট্রাইপ্যানোসোমা'-য় আক্রান্ত হয়ে গত বছর বাগডোগরা জঙ্গলেই মৃত্যু হয়েছিল একটি হাতির (হোপ)। গোরু, মোষ এই জীবাণুর বাহক। তা থেকেই কোনওভাবে হাতির শরীরে প্রবেশ করেছিল। চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ড থেকে চিকিৎসক এনেও হাতিটিকে বাঁচানো যায়নি। বর্তমান অসুস্থ দাঁতালটি তেমন কোনও জীবাণুতে আক্রান্ত কি না, তা স্পষ্ট করছেন না কেউই। তবে দাঁতালটির দুটো পা ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা। দলছুট হয়ে জঙ্গলে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল বলে জানা গিয়েছে। বনকর্মীদের নজরে আসার পর চিকিৎসা শুরু হয়। জানা গিয়েছে, দাঁতালটির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটছে। ফলে দিন-দিন রুগ্ন হয়ে পড়ছে। বন দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে দাঁতালটি জখম হয়ে থাকতে পারে।

যদিও দাঁতালটিকে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় রেখে চিকিৎসা করতে পারছে না বন দপ্তর। কেননা, দাঁতালটিকে একটি জায়গায় রেখে চিকিৎসা করানোর মতো পরিকাঠামো নেই এখানে। নেই সে ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থাও। চিকিৎসকের সংখ্যা কম থাকার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বেঙ্গল সাফারিতে বন্যজন্তুদের জন্য থাকা একমাত্র চিকিৎসককে দিয়েই গোটা কার্সিয়াং ডিভিশনের বন্যজন্তুদের চিকিৎসা চলছে। ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

কিন্তু হাতিটিকে ধরে না রেখে চিকিৎসা করালে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তা হলে অন্য জন্তুরাও সংক্রমিত হতে পারে। কী ধরনের সংক্রমণ, ক্ষতির দিকগুলি কী কী, তা চিহ্নিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে বনকর্মীদের বড় একটা অংশ। হাতির অসুস্থতা প্রকাশ্যে না আনার পিছনে বাগডোগরা রেঞ্জের চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও গাফিলতি রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। যদিও বাগডোগরা রেঞ্জের দাবি, সরকারিভাবে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। ব্যবহৃত গাড়ির তেল খরচ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে জঙ্গল এলাকায় নজরদারি কমেছে।

ফুঁসছে সুধানি, বন্ধ চাকুলিয়া হাইস্কুলের গার্লস হস্টেল

চাকুলিয়া, ২৪ জুলাই : টানা কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টিতে ফুঁসছে সুধানি নদী জলের তোড়ে পাড় ভাঙতে ভাঙতে নদী এখন চাকুলিয়া হাইস্কুলের পাশ হয়ে বয়ে চলেছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছে তাতে যে কোনও সময় স্কুলের গার্লস হস্টেল সহ ভবনের একাংশ নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিপদের কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ছাত্রীদের হস্টেলটি। তবে চালু রয়েছে স্কুল। এই পরিস্থিতিতে স্কুলটি বাঁচাতে অবিলম্বে সেচ দপ্তরের হস্তক্ষেপ ও স্থায়ী গার্ডওয়ালের দাবি তুলেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে সুধানি নদীর জলস্তর অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। এরপরই শুরু হয় তীব্র পাড় ভাঙন। পাড় ভাঙতে ভাঙতে নদী এখন স্কুলের সীমানার পাশে চলে এসেছে। প্রবল জলস্রোতের কারণে স্কুল ভবনের নীচের মাটি ধসে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় চরম বিপদের মুখে পড়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে বলেন, 'নদীর জল যেভাবে স্কুলের কাছে চলে এসেছে, তাতে আমরা আতঙ্কিত। যে কোনও মুহূর্তে গার্লস হস্টেল সহ স্কুলের একাংশ নদীতে বিলীন হয়ে যেতে পারে। পড়ুয়াদের নিয়ে ক্লাস করানো এখন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। আশঙ্কাতে গার্লস হস্টেল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। হাজারো শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ রক্ষায় অবিলম্বে একটি স্থায়ী গার্ডওয়াল তৈরি করা প্রয়োজন।'

এদিকে, হস্টেল বন্ধ হওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছে দূরদূরান্তের ছাত্রীরা। নবম শ্রেণির ছাত্রী পল্লবী সাহার কথায়, 'স্কুল থেকে বাড়ি অনেক দূরে হওয়ায় হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতাম। কিন্তু সুধানি নদীর আগ্রাসী রূপের কারণে হস্টেল ছাড়তে হয়েছে। এখন বাধ্য হয়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে বাড়ি থেকেই যাতায়াত করে ক্লাস করতে হচ্ছে।' একই কথা আরেক ছাত্রী রেহানা খাতুনেরও।

স্কুলের পাশে বইছে সুধানি নদী।

স্কুলের এমন অবস্থায় স্থানীয় তপন দাস ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'প্রতি বছর বর্ষায় নদীর ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করলেও এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী পদক্ষেপ করা হয়নি।' এলাকাবাসীর দাবি, বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই সেচ দপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসন এনিয়ে পদক্ষেপ করুক।

এ বিষয়ে স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অশ্বিনীকুমার সিংহ আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে এনে দ্রুত উপযুক্ত পদক্ষেপ করার চেষ্টা করা হবে।

স্থানীয় বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ বলেন, 'চাকুলিয়া হাইস্কুলের এই সমস্যা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে লিখিতভাবে আগে জানানো প্রয়োজন।' তাঁর মতে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর নিশ্চয় কোনও পদক্ষেপ করবে।

কলকাতায় মন্ত্রী বিশাল লামার সঙ্গে বৈঠকে বিজেপির পার্বত্য শাখার নেতৃত্ব।

অভিভাবকহীন লালকুঠি, থমকে উন্নয়ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : ১৭ জুন অনীত থাপা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর চিফ এগজিকিউটিভের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তার পর থেকেই জিটিএ কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে। অনীতের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে নতুন করে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আবার বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসকও বসানো হয়নি। রাজ্য বাজেটে জিটিএ'র জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হলেও বাস্তবে পাহাড়ের উন্নয়ন থমকে। উন্নয়নের কাজ দ্রুত শুরুর দাবি নিয়ে বিজেপির পার্বত্য শাখার নেতৃত্ব শুক্রবার কলকাতায় পার্বত্য এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামার সঙ্গে দেখা করে। বিশাল বলেছেন, 'পর্যটন থেকে পানীয় জল-সব ক্ষেত্রেই পাহাড়ের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হবে। ইতিমধ্যে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জেলা শাসক কাজ শুরু করেছেন। জিটিএ নিয়েও শীঘ্রই নতুন ঘোষণা হতে পারে।'

২০২২ সালে জিটিএ নির্বাচনে জিতে রাজ্যের তৎকালীন সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পার্বত্য প্রশাসন চালাচ্ছিলেন অনীত থাপা। গত কয়েক বছরে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বেশ কয়েকবার জিটিএ'র কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জিটিএ-তে প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগেও সরব হয়েছেন সাংসদ। বিধানসভা ভোটের আগে তিনি বলেছিলেন, বিজেপির নেতৃত্বে রাজ্যে নতুন সরকার এলে ১৫ দিনের মধ্যে জিটিএ খারিজ করা হবে।

সরকার বদলের পরে জিটিএ-তে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অনীতদের ওপরে চাপ আরও বাড়ায় বিজেপি। অন্যদিকে, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবিও উঠতে থাকে। এই আবহে ১৭ জুন অনীত জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তার পর থেকেই লালকুঠি কার্যত অভিভাবকহীন। নতুন প্রধান সচিব দেওয়া হয়েছে ঠিকই, তবে বোর্ড না থাকায় উন্নয়নের কাজকর্ম থমকে।

এবারের বাজেটে জিটিএ'র জন্য রাজ্য সরকার ৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর পাহাড়ের উন্নয়নে ২৫০ কোটি টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এছাড়া অনীতের বোর্ডের আমলে ২০০ কোটি টাকা গচ্ছিত রয়েছে। অর্থাৎ চলতি আর্থিক বছরে জিটিএ'র হাতে রয়েছে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। কিন্তু এখনও উন্নয়নমূলক কোনও কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।

- অনীতের ইস্তফার এক মাস পরও রাজ্য সরকার নতুন চিফ এগজিকিউটিভ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়নি
- প্রশাসক বসানোর ঘোষণাও করেনি
- জিটিএ'র উন্নয়নমূলক কোনও কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি

অনীতের ইস্তফার পর এক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও রাজ্য সরকার নতুন চিফ এগজিকিউটিভ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয়নি, এমনকি বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক বসানোর ঘোষণাও করেনি। সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে শুক্রবার বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামার নেতৃত্বে দলের নেতারা কলকাতায় মন্ত্রী বিশাল লামার সঙ্গে বৈঠক করেন। বিজেপি পাহাড় নিয়ে দ্রুত রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ দাবি করেছে। সঞ্জীব লামার বক্তব্য, 'পাহাড়ের উন্নয়ন নতুন করে শুরু হোক এটাই চাই।' বিজেপির প্রতিনিধিদলটি এদিন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দারের সঙ্গেও দেখা করেছে।

পালিয়ে শিলিগুড়িতে তিন কিশোরী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : দার্জিলিংয়ের ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থেকে শিলিগুড়িতে আসার জন্য একটি যাত্রীবাহী গাড়িতে উঠেছিল তিন কিশোরী। পরনে নতুন জামাকাপড় দেখে ওই গাড়িচালকের মনে হয়েছিল, ওই তিন কিশোরী হয়তো শিলিগুড়ি শহরে কোনও কাজে যাচ্ছে। ওই তিন কিশোরী গাড়িতে ওঠার পর তাদের কথাবার্তায় কোনও ধরনের সন্দেহ না হওয়ায় ওই গাড়িচালক নিশ্চিন্তেই শিলিগুড়ির জংশন ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে তাদের নিয়ে আসেন। কিন্তু ভাড়ার টাকা চাইতেই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে গাড়িচালকের।

তিন কিশোরীর একজন গাড়িচালকের মোবাইল চায়। এরপর সেই মোবাইল থেকে একটি নম্বরে ফোন করে সে বলে ওঠে, 'মা, আমরা হোম থেকে পালিয়ে শিলিগুড়িতে নেমে এসেছি। গাড়িভাড়ার টাকা দাও।' কথা শোনামাত্রই চমকে ওঠেন গাড়িচালক। জংশন এলাকায় কাজ করা পরিচিত এক এনজিও কর্মীকে ফোন করতেই তিনি চলে আসেন। খবর দেওয়া হয় প্রধাননগর থানার পুলিশকে। শুক্রবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় জংশন এলাকায়। কিন্তু কেন তারা শিলিগুড়িতে? পুলিশ ও এনজিও-র জিজ্ঞাসাবাদে তিন কিশোরী জানিয়েছে, হোম তাদের আর ভালো লাগছিল না। শহরে কাজ খুঁজে টাকা রোজগারের জন্যই তারা হোম থেকে পালিয়ে শিলিগুড়ি শহরে আসে।

পুলিশ এবং এনজিও সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তিন কিশোরীকে মাস তিনেক আগে দার্জিলিংয়ের ওই হোমে রাখা হয়েছিল। তিন কিশোরীর দাবি, ১৫ দিনের জন্য তাদের হোমে রাখার কথা বলা হলেও তিন মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও তাদের ছাড়া হচ্ছিল না। এর মধ্যেই তিনজনের একে অপরের সঙ্গে পরিচয় হয়। হোমের একঘেয়ে জীবন নিয়ে তিনজনেরই ক্ষোভের শেষ ছিল না। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তারা হোম থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু হোম থেকে তারা কোথায় যাবে? তিন কিশোরীর পরিচিতদের অনেকেই শিলিগুড়ি শহরে কাজের সূত্রে থাকায় তারা শিলিগুড়ি আসার পরিকল্পনা করে।

ছবি : এআই

শেষপর্যন্ত এদিন ভোরবেলা তারা সুযোগ বুঝে হোম থেকে বেরিয়ে আসে। ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থেকে ট্যাক্সি নিয়ে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছায়। এদিকে, হঠাৎ করে অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন পেয়ে হতচকিত হয়ে পড়েন এক কিশোরীর মা। তড়িঘড়ি তিনি ওই হোমে যান। 'টাইনি হ্যান্ডস' নামের এনজিও-র সদস্যদের কথায়, 'কিশোরীদের সঙ্গে কথা বলে আমরা তড়িঘড়ি ওদের প্রধাননগর থানায় নিয়ে যাই।' প্রধাননগর থানার তরফে দার্জিলিংয়ের ওই হোমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সঙ্গে এখনও কোনও তৃতীয় পক্ষের সংযোগ পাওয়া যায়নি।

উপপ্রধানের 'পদোন্নতি'

নকশালবাড়ি, ২৪ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধানই বসলেন প্রধানের চেয়ারে। প্রধান নির্বাচন বয়কট করলেন বিজেপির সদস্যরা। আর দীর্ঘ এক মাস ধরে টালবাহানার পর অবশেষে প্রধান পেল মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত।

প্রধান গৌতম ঘোষ ইস্তফা দেওয়ার এক মাসের মাথায়, শুক্রবার নকশালবাড়ি ব্লকের সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে মনোনীত হলেন তৃণমূলের রঞ্জন চিকবড়াইক। এদিন ওই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এনিয়ে সভা ডাকা হয়। তাতে তৃণমূলের ১০ জন সদস্যের সমর্থনে উপপ্রধান থেকে প্রধান পদ পেলেন রঞ্জন।

গত ২৯ জুন শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেন গৌতম। তবে তাঁর বদলে কে প্রধান হবেন, তা নিয়ে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে চলছিল টানাপোড়েন। এদিন পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী, ব্লক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ১২টি, বিজেপি ৫টি ও নির্দল ১টি আসন পেয়েছিল। ২০২২ সালে তৃণমূল বোর্ড গঠন করলেও পরে বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্য পদত্যাগ করেন, একজনের মৃত্যু হয়। তৃণমূলের ৩ জন পদত্যাগ করায় বর্তমানে সেই বোর্ডে ১৩ জন সদস্য রয়েছেন— তৃণমূলের ১০ জন ও বিজেপির ৩ জন। এদিন তৃণমূলের ১০ জন সদস্য প্রধান নির্বাচনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। তবে বিজেপির কোনও সদস্য এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি। নতুন প্রধান বলেন, 'আগের বোর্ডকে নিয়ে বারবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এখন মানুষের কাজ করতে হবে। নতুন সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী কাজ করব।' খুব শীঘ্রই ওই পঞ্চায়েতে উপপ্রধান পদে নির্বাচন করতে হবে।

বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : চম্পাসারি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি, এসজেডিএ মার্কেট এবং নিবেদিতা রোড ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক সারলেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি রাজু সাহা। পুনর্বাসন ইস্যুতে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং মন্ত্রী শংকর ঘোষকে ব্যবসায়ীদের তরফে চিঠি পাঠানোর পর শুক্রবার তিনি ব্যবসায়িক সংগঠনগুলির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আপাতত অস্থায়ীভাবে ওই এলাকার ব্যবসায়ীরা পরিকাঠামো তৈরি করছেন। সেই কাজ করতে গিয়ে কোথাও কোনও সমস্যা হলে আমরা সহযোগিতা করব।'

শহরে আসছেন অগ্নিমিত্রা

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ১ অগাস্ট শিলিগুড়িতে আসতে পারেন। উত্তরকন্যায় শিলিগুড়ি পুরনিগম সহ উত্তরবঙ্গের অন্য পুরসভাগুলিকে নিয়ে তাঁর বৈঠক করার কথা রয়েছে। ১ জুলাই থেকে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় প্লাস্টিকের ব্যবহার এবং রাস্তায় আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ হয়েছে। রাজ্যের বাকি অংশে ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই নির্দেশিকা কার্যকর হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের পুরসভাগুলিতে এর প্রস্তুতি কতটা রয়েছে সেই বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে খবর।

শুভেন্দু-বিমল ফোনে কথা

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং ২৮ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার বিমলের পারিবারিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা দীপঙ্কর অরোরা দার্জিলিংয়ে গিয়ে বিমলের ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

দীপঙ্করের ফোন থেকেই ভিডিও কলে বিমল গুরুং, আশা গুরুং এবং রোশন গিরির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন। সেখানেই বিমল মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, '২৮ তারিখ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।' মুখ্যমন্ত্রী মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। ওই ভিডিও কলেই মুখ্যমন্ত্রীকে এদিন বলতে শোনা যায়, 'পুজোর পরে দার্জিলিংয়ে আসব। তখন সবার সঙ্গে দেখা হবে।'

কাজ চালুর দাবি

নকশালবাড়ি, ২৪ জুলাই : সারা ভারত খেতমজদুর এবং গ্রামীণ শ্রমজীবী ইউনিয়ন দার্জিলিং কমিটির তরফে শুক্রবার নকশালবাড়ির হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হল। এদিন হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের হাতে মোট দশ দফা দাবি তুলে দেওয়া হয়। হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাজুড়ে দ্রুত ১২৫ দিনের কাজ চালু, সব মহিলাকে দ্রুত অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার দেওয়া, গরিব যোগ্য পরিবারকে সরকারি ঘর দ্রুত প্রদান, কৃষকদের জন্য দ্রুত সেচনালা পরিষ্কার সহ একাধিক দাবি জানানো হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে তৎপরতা মেডিকেলে

দায়িত্বে নয়া অধ্যক্ষ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একইদিনে নতুন অধ্যক্ষ এবং হাসপাতাল সুপার দায়িত্ব নিলেন। শুক্রবার নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি এবং হাসপাতাল সুপার হিসেবে ডাঃ কৌশিক ঈশ্বর দায়িত্ব নিয়েছেন। মেডিকেলের বিদায়ি সুপার তথা বিদায়ি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক এই দুই নতুন আধিকারিককেই দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। মেডিকেল সূত্রের খবর, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে আসছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীরও কয়েকদিনের মধ্যে এখানে আসার কথা রয়েছে। সেইজন্যই তড়িঘড়ি নতুন দুই আধিকারিককে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছিল।

২০২১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল সুপার হিসেবে ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি সেই দায়িত্বে ছিলেন। এরই সঙ্গে গত বছরের ৯ মে থেকে তিনি কলেজ অধ্যক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। তৎকালীন কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে বদলি হওয়ায় ওই পদে অস্থায়ীভাবে ডাঃ মল্লিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

নয়া সুপার এবং অধ্যক্ষের সঙ্গে বিদায়ি সুপার।

দুটি পদের দায়িত্ব সামাল দিতে গিয়ে ডাঃ মল্লিক কোনও দিকেই সেভাবে সময় দিতে পারছিলেন না। বিশেষ করে রোগী পরিষেবা, সুপারের অফিসের কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠেছে। চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীরা যেমন অনিয়মিত, মর্জিমাফিক যাতায়াত করছেন, একইভাবে সুপার অফিসেও বেলা ১২টার আগে কোনও কর্মীকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বেশ কিছুদিন ধরেই স্থায়ী অধ্যক্ষ এবং সুপারের দাবি উঠেছিল। অবশেষে দুটি পদে একইদিনে নতুন আধিকারিকরা দায়িত্ব নিলেন।

এদিন সুপার পদে দায়িত্ব নিতে সকালসকালই মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের চেম্বারে পৌঁছে গিয়েছিলেন ডাঃ কৌশিক ঈশ্বর। দিনভর প্রচুর নথিপত্রে সই করা, সবকিছু বুঝে নেওয়ার পরে তিনি সন্ধ্যায় সুপার অফিসে গিয়ে বসেন। অন্যদিকে, নতুন অধ্যক্ষ আগামী সপ্তাহে দায়িত্ব নেবেন বলে জানানো হয়েছিল। বিদায়ি অধ্যক্ষও তেমনটাই জানিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন সকালেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা হন নতুন অধ্যক্ষ। তিনি দুপুরে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে সরাসরি মেডিকেলে পৌঁছে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কাছে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে আসছেন। তিনি ওইদিন বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভারের উদ্বোধনের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলায় একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাবেন।

তবে, মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচি এদিন পর্যন্ত জেলায় পৌঁছায়নি। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সোমবার উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন। ওইদিনই বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভার উদ্বোধন হতে পারে।'

- ২০২১ সাল থেকে মেডিকেলের সুপার হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক
- গত বছরের ৯ মে থেকে তিনি কলেজ অধ্যক্ষের অতিরিক্ত দায়িত্বেও ছিলেন
- দুটো পদ একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে মেডিকেলের পরিষেবা থেকে কর্মসংস্কৃতিতে প্রভাব পড়ছিল

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া ও বাগডোগরা, ২৪ জুলাই : গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক কারখানা কর্মীর। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ফাঁসিদেওয়ার কান্তিভিটা সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম কিশোর দত্ত। বাড়ি হুগলিতে। তিনি কান্তিভিটার একটি চকোলেট কারখানায় কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে কাজ শেষে ফেরার পথে দ্রুতগতির একটি গাড়ি তাঁকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। শুক্রবার সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পলাতক চালক ও গাড়ির খোঁজে তল্লাশি চলছে। জুম্মার নমাজ পড়তে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতের নাম মহম্মদ মাজাহার আলি (২৫)। বাগডোগরা থেকে কেষ্টপুর হালাল গ্রামের বাড়িতে শুক্রবার বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন মাজাহার। সেই সময় বাগডোগরার অদূরে সিঙ্গিঝোরা চা বাগানের সামনে একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় মাজাহারকে বাগডোগরার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তরুণের মৃত্যু হয়। পুলিশ তদন্ত করছে।

জীবনের বোঝা

বাড়ির পথে। বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

চা পাতা তোলা নিয়ে হাতাহাতি

চোপড়া, ২৪ জুলাই : বাগানের মালিকানা এবং কাঁচা চা পাতা তোলাকে কেন্দ্র করে চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতে উত্তেজনা। শুক্রবার পেয়ারিলাল চা বাগানের সিমেন্ট্রি ডিভিশনে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিজেপি নেতা-কর্মীর হাতাহাতিতে জখম হন বেশ কয়েকজন। একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। বিজেপি নেতা শংকর অধিকারীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি পালটা তৃণমূল আশ্রিত জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছেন। শেষে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সিমেন্ট্রি ডিভিশনটি প্রায় ২৫ একর জমি নিয়ে। অভিযোগ, তৃণমূল আমলে ওই ডিভিশনটিকে ছোট ছোট ভাগ করে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এমনকি বাগান মালিককে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। পালাবদলের পর বাগানের কিছু জমি পুনরুদ্ধার করা হয়। যদিও এলাকার ২৫-৩০ জন প্লট করে ওই বাগান কিনেছেন বলে এখনও দাবি করেন। তাঁরাই বিগত কয়েকবছর প্লটগুলির পরিচর্যা করেছেন।

এদিন সেই রকমই একটি প্লট থেকে চা পাতা তোলাকে কেন্দ্র করে ঝামেলা শুরু হয়। বাগান কর্তৃপক্ষের থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান শংকর। দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা, পরে হাতাহাতি হয়। আক্রান্তদের মধ্যে মহম্মদ শাহেদ আলম বলেন, 'প্রায় সাড়ে চার বছর আগে আমরা কয়েকজন বাগান কিনেছি। আমি একা নিয়েছি প্রায় ২ একর। এদিন হঠাৎ বিজেপি নেতা শংকর অধিকারী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এসে কোনও কথা না বলে আমাদের ওপর চড়াও হন। মারধর করা হয়।' ঘটনায় দু'পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

বাগানের ম্যানেজার রণজিৎ সরকার বলছেন, 'প্রায় চার বছর পর আমরা বাগান উদ্ধার করতে পেরেছি। ইতিমধ্যে দু'রাউন্ড পাতা তুলেছি।

বিজেপি নেতার নামে অভিযোগ

এদিন স্থানীয়দের একাংশ বাগানে ঢুকে চা পাতা তুলছিল। আমাদের স্টাফ ও শ্রমিকরা গেলে তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়। তখন শংকর অধিকারীকে খবর দেওয়া হয়।'

শংকর বলেন, 'ম্যানেজার বিষয়টি নজরে আনলে সেখানে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। পৌঁছাতেই ওরা আমার উপর হামলা চালিয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ম্যানেজার থানায় অভিযোগ জমা করেছেন।' এদিকে, শংকরের বাগানে যাওয়ার বিষয়টি অবশ্য স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ভালো চোখে নেয়নি। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলেন, 'যত বড় নেতাই হোক, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ হলে পুলিশ প্রশাসন সেটা দেখবে। দল হস্তক্ষেপ করবে না।'

ঝামেলা সামলাতে পুলিশ পৌঁছেছে। শুক্রবার পেয়ারিলাল চা বাগানে।

পর্যটক তথ্যকেন্দ্রে বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থাও

আমাদের লক্ষ্য বাংলার পর্যটনকে বিশ্বের সর্বত্র নতুনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। ওই লক্ষ্যেই ইনফরমেশন সেন্টার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত। একজন পর্যটক যাতে ভুল পথে পরিচালিত না হন, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে, থাকবে ব্যবস্থা।

শংকর ঘোষ পর্যটনমন্ত্রী

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : হোমস্টে বুকিং করে বাতিল করায় এক পর্যটক টাকা পাচ্ছিলেন না। বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশ হস্তক্ষেপ করায় ওই পর্যটক ফেরত পেয়েছেন টাকা। দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে একজনকে টাকা দিয়ে প্রতারিত হতে হয়েছিল একটি পর্যটক দলকে। যদিও পুলিশি তৎপরতায় ওই দলটি টাকা পেয়েছে। দুটি ঘটনাই পর্যটন মহলে আশার আলো দেখাচ্ছে।

উত্তরের পর্যটন 'চাঁদের পাহাড়'। কিন্তু এখানে বেড়াতে এসে প্রায়শই নানা দুর্ভোগের মুখে পড়ার পাশাপাশি প্রতারণার শিকার হতে হয় পর্যটকদের। 'পুলিশে জানিয়ে কিছু হবে না', নিজেদের নানা অভিজ্ঞতায় এই ধারণা থেকে অধিকাংশ পর্যটক চুপ থেকে বাড়ি চলে যান। কিন্তু অবস্থার বদল যে ঘটেছে, তা উপরের ওই দুটি ঘটনাতেই স্পষ্ট। একজন পর্যটককে যাতে আর ভুঁইফোঁড় সংস্থার প্রতারণার শিকার হতে না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখে এবার পর্যটনের ক্ষেত্রে আলাদা পুলিশি ব্যবস্থায় জোর দিচ্ছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর।

ছবি : এআই

উত্তরবঙ্গের আট জেলায় ১০০টি ইনফরমেশন সেন্টার বা তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পর্যটন দপ্তর। ওই সেন্টারগুলিতেই থাকবে পরামর্শের পাশাপাশি অভাব-অভিযোগ জানানোর বিশেষ ব্যবস্থা।

উত্তরবঙ্গে বেড়াতে এসে কোথায় যাবেন বা থাকবেন, তা নির্দিষ্টভাবে জানা না থাকার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি পর্যটকদের প্রতারণার শিকার হতে হয়। এই সমস্যা দূর করতেই মূলত ইনফরমেশন সেন্টার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত। উত্তরবঙ্গে যে ১০০টি সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে, তার প্রতিটি হবে একই ধরনের দ্বিতল। গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকবে বিশ্রাম নেওয়ার জায়গার পাশাপাশি পর্যটন দপ্তরের ডেস্ক। ডেস্টিনেশন, বিভিন্ন এলাকায় যাওয়ার ক্ষেত্রে গাড়িভাড়া এবং হোটেল অনুযায়ী সেখানে রাত কাটাবার ক্ষেত্রে টাকা খরচের বিষয়টি। ফার্স্ট ফ্লোরে থাকবে ক্যাফেটেরিয়া। সেখানে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। তবে আট জেলায় কোথায় কতটা ইনফরমেশন সেন্টার গড়ে তোলা হবে, তা এখনও নির্দিষ্ট হয়নি। কেন্দ্রগুলি হবে বিভিন্ন ডেস্টিনেশনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে। এমন একটি কেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর খরচ করবে ৭৫ লক্ষ টাকা। ইনফরমেশন সেন্টারগুলি যেমন পর্যটকদের সঠিক পথ দেখাবে, তেমনই স্থানীয় এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলছেন, 'আমাদের লক্ষ্য বাংলার পর্যটনকে বিশ্বের সর্বত্র নতুনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। ওই লক্ষ্যেই ইনফরমেশন সেন্টার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত। একজন পর্যটক যাতে ভুল পথে পরিচালিত না হন, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে, থাকবে ব্যবস্থা।' প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাইডদের নতুন করে প্রশিক্ষণ দিয়ে যদি কেন্দ্রগুলিতে নিযুক্ত করা হয়, তবে উত্তরের পর্যটন নতুন পথ দেখবে বলে মনে করেন পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল।

শিলিগুড়ি মডেলকে বিধানসভায় তুলে ধরেছেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুরোধ করেছিলাম, একটি ট্যুরিস্ট হেল্পলাইন নম্বর চালু করার জন্য। শুনলে অবাক হবেন, সেই নম্বর চালু করার পর ১৯ দিনের মধ্যে ২৪টি প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ৫১ হাজার ১৯৭ টাকা পর্যটকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' এরপরই রাজ্যজুড়ে পর্যটন দপ্তরের হেল্পলাইন ও অ্যাপ চালুর তৎপরতার কথা জানান তিনি। শুক্রবার মন্ত্রী শংকর বলছিলেন, 'পর্যটকরা যাতে কোনও ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হন, তা নিশ্চিত করতে অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাধান বের করতেই নয়া উদ্যোগ।'

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৬৮ সংখ্যা, শনিবার, ৮ শ্রাবণ ১৪৩৩

স্পর্ধার ভাষা

নিট কাণ্ড এবং শিক্ষায় দুর্নীতির প্রতিবাদে ভারতেও জেন জেড বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। ককরোচ জনতা পার্টির ব্যানারে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে এই বিক্ষোভের ঢেউ দিল্লির যন্তরমন্তর ছাপিয়ে পৌঁছে গিয়েছে মুম্বই, পাটনা, রাঁচি, গুয়াহাটি, কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কাতারে কাতারে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা রাস্তায় নেমে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

পুলিশের লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, ছররা গুলির আঘাতে আহত হয়েও জলকামানের সামনে তাঁরা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন। জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুক অনশন প্রত্যাহার করায় সরকারের আশা, পড়ুয়ারা হয়তো সুর নরম করবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে ককরোচ পার্টির নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠন করে দোষীদের বিচারের বার্তা দিয়েছেন। কঠোর আইন আনার কথাও বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব সহ একাধিক আধিকারিককে সরানো হয়েছে। তাতেও বিক্ষোভ না থামায় মধ্যরাতে পড়ুয়াদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন মোদি।

ককরোচ পার্টির সঙ্গে আলোচনায় দুটি দাবি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিলেও ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত। জেন জেড বিক্ষোভে চিন-পাকিস্তান কলকাঠি নাড়ছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। সরকারের সমর্থকরা বিশেষ করে হিন্দুত্ববাদীদের একাংশ দাবি করছে, দেশবিরোধী অশুভ শক্তি ভারতের সর্বনাশ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

আবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জেএনইউ কর্তৃপক্ষ যন্তরমন্তরে গেলে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। কিন্তু জেন জেড অকুতোভয়। রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তারা নতুন নতুন স্লোগান দিচ্ছে। তাদের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে পাঠানো খাবার, পানীয় জল পুলিশ ও র‍্যাফের আধিকারিকদের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

সাধারণত পুলিশি দমনপীড়নের পর আন্দোলনের তীব্রতা কমে। কিন্তু বছর খানেক আগে কৃষক আন্দোলনের পর তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভেও স্পষ্ট, স্পর্ধার পরিসর বাড়ছে। সেই স্পর্ধার সামনে অসহায় পুলিশবাহিনী। মুম্বইয়ে বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ ভ্যানের সামনে একা রুখে দাঁড়ান বছর ২৪-এর তরুণী রিয়া আহির। রিয়ার নাছোড় মানসিকতায় শেষমেশ পড়ুয়াদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পুলিশ।

যে জাতপাত, ধর্ম, বর্ণের বিভাজন দেশের বিশাল অংশের মানুষকে গ্রাস করেছে, পড়ুয়াদের আন্দোলনে তার গুরুত্ব নেই। ধর্মীয় মেরুকরণ বা আমরা-ওরার বাইরে এই নবীনের দল শেষপর্যন্ত লড়তে মরিয়া। এই প্রজন্মকে অনেকে গালমন্দ করেন। আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর বলে কথা শুনতে হয় তাদের। অনেকে বলে থাকেন, নতুন প্রজন্ম শুধু নিজের পড়াশোনা আর কেরিয়ার ছাড়া কিছু বোঝে না। তারা দেশ, সমাজ নিয়ে চিন্তিত নয়।

কিন্তু যন্তরমন্তর থেকে বাড়তে থাকা আন্দোলনের ঢেউয়ে ওই অভিযোগ কানাগলিতে পথ হারাচ্ছে। এই প্রজন্ম আর শুধু সমাজমাধ্যমে রিল বন্দি হয়ে থাকছে না। শুধু নতুন প্রজন্ম নয়, তাদের বাবা-মায়েরা, এমনকি সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে শুরু করেছেন। কার আমলে কত প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, কোন সরকারের জমানায় কতগুলি পরীক্ষায় দুর্নীতি হয়েছে- সেসব আর বড় কথা নয়।

পড়ুয়াদের দাবি, সামগ্রিক পরীক্ষা তথা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো জরুরি। সেই প্রসঙ্গে উঠছে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি। পড়ুয়াদের এই দাবিগুলিকে রাজনীতিবিদ থেকে সেলেব্রিটি, ক্রীড়াবিদ থেকে আইনজীবী সমাজ সমর্থন জানিয়েছে। পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছেন শচীন তেন্ডুলকার, নাসিরুদ্দিন শা, অরিজিৎ সিং, জিতের মতো তারকারা।

দিনের পর দিন পরীক্ষায় দুর্নীতি চলবে আর কারও কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না- এটা মেনে নেওয়া যায় না। কেন্দ্রের উচিত, পড়ুয়াদের দাবিগুলি বিবেচনা করে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া। রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ কিংবা দেশবিরোধী তকমা সেঁটে কোনও লাভ নেই।

অমৃতধারা

যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা কখনোই পরিত্যাগ করা উচিত নয়, এগুলি বরাবর চালু রাখা উচিত। বাস্তবিকপক্ষে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা এগুলি এমনকি বিশিষ্ট মুনিঋষিদেরকেও পর্যন্ত পবিত্র করায়। তাই এইসব আলোচনা থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, তপস্যা মানব মাত্রেরই অবশ্য করণীয়। তবে তপস্যা সম্বন্ধে বহু কথা বলা যেতে পারে। কেউ এরূপ মনে করতে পারে যে, গৃহ ত্যাগ করে বনে গিয়ে বায়ু আহার, জলাহার করে কিংবা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে তপস্যা করতে হয়। অবশ্য সেরকম তপস্যা আছে। তা হচ্ছে কঠিন তপস্যা। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য যে তপস্যার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সহজ ও সরল তপস্যা।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ট্রাম্পকে নিয়ে বিভ্রান্ত, বিভক্ত আমেরিকাই

সৌদি আরবের সঙ্গে চুক্তি করেই আবার ইজরায়েলকে নিয়ে সেখানে নতুন শর্ত জুড়লেন ট্রাম্প। কেন, কেউ জানে না।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আর ওয়াল স্ট্রিটের মাঝামাঝি ফুটপাথে গোটা কয়েক ছোট ছোট স্টল। তার মধ্যে ম্যাকডোনাল্ডসের সামনের একটা স্টলেই খবরের কাগজ রাখা। নিউ ইয়র্ক টাইমস থাকে সেখানে। দু'দিন আগে ভোরের অপরিহার্য কফিটা পর্যন্ত জুড়োতে পারেনি, তার আগেই শহরজুড়ে বিভিন্ন ক্যাফের ঝলমলে পর্দায় ভেসে উঠেছিল একই ব্রেকিং নিউজ। নিউ ইয়র্ক টাইমসেও তার প্রতিফলন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প পশ্চিম ভূরাজনীতিতে ছুড়ে দিয়েছেন আরও একটা বিস্ফোরক গ্রেনেড। সৌদি আরবের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের ছাড়পত্র দিয়ে এক পারমাণবিক চুক্তিতে সই করেছেন তিনি। আবার তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নতুন শর্ত দিয়েছেন। এই চুক্তির পুরোটাই নাকি নির্ভর করছে রিয়াধের ইজরায়েল-ঘেঁষা আব্রাহাম আকর্ডসে যোগ দেওয়ার ওপর। সোজা কথা সোজাভাবে বললে, সৌদিকে বলা হয়েছে ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করো। নইলে চুক্তি বাতিল। সৌদি সেটা মানবে কি না প্রশ্ন।

তারপর তো ট্রাম্পের নতুন শুল্ক চাপানোর নতুন খেলা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছেই। যাকে তারা বলছে, বলপূর্বক শ্রম আদায়ের বিরুদ্ধে শুল্ক। যার শিকার হবে ভারত থেকে চিন, সবাই। এক এক দিন এক এক ঘোষণা।

আপনি যদি ওয়াশিংটনের কে স্ট্রিট, নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার দিয়ে হাঁটেন, তা হলে বুঝতে পারবেন না, উজ্জ্বল বিলবোর্ডের আলোয় কীভাবে চাপা পড়ে গিয়েছে সেই খবরের গুরুত্ব। সেখানে এখনও বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। স্পেনের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার বোর্ড। বিশ্বখ্যাত ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের পাশে ফুটপাথে সারি সারি চেয়ার টেবিল। সেখানেও দেখলাম স্পেনকে অভিনন্দন জানিয়ে আলোকময় বোর্ড।

কিন্তু আমেরিকা ও বিশ্বের সব মুসলিম রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের সৌদি সংক্রান্ত ঘোষণা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সহ ৬০ দেশের কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ শুল্ক সংক্রান্ত ঘোষণা। কাগজ ও টিভির ওয়েবসাইট দেখলে মনে হবে, এ যেন এক বহুমাত্রিক রাজকীয় সার্কাস।

সৌদি-ইজরায়েল সংক্রান্ত ঘোষণাই ধরা যাক। নিউ ইয়র্ক টাইমসের পাতায় সুরটা বেশ মাপা, ধারালো এবং পারমাণবিক অস্ত্র প্রসারের আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত। তাদের প্রথম পাতা ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বাজি হিসেবেই দেখছে। ইরানের সঙ্গে যেখানে চরম শত্রুতা চলছে, ঠিক তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রিয়াধের মতো আঞ্চলিক পরাশক্তির হাতে নিজেদের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার অধিকার তুলে দেওয়ার যুক্তি কী? নিউ ইয়র্ক এই কৌশলের অসংগতি তুলে ধরে প্রশ্ন তুলেছে, ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করছে বলে যেখানে মিসাইল ছোড়া হচ্ছে, সেখানে সৌদি আরবের হাতেই সেই পারমাণবিক প্রযুক্তির চাবি তুলে দেওয়া কেমনতর হিসাব?

নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষকদের মতে, রিয়াধকে এই সংবেদনশীল সুযোগ দিয়ে ওয়াশিংটন কার্যত পারস্য উপসাগরে এক পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার সলতেয় আগুন দিল। তুরস্ক ও মিশর ইতিমধ্যেই অত্যন্ত সতর্ক চোখে এই খেলা দেখছে। এই ঘোষণার আগে ক্যাপিটল হিল বা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও প্রথাগত পরামর্শ না করার বিষয়টিও তদন্তমূলক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। টাইমসের কাছে এটা সাময়িক কোনও কূটনৈতিক জয় নয়। বরং বিশ্ব নিরাপত্তার ভিতটাই ধসে পড়ার ইঙ্গিত।

ওয়াল স্ট্রিটের অলিগলিতে পৌঁছাতেই গল্পের সুরটা নৈতিক উদ্বেগ থেকে এক লহমায় ঘুরে গিয়ে দাঁড়ায় খাঁটি অর্থনীতির পাটিগণিতে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রথম পাতায় ছবি, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে মৃত সৈনিকদের শবদেহ আনা হয়েছে আমেরিকায়। দুটো বড় খবরই ট্রাম্প সংক্রান্ত। এক, সেনার সংখ্যা বাড়ায় ইরানে আবার যুদ্ধ শুরু হল। দুই, সৌদি-ট্রাম্প ঐতিহাসিক ডিল। সম্পাদকীয় পাতা আর মার্কেট ডেস্কগুলোর চোখ সোজা ক্রুড অয়েল ফিউচার্সের দিকে। তেলের দাম যেখানে ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের কাছে ঘোরাফেরা করছে। 'ডব্লিউএসজে'র চোখে এটা একটা বিশাল অঙ্কের লেনদেন। আমেরিকার নিজস্ব প্রযুক্তিগত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সৌদি-ইজরায়েল সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণের মতো কূটনৈতিক ট্রফি জয় করা।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল স্পষ্ট বলছে, পারমাণবিক শক্তি চুক্তির মাধ্যমে গড়ে ওঠা এই অর্থনৈতিক বাঁধন সৌদি আরবকে আগামী অর্ধশতকের জন্য আমেরিকার অর্থনৈতিক কক্ষপথে বেঁধে রাখবে। যা প্রতিপক্ষ বিদেশি শক্তিগুলোকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বাস্তববাদী। অনেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে একে লেনদেনমূলক রাষ্ট্রনীতির এক অনন্য মাস্টারক্লাস বলছে। হোয়াইট হাউস অর্থনৈতিক প্রলোভন দেখিয়ে পশ্চিম এশিয়ার ভূরাজনৈতিক মানচিত্রটাই নতুন করে আঁকতে চায়।

আমেরিকার রাজধানীর কাগজ 'ওয়াশিংটন টুডে' নজর রাখছে ক্যাপিটল হিলে শুরু হতে যাওয়া অনিবার্য সংঘাতের দিকে। কংগ্রেসের নজরদারি, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) পরিদর্শন সম্পর্কিত সুরক্ষাকবচ, আর ওয়ার পাওয়ার্স রেজোলিউশন নিয়ে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট আইন প্রণেতারাই ইতিমধ্যেই হাত গুটোতে শুরু করেছেন। এই তর্জা শুধু পারস্য উপসাগর নিয়ে নয়। আসল লড়াই হল কংগ্রেস হোয়াইট হাউসকে প্রথাগত পরমাণু নীতি পাশ কাটিয়ে যেতে দেবে কি না।

আমেরিকান রাজনীতির অলিন্দে এখন লবিস্টদের মারাত্মক ভিড় আর উত্তেজনা। শিল্প সংস্থার প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী এবং ফরেন পলিসি থিংকট্যাংকগুলো কংগ্রেসের সম্ভাব্য নজরদারি সংক্রান্ত বিল প্রভাবিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। 'ওয়াশিংটন টুডে'-র মতে, আসল নাটকটি রাজপথে নয়, ক্যাপিটল হিলের রুদ্ধদ্বার কমিটি রুমগুলোতেই জমাট বাঁধছে।

আমেরিকার উলটোদিকে, পশ্চিম উপকূলের এক নম্বর কাগজ 'লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস' পুরো বিষয়টাকে দেখছে মানুষের জীবনযাত্রার দিক থেকে। বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা অস্থিরতা, ক্যালিফোর্নিয়ার পেট্রোল পাম্পগুলোতে তেলের চড়া দাম আর এক অনাকাঙ্ক্ষিত আঞ্চলিক যুদ্ধের মেঘ- এই চশমায় তারা মেপে চলেছে পুরো ঘটনা। 'এলএ টাইমস'-এর প্রশ্ন, ওয়াশিংটনের এই একতরফা দাদাগিরি কি আদৌ দুনিয়াকে আরও নিরাপদ করছে, নাকি বিশ্বমঞ্চে সহযোগী দেশগুলোকে শুধু অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলিয়ে রাখছে?

পত্রিকার লেখকরা মূলত গুরুত্ব দিচ্ছেন পশ্চিম উপকূলের সাধারণ পরিবারগুলোর ওপর এর কী প্রভাব পড়বে তার ওপর, যারা এমনিতেই মূল্যবৃদ্ধির চাপে নাভিশ্বাস তুলছে। এই কাগজটি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মারপ্যাঁচের সঙ্গে আমজনতার পকেটের খরচকে সরাসরি জুড়ে দিয়েছে। তাদের স্পষ্ট বার্তা, পশ্চিম এশিয়ার নীতিতে সামান্য একটু টাল খেলেই তার ধাক্কা এসে লাগে ক্যালিফোর্নিয়ার যে কোনও গ্যাস স্টেশন বা শপিং মলের দোকানের বিলে।

একইসঙ্গে, 'এলএ টাইমস' দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক সংঘাতের মানবিক দিকটি তুলে ধরছে। স্থানীয় অভিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের গলার স্বর ফুটে উঠে আসছে তাদের পাতায়। যেখানে ফুটে উঠছে মধ্যপ্রাচ্যে থাকা পরিজনদের জন্য তাদের গভীর উদ্বেগ।

এবার টিভির পর্দায় চোখ রাখা যাক।

একবার 'ফক্স নিউজ'-এ চোখ রাখলেই দেখবেন, তাদের টক শোগুলো ট্রাম্পের সেই চেনা 'শক্তির মাধ্যমে শান্তি' নীতিকেই উল্লাসের সঙ্গে তুলে ধরছে। রিয়াধকে বাধ্য করা হচ্ছে ইজরায়েলের দিকে হাত বাড়াতে। আর বিশ্ব এনার্জি বাজারে আমেরিকান শিল্পকে রাখা হচ্ছে একেবারে ড্রাইভারের সিটে। কিন্তু এই প্রশংসার আড়ালেও একটা সূক্ষ্ম অস্বস্তি উঁকি দিচ্ছে। শুনে মনে হবে, তারা মিডটার্ম নির্বাচনের ঝুঁকি নিয়ে সাবধানি বার্তা দিচ্ছেন। কারণ ভোটাররা ব্যালট বক্সে যাওয়ার আগেই হোয়াইট হাউসকে সীমান্তপারের এই অশান্তির এক চূড়ান্ত ইতি টানতে হবে।

পণ্ডিতেরা প্রশাসনের এই বেপরোয়া স্টাইলের তারিফ করে বলছেন, বহু দশক ধরে প্রথাগত কূটনৈতিক পথে হেঁটে কোনও লাভ হয়নি, কোনও বড় সাফল্য আসেনি। কিন্তু জোর খাটানোর এই কৌশল দিয়ে পুরোনো ছক ভেঙে ফেলা গিয়েছে। যার ফলে আঞ্চলিক পক্ষগুলো স্থায়ী নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সমন্বয়ের দিকে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছে।

'সিবিএস'-এর অ্যাঙ্কাররা একদম সহজ-সরল ভাষায় পুরো খবরের প্যাঁচ গুটিয়ে আমজনতার সামনে তুলে ধরছেন। সকালে সই হওয়া সৌদির সঙ্গে নিঃশর্ত চুক্তি কীভাবে দুপুরের মধ্যেই ট্রুথ সোশ্যালে এক চরম হুংকার হয়ে দাঁড়াল, প্রশাসনের এই তীব্র মোড় বদলই তাদের মূল ফোকাস।

একইসঙ্গে ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন রাজধানী থেকে সরাসরি খবরের মাধ্যমে তারা দেখাচ্ছে, এই আকস্মিক ঘটনার পরিক্রমায় বিশ্বনেতারা কতটা হতচকিত। 'সিবিএস'-এর উপস্থাপনায় আসল থিমই হল এই দোলাচল। কীভাবে একটিমাত্র নীতিগত সিদ্ধান্ত রাতারাতি বিশ্বজোটের পুরো হিসাব ওলট-পালট করে দিতে পারে।

জানতে চাইবেন, 'সিএনএন'-এর চোখে এই পুরো ঘটনাটি কীরকম! তারা বোঝাচ্ছে, এটা ট্রাম্পের সেই খামখেয়ালি সোশ্যাল মিডিয়া কূটনীতির এক ক্লাসিক উদাহরণ। পররাষ্ট্র নীতি সেখানে চলে সোশ্যাল মিডিয়ার লাইক আর নোটিফিকেশনের গতিতে। প্রাক্তন কূটনীতিক ও সামরিক কর্মকর্তারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে তর্ক করছেন- এই অনিশ্চিত অবস্থান কৌশলগত সুবিধা দিচ্ছে, নাকি বিপজ্জনক বিভ্রান্তি তৈরি করছে।

আজ আমেরিকায় বসে এই নাটক দেখতে দেখতে একটা জিনিসই স্পষ্ট। সৌদি আরব প্রসঙ্গে ট্রাম্পের একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশটা ভেতরে ভেতরে ঠিক কতটা বিভক্ত, কতটা বিভ্রান্ত। আর একসঙ্গে পরপর কত ফ্রন্ট খুলতে চান ট্রাম্প?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯০১

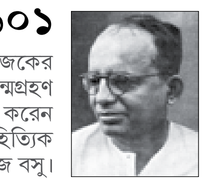

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক মনোজ বসু।

১৯২৯

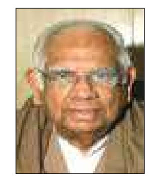

লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আদালত ২৪ ঘণ্টার বিনোদনের চ্যানেল হতে পারে না। আমরা সুপ্রিম কোর্টের এজলাসে ভিডিও রেকর্ড ও সেটা আপলোড করা বন্ধ করতে বলেছি। সরাসরি সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কোনওপক্ষ দেখতে চাইলে তবেই দেখানো হবে। নাহলে নয়। সেক্ষেত্রে অনুমতি নিতে হবে।

- বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী

ভাইরাল/১

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির। হনুমানজির দর্শনে সংখ্যালঘু এক তরুণ দিল্লির কনট প্লেসের হনুমান মন্দিরে আসেন। জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে হাঁটুতে ভর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠেন তিনি। নিয়ম মেনে ভক্তিভরে পুজোও দেন।

ভাইরাল/২

এক বর, তিন বৌ! উত্তরপ্রদেশের আমরোহার ঘটনা। বিয়ের পর আলাদা হওয়া যাবে না, তাই একই পাত্রকে বিয়ে করলেন তিন বোন। তিনজনেই কনটেন্ট ক্রিয়েটর। পাত্র তাঁদের ক্যামেরাম্যান। ছয় মাস ধরে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে প্রেম। শেষে মন্দিরে গিয়ে একই মণ্ডপে বিয়ে সারেন।

জনমন জনমত

শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করুন

একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর। কিন্তু বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় লক্ষ লক্ষ পরিশ্রমী ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন ও বিশ্বাস ভেঙে পড়ছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এমন অনিয়ম বারবার ঘটায় এই ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এর দায় কার?

কোটি কোটি টাকা দিয়ে যদি প্রশ্ন কেনা যায়, তাহলে দিনরাত পরিশ্রম করা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কী হবে? অর্থ যদি মেধা ও পরিশ্রমকে হারিয়ে দেয়, তাহলে শিক্ষা বৈষম্যের প্রতীকে পরিণত হয়। এই অনিয়মের প্রতিবাদে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। অথচ সরকার কেন সামনে এসে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির স্পষ্ট আশ্বাস দিতে পারছে না?

গণতন্ত্রে ক্ষমতার সঙ্গে জবাবদিহিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যে সরকার 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন দেখায়, তাদের প্রথম কর্তব্য একটি স্বচ্ছ, নিরাপদ, বিশ্বাসযোগ্য ও জবাবদিহিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। শিক্ষা কোনও পণ্য নয় যে টাকার বিনিময়ে কেনাবেচা হবে। শিক্ষা বাঁচলে তবেই জাতির ভবিষ্যৎ বাঁচবে, আর তখনই সত্যিকারের বিকশিত ভারত গড়া সম্ভব।

অলোকা রায়
ধনতলা, ক্রান্তি।

আয়ুর্বেদ কলেজ হোক তপসিখাতায়

আলিপুরদুয়ারে মেডিকেল কলেজ হোক, তা আমরা সকলেই চাই। তবে বিতর্ক তৈরি হয়েছে জমি নির্বাচন নিয়ে। তপসিখাতার আয়ুষ হাসপাতাল সংলগ্ন যে ৬৭.৪০ একর জমি রয়েছে, তা ১৯৭৭ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রয়াত ননী ভট্টাচার্য ভেষজ উদ্যান, গবেষণাগার ও আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজের জন্যই অধিগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সভায় এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানে সেখানে আয়ুষ হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ চালু রয়েছে।

আমাদের দাবি, সরকার অধিগৃহীত এই নির্দিষ্ট জমিতে আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি ভেষজ উদ্যান, গবেষণাগার, ওষুধ তৈরির কারখানা, ফার্মাসি কলেজ এবং যোগ কলেজ গড়ে তোলা হোক। দেশ-বিদেশে ভেষজের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। চা বাগান ও বনভূমির পতিত জমিতে বিকল্প চাষ হিসেবে ভেষজ চাষ উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে নতুন দিশা দেখাতে পারে। ভেষজ উদ্যানকে কেন্দ্র করে এখানে পর্যটনকেন্দ্রও গড়ে উঠতে পারে। এতে একই ছাতার তলায় আয়ুর্বেদের সম্পূর্ণ পরিষেবা পাবেন সাধারণ মানুষ।

তাই প্রস্তাবিত অ্যালোপ্যাথিক মেডিকেল কলেজটি আয়ুষ হাসপাতালের জমি ছাড়া অন্য কোথাও স্থাপন করা হোক এবং তপসিখাতার জমিটি আয়ুর্বেদ প্রকল্পের জন্যই সংরক্ষিত থাকুক।

কবিরাজ তপন ভট্টাচার্য
আলিপুরদুয়ার।

উন্নয়ন বনাম বন্যপ্রাণ : সহাবস্থানের নতুন লড়াই

অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি মানুষ ও বন্যপ্রাণীর নিরাপদ সহাবস্থান নিশ্চিত করাই এখন সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।

হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নপূরণের পথে দেশ এগোচ্ছে দুরন্তগতিতে। বড় বড় রাস্তাঘাট, ফ্লাইওভার আর ১৪০ কোটি মানুষের এই বিপুল উন্নয়নের মাঝে একটা প্রশ্ন খুব বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে— অর্থনীতির চাকার তলায় কি বন্যপ্রাণীরা পিষে যাবে? নাকি উন্নয়নের সঙ্গেই সগর্বে বেঁচে থাকবে বাঘ, সিংহ বা হাতির পাল? গত ত্রিশ বছরের হিসেব বলছে, এই অসাধ্যসাধন করার ক্ষমতা ভারতের আছে। তবে শুধু বন্যপ্রাণী বাঁচিয়ে রাখার সেই প্রথম ধাপটা পেরিয়ে আমরা এখন এক নতুন যুগে পা দিয়েছি— যাকে বলে 'সহাবস্থান', অর্থাৎ মানুষ ও বন্যপ্রাণের একসঙ্গে বেঁচে থাকা।

'প্রোজেক্ট টাইগার' থেকে শুরু করে 'প্রোজেক্ট চিতা'— সঠিক রাজনৈতিক সদিচ্ছার জোরে বন্যপ্রাণী বাঁচানোর লড়াইয়ে ভারত বাজিমাত করেছে। আর এই সাফল্যের ওপর ভর করেই 'ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স' তৈরি করে ভারত আজ গোটা বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু মুদ্রার উলটোপিঠের ছবিটা বেশ ভয়ের। বন্যপ্রাণী বাঁচানোর ফলে তাদের সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু উন্নয়নের ঠেলায় জঙ্গলের আয়তন ক্রমশই কমছে। খাবার ও আশ্রয়ের খোঁজে হাতি বা চিতাবাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। নষ্ট হচ্ছে ফসল, প্রাণ হারাচ্ছে মানুষ। এটা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই সংঘাত আসলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আমাদের সাফল্যেরই এক করুণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। তাই আজকের দিনে আসল চ্যালেঞ্জ শুধু বন্যপ্রাণী বাঁচানো নয়, বরং মানুষ আর বন্যপ্রাণী যাতে বছরের পর বছর শান্তিতে পাশাপাশি থাকতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা।

এই একসঙ্গে থাকার পথ মোটেও সহজ নয়, তবে সঠিক পরিকল্পনা করলে মুশকিল আসান হতে পারে। প্রথমেই রাস্তা বা রেললাইন তৈরির নকশাতেই পরিবেশের ভারসাম্যের কথা মাথায় রাখতে হবে। হাইওয়ের নীচে বন্যপ্রাণীদের নিরাপদে রাস্তা পার হওয়ার জন্য আন্ডারপাস বা ওভারপাস তৈরি করাকে ঐচ্ছিক না ভেবে, জাতীয় সড়ক তৈরির আবশ্যিক অংশ করে তুলতে হবে। পাশাপাশি, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে। কৃত্রিম মেধা বা এআইচালিত ক্যামেরা, স্যাটেলাইট নজরদারি এবং বিপদ বুঝলে 'এসএমএস অ্যালার্ট' পাঠানোর প্রযুক্তি এখন বেশ সফল। এই ব্যবস্থাকে গোটা দেশে ছড়িয়ে দিতে একটি বিশেষ 'জাতীয় মিশন' তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।

এর চেয়েও জরুরি কাজ হল, বন্যজন্তুর হামলায় যাঁদের ক্ষতি হচ্ছে, তাঁদের দ্রুত এবং ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া। ক্ষতিপূরণের পুরো ব্যবস্থাটাকে ডিজিটাল করতে হবে। এর অঙ্কটা বাজারের বর্তমান দরের সঙ্গে মিল রেখে ঠিক হওয়া উচিত, যাতে জঙ্গল লাগোয়া গরিব মানুষগুলো নিজেদের এই পুরো প্রক্রিয়ার নীরব শিকার না ভেবে, গর্বিত অংশীদার মনে করতে পারেন। তাছাড়া, এত বড় কর্মযজ্ঞ শুধু সরকারি টাকার ভরসায় চলতে পারে না। বিশ্ব অর্থনীতির অনেকটাই যেহেতু সুস্থ পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল, তাই পরিবেশবান্ধব পর্যটন বা ইকো-ট্যুরিজম এবং কর্পোরেট বিনিয়োগ টেনে আনা খুব দরকার।

আজকের দিনে উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রায় একই সংকটের মুখোমুখি। ভারত যদি সফলভাবে দেখাতে পারে যে— অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণ— এই তিনটে জিনিস একসঙ্গে চলতে পারে, তবে তা গোটা বিশ্বের কাছে এক দারুণ উদাহরণ হয়ে উঠবে। বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সহাবস্থান শুধু পরিবেশ রক্ষার আদর্শ নয়, এটা আসলে সুশাসনের এক চরম পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ভারতের সাফল্যই ঠিক করে দেবে আগামীদিনে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ভবিষ্যৎ।

(লেখক রাজ্যসভার সাংসদ)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫০৬

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। আড্ডা ও খোশগল্প ৩। ময়দার নোনতা খাবার ৫। সে কালের বা সে যুগের ৭। নয় ফোঁটাযুক্ত তাস ৯। চিনামাটির তৈরি মোটা বোতল ১১। ভাগ্যের জোর, ভাগ্যের আনুকূল্য ১৪। তহবিল-এর কথ্যরূপ ১৫। প্রায় খুন হয়েছে এমন।

উপর-নীচ : ১। গুপ্ত হত্যা ২। দশ লক্ষ ৩। পতাকা, ধ্বজা ৪। ধার, প্রান্ত, কূল বা তীর ৬। বিবাদ, ঝগড়া বা দাঙ্গা ৮। আনন্দাদির প্রাচুর্যসূচক উচ্চ কোলাহল ১০। বৃন্দাবনের বনবিশেষ, মথুরার অন্তর্গত বন ১১। মোটা পশমি কাপড়বিশেষ ১২। গাবজাতীয় কালো রঙের গাছ ১৩। মনসা মঙ্গলের গান।

সমাধান ■ ৪৫০৫

পাশাপাশি : ১। হাঙ্গামা ৩। তামা ৫। তবু ৬। নবতি ৮। উজাড় ১০। গন্ধক ১২। সবুজ ১৪। ঝিম ১৫। টপ্পা ১৬। সিকিম।

উপর-নীচ : ১। হাউমাউ ২। মাতগুড় ৪। মাধব ৭। তিসি ৯। ঢুস ১০। গড়িমসি ১১। কমসম ১৩। বুনট।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পুলিশের দাবি উড়িয়ে রিপোর্ট হাসপাতালের, কেন্দ্রকে তোপ রাহুলের

তরুণের চামড়ায় বিঁধে ছররা গুলি

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : দিল্লির যন্তরমন্তরে পড়ুয়াদের বিক্ষোভে ছররা গুলি ব্যবহারের প্রমাণ মিলল হাসপাতালের রিপোর্টে। পুলিশের ক্রমাগত অস্বীকারের মাঝেই কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি পাশে বসিয়ে দেখালেন জখম পড়ুয়াকে।

২০ জুলাই নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে সিজেপি-র মিছিলে ছররা গুলি বা পেলেট গান ব্যবহারের অভিযোগ সরাসরি উড়িয়ে দিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। তবে সফদরজং হাসপাতালের মেডিকেল রিপোর্ট সেই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছে। রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, এক ২৮ বছর বয়সি তরুণের পিঠে ও ডান কনুইয়ে 'পেলেট ইনজুরি' বা ছররা গুলির ক্ষত মিলেছে। রোগীর কেস-শিটে চিকিৎসকরা লিখেছেন, 'ক্ষতের চারপাশে চামড়া কালো হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে ছররার টুকরো আটকে আছে।'

শুক্রবার এই বিতর্কিত ইস্যুতেই কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি ২০ জুলাইয়ের দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভে গুরুতর জখম হওয়া ১৯ বছরের সাহিল লোহচাবকে নিয়ে হাজির হন। দিল্লির এই পড়ুয়ার সারা শরীরে এখনও ক্ষতের চিহ্ন স্পষ্ট। সাহিলের টি-শার্ট তুলে ধরে পিঠ ও হাতের একাধিক ক্ষত দেখিয়ে রাহুল বলেন, 'সরকার মিথ্যা বলা বন্ধ করুক। ওরা ভারতের ভবিষ্যতের ওপর গুলি চালিয়েছে।'

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন লার্নিংয়ের ছাত্র সাহিল আদতে নজফগড় এলাকার বাসিন্দা। মিছিলে জাতীয় পতাকা হাতে থাকাকালীন তাঁর ডান চোখে ছররা লাগে। অস্ত্রোপচার হলেও তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ। রাহুল অভিযোগ করে বলেন, হাতে তেরঙ্গা নিয়ে শান্তিময়ভাবে আন্দোলন করার অপরাধে ভারতের ভবিষ্যতের ওপর গুলি চালানো হয়েছে। কেন্দ্রের সরকার ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলছে। ওই তরুণের ডান চোখে ছররা লেগেছে, তার দৃষ্টিশক্তি ফিরবে কি না তা চিকিৎসকেরাও বলতে পারছেন না।

শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করে রাহুল বলেন, 'যিনি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য দায়ী, সেই অপরাধী মন্ত্রীকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা দাবি করেছেন।

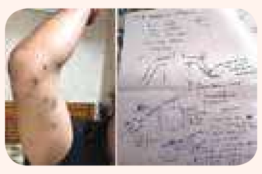

- ক্ষতের চারপাশের চামড়া কালো ও পোড়া দাগ
- চামড়ায় বিঁধে রয়েছে ধাতব ছররার ছোট টুকরো
- ডান চোখের কর্নিয়ায় গভীর ক্ষত ও ছিদ্র

সম্প্রতি দিল্লি এইমসে তাঁর চোখে অস্ত্রোপচারও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ৩টি দাবি তুলে ধরেছেন। প্রথমত, শিক্ষাব্যবস্থা ধসে পড়ার জন্য এবং লাগাতার প্রশ্নফাঁসের দায়ে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অবিলম্বে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় পতাকা হাতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করা শিক্ষার্থীদের ওপর যারা লাঠিচার্জ করেছে এবং পেলেট গান চালিয়েছে, সেই দোষী পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং তৃতীয়ত, ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার পরীক্ষার্থী ও আক্রান্ত যুবসমাজের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

পুলিশি অভিযানের ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছেন জখম আর এক আন্দোলনকারী ইরশাদ শেখ। তিনি বলেন, 'পুলিশকে বারবার বলেছিলাম আমরা পড়ুয়া, অপরাধী নই। কিন্তু এক আরএএফ কর্মী সরাসরি আমার মুখে বন্দুক তাক করে গুলি চালায়।' যন্তরমন্তরে দিল্লি পুলিশের সঙ্গে মোতায়েন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিশেষ দাঙ্গা দমন শাখা, যাদের সরঞ্জাম তালিকায় ছররা বন্দুক থাকে। আইসা-র দাবি, অন্তত ৩ জন পড়ুয়া এই প্রাণঘাতী অস্ত্রের আঘাতে জখম হয়েছেন।

গোটা ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আদালত এই মামলাগুলির প্রেক্ষিতে কেন্দ্র ও শহর পুলিশের কাছে জবাব তলব করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার ভিডিও ও সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে।

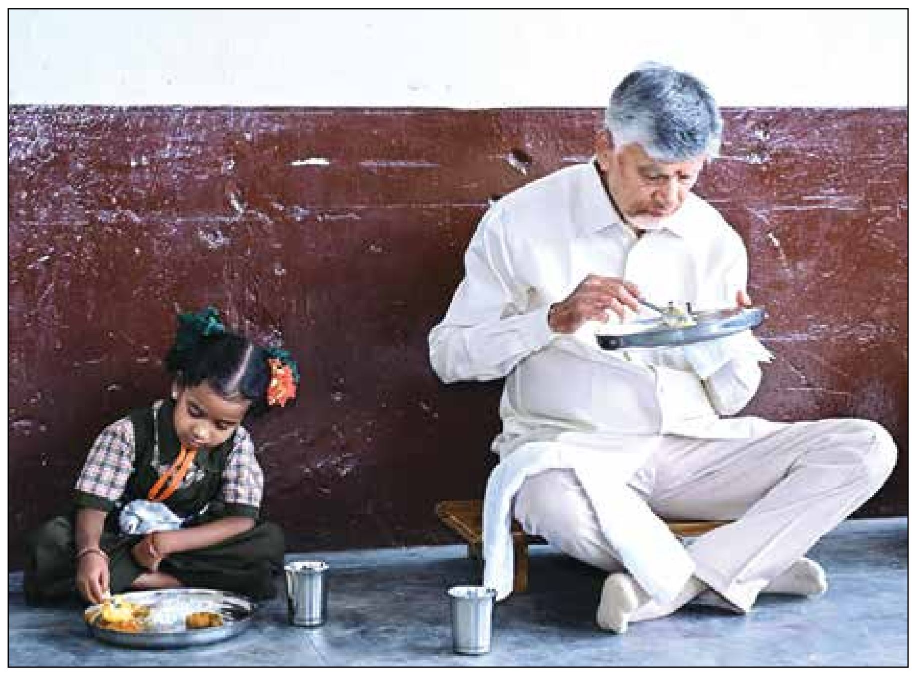

স্কুল পড়ুয়ার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। শুক্রবার।

খসড়া বিল প্রশ্ন ফাঁসে ১০ বছরের জেল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফেরাতে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো অপরাধ রুখতে আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করছে কেন্দ্র। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রশ্নফাঁস বিরোধী সংশোধনী বিলের খসড়ায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে সংগঠিত চক্রের মাধ্যমে প্রশ্নফাঁসে যুক্তদের সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার কঠোর বিধান রাখা হয়েছে। নিট কেলেঙ্কারি এবং দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের জেরে আগামী সপ্তাহেই বিলটি সংসদে পেশ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

সরকার জানিয়েছে, বিদ্যমান 'দ্য পাবলিক এক্সামিনেশনস অ্যাক্ট, ২০২৪' আইনটি সংশোধন করে ব্যক্তিগত অপরাধে ন্যূনতম ৫ বছর এবং সংগঠিত অপরাধে সাজা বাড়িয়ে ১০ বছর কারাদণ্ড ও ১০ কোটি টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারের মূল লক্ষ্য সাধারণ পরীক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়া নয়, বরং অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন বিক্রি ও কারচুপিতে যুক্ত অসাধু সংস্থাকে শাস্তি দেওয়া। ইউপিএসসি, এসএসসি, নিট, জেইই এবং কুয়েট-এর মতো সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার নিরাপত্তা বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত।

প্রধানমন্ত্রীর বার্তার পরই মন্ত্রিসভার এই ছাড়পত্র আসে। সরকারের বক্তব্য, এই আইনের মূল লক্ষ্য পরীক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়া নয়, বরং অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নফাঁস ও পরীক্ষায় অনিয়মে জড়িত সংগঠিত চক্র এবং প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। ইউপিএসসি, এসএসসি-র মতো নিয়োগ পরীক্ষা এবং নিট, জেইই, কুয়েট-সহ বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনিয়ম রোধ করতেই এই আইন।

এদিকে সংসদের বাদল অধিবেশনের পঞ্চম দিনেও অচলাবস্থা কাটল না। নিট প্রশ্নফাঁস, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে শুক্রবারও লোকসভা ও রাজ্যসভার কার্যক্রম বারবার মুলতবি হয়। শেষ পর্যন্ত দিনের জন্য উভয় কক্ষের অধিবেশন স্থগিত করে সোমবার সকাল ১১টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়। অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহে কোনও গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের কাজও এগোয়নি। কেবলমাত্র লোকসভা ও রাজ্যসভায় একটি করে বিল পেশ করা সম্ভব হয়েছে।

লোকসভায় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বিরোধীদের উদ্দেশে বলেন, সরকার বারবার নিট প্রশ্নফাঁস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে। বিরোধীরা অজুহাত দেখিয়ে এবং পূর্বশর্ত আরোপ করে বিতর্ক এড়িয়ে গেলে দেশের যুবসমাজের কাছে ভুল বার্তা যাবে।

এদিন রাজ্যসভায় বিতর্কের মধ্যেই 'দ্য প্রিভেনশন অব ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬' পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। বিলটির উদ্দেশ্য জাতীয় গান 'বন্দেমাতরম'-কে আইনি সুরক্ষা প্রদান করা এবং তার অবমাননাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা। বাম দল-সহ বিরোধী সদস্যরা বিলটি পেশের তীব্র বিরোধিতা করলেও ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ বিলটি উপস্থাপনের অনুমতি দেন।

দুর্ঘটনার পর গাড়ির ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ চলছে। শুক্রবার চম্বা জেলায়।

নিট কাণ্ডে কেন্দ্রকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ধারাবাহিক প্রশ্নফাঁস ও অনিয়ম নিয়ে কেন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি পিএস নরসিমহা ও বিচারপতি অলোক আরাধ্যের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন খামখেয়ালিপনা চলতে পারে না।

শুক্রবার নিট-ইউজি মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) এবং কেন্দ্রের সংস্কার প্রক্রিয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে। বিচারপতি নরসিমহা কড়া পর্যবেক্ষণে বলেন, 'আমরা বিষয়টিকে এভাবে গড়পড়তা চলতে দিতে পারি না।' প্রশ্নফাঁসের ঝুঁকি এড়াতে কেন্দ্র পরীক্ষা পদ্ধতি কম্পিউটার-ভিত্তিক করার পরিকল্পনা করলেও তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। হ্যাকিং রুখতে কেন্দ্রের পরিকল্পনা কী, আগামী সোমবারের মধ্যে সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত হলফনামা জমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শীর্ষ আদালতের মতে, পরীক্ষা ব্যবস্থায় কোনও অস্থায়ী বা 'অ্যাড-হক' ব্যবস্থা কাম্য নয়। বিচারপতি নরসিমহার কথায়, 'সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রয়োজন। এই অস্থায়ী ব্যবস্থা আমাদের ভাবাচ্ছে।' উচ্চপর্যায়ের কমিটির সুপারিশগুলি কেন্দ্র কীভাবে কার্যকর করছে এবং সাইবার হ্যাকিং রুখতে কী পরিকল্পনা রয়েছে, তার সুস্পষ্ট রিপোর্ট তলব করেছে বেঞ্চ। বিচারপতিরা আশ্বাস দিয়েছেন, গোটা বিষয়টি তাঁরা সারা বছর নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে যন্তরমন্তরে পড়ুয়াদের বিক্ষোভের আবহেই এই শুনানি চলে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সরকার পরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে 'আরও অন্তত ১০ কদম এগিয়ে' অতিরিক্ত চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়েছে, পরীক্ষা পদ্ধতির প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা কেন্দ্রের প্রধান দায়িত্ব।

ধসে ক্যাব চাপা পড়ে মৃত ১৩

সিমলা, ২৪ জুলাই : হিমাচলপ্রদেশে গত কয়েক দিন ধরে ব্যাপক বৃষ্টি চলছে। শুক্রবার লাহুল ও স্পিতি জেলার উদয়পুর কিলার রোডে কাহ্দু নালার কাছে পাহাড় থেকে বিপুল পরিমাণে বোল্ডার ধসে যাত্রী সহ চাপা পড়ে যায় একটি ক্যাব। ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা দুই। লাহুল ও স্পিতির ডেপুটি কমিশনার কিরণ বন্দনা মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। গাড়িটি কুলু থেকে পাঙ্গি যাচ্ছিল। বোল্ডারের অভিঘাতে গাড়িটি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধারে সহায়তা দেওয়ার জন্য লাহুল ও স্পিতি এবং চম্বা জেলার ডেপুটি কমিশনারদের নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে, ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে।

মোদির ক্রাইসিস ম্যানেজার নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : ছাত্র আন্দোলনের আঁচে যখন তপ্ত রাজধানী, তখন আসরে নামলেন তিনি। অত্যন্ত শান্ত, ধীরস্থির এবং প্রচারের আলো থেকে বরাবর দূরে থাকা এক রাজনীতিক। ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) ব্যানারে বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের সঙ্গে সরকারের মূল মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা।

বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি সাধারণত ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাল্ব বা সংবাদমাধ্যমের বুম এড়িয়ে চলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কিন্তু রাজনীতিতে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের অঙ্ক কষায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। রাজনৈতিক মহলের মতে, তাঁর এই 'লো-প্রোফাইল' ইমেজ এবং বিতর্ক এড়িয়ে চলার স্বভাবই এখন সরকারের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। যেকোনো আন্দোলনরত গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলার সময় সামান্য বেফাঁস মন্তব্যও আগুনে ঘি ঢালতে পারে। সেখানে নাড্ডার সংযত আচরণ ও নরম মনোভাব বিক্ষোভকারীদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

ছাত্র বিক্ষোভ সামাল দিতে

তবে তাঁর এই উত্থান কোনো ম্যাজিক নয়। পাটনা ও হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি-র দাপুটে ছাত্রনেতা থেকে শুরু করে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার শীর্ষপদে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ছাত্র রাজনীতির অলিগলি, আন্দোলনের ভাষা এবং দাবি আদায়ের মনস্তত্ত্ব, সবই তাঁর নখদর্পণে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে আহত পড়ুয়াদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেওয়া থেকে শুরু করে সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে দেখা করা, সবকিছুই তিনি সামলাচ্ছেন নিখুঁত দক্ষতায়।

শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যথেষ্ট দক্ষ হলেও, বিক্ষোভকারীরা তাঁরই পদত্যাগের দাবিতে অনড় থাকায় তাঁকে এই আলোচনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, দলের অনেক প্রবীণ নেতা তাঁদের অতি-পরিচিত ইমেজের কারণে এই কাজে ঠিক মানানসই নন। সেই শূন্যস্থানে জেপি নাড্ডাই এখন মোদি সরকারের পারফেক্ট ক্রাইসিস ম্যানেজার। নরম কথার মোড়কে কীভাবে সরকারের কড়া অবস্থান বুঝিয়ে দিতে হয়, সেই শিল্পে নাড্ডা যে কতটা পারদর্শী, তা তাঁর সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলোতেই স্পষ্ট।

খালিস্তানি সহ ধৃত ৫

লখনউ, ২৪ জুলাই : ভারত-নেপাল সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ও সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার এক মার্কিন নাগরিক এবং এক খালিস্তানি জঙ্গি সহ মোট পাঁচজনকে। পুলিশ মারফত জানা গিয়েছে, ধৃত মার্কিন নাগরিকের নাম মনবীর সিং ধিলোঁ। তিনি পঞ্জাবের মোগা জেলার বাসিন্দা হলেও বর্তমানে আমেরিকার নাগরিকত্ব রয়েছে তাঁর। ধৃত বিক্রমজিৎ সিং বিতর্কিত খালিস্তানি সংগঠন 'ওয়ারিস পঞ্জাব দে'-র একজন সক্রিয় সদস্য। ২০২৩ সালে

পঞ্জাবের একটি থানায় হামলায় অভিযুক্ত ছিলেন বিক্রমজিৎ এবং এতদিন তিনি পলাতক ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচ জেলা পুলিশ এই দুজনকে চিহ্নিত করেছে।

নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন রুপাইদিহা এলাকা থেকে ধৃত বাকি তিনজন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা হল সুরেশ কুমার পাঠক, দিলীপ উপাধ্যায় এবং গাড়িচালক রাহুল কুমার। বাহরাইচের পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ শ্রীবাস্তব জানান, বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করছিল মনবীর ও বিক্রমজিৎ। স্থানীয় তিন ভারতীয় নাগরিক তাদের বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকতে সাহায্য করছিল।

শুনানির রেকর্ডিং সমাজমাধ্যমে নয়

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : বিচার প্রক্রিয়ার গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বজায় রাখতে এজলাসের শুনানির অডিও বা ভিডিও ক্লিপ অনুমতি ছাড়া সমাজমাধ্যমে আপলোড ও শেয়ার করার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করল দেশের শীর্ষ আদালত।

এক জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়। নির্দেশ অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের সেক্রেটারি জেনারেল বা সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের আগাম অনুমতি ছাড়া আদালতের শুনানির কোনও অংশ কাটাছেঁড়া করা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করা বা তা থেকে মুনাফা অর্জন করা যাবে না।

সরাসরি সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সওয়াল করে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মন্তব্য করেন, 'আদালত ২৪ ঘণ্টার বিনোদনের চ্যানেল হতে পারে না।' অনিয়ন্ত্রিত ভিডিও প্রচার রুখতে তাঁর আক্ষেপ, 'ঝুলি থেকে বাঘ বেরিয়ে গিয়েছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা এখন কঠিন।' সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা কৃত্রিম মেধা বা এআই-এর মাধ্যমে বিচারক বা আইনজীবীদের কণ্ঠস্বর ও ভিডিও বিকৃতির আশঙ্কার কথা জানান। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তও ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'যে কথা আমি কখনও বলিনি, তাও আমার নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'আদালত কি বিনোদন চ্যানেল!'

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, এটি কোনও সংবাদ প্রচার বন্ধের নির্দেশ নয় এবং নিরপেক্ষ খবর পরিবেশনার ক্ষেত্রে এই বাধা কার্যকর হবে না।

অসমে বন্যায় মৃত বেড়ে ৪৭

গুয়াহাটি, ২৪ জুলাই : টানা বৃষ্টি, নদীর জলস্তরবৃদ্ধি এবং উজানি অসমের ধসের কারণে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি আরও আশঙ্কাজনক রূপ নিয়েছে। বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭। রাজ্যের ১১টি জেলায় প্রায় ৭ লক্ষ ২১ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। প্রধান পাঁচটি নদী বর্তমানে বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় বন্যা দুর্গত এলাকার ডেপুটি কমিশনার ও পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এক্সে তিনি নিজেই এই বৈঠকের কথা জানিয়েছেন। বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শিবসাগর জেলায় প্রায় ৩ লক্ষ ৯২ হাজার মানুষ বিপর্যস্ত। চরাইদেও-তে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাজারের বেশি। এছাড়া কার্বি আংলং, গোলাঘাট, কামরূপ, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, ধেমাজি, নগাঁও ও হোজাই জেলাতেও পরিস্থিতি বেশ গম্ভীর। প্রতিবেশী রাজ্য নাগাল্যান্ডে মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলেই প্রথম চরাইদেও জেলায় এই বিপর্যয় নেমে আসে। টানা জলে একাধিক গ্রাম প্লাবিত। ঘরবাড়ি, গবাদিপশু ও রুটিরুজি হারিয়ে নিঃস্ব বহু পরিবার। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ২৪ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং রাজ্যজুড়ে শতাধিক ত্রাণশিবির চালু করেছে প্রশাসন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ২৪ জুলাই : জল্পনাই শেষমেশ সত্যি হল। শুক্রবার পদত্যাগ করলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। কোনওধরনের রাজনৈতিক বা চাপের কারণে নয়, বরং শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে ইস্তফাপত্রে জানিয়েছেন। বিকালেই তিনি জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। স্পিকারই আপাতত রাষ্ট্রপতি হিসেবে অন্তর্বর্তী দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ও দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকারই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।

সংবিধানের ১২৩(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে। বর্তমান সংসদে বিএনপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় দলটির মনোনীত প্রার্থীরই পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মো. সাহাবুদ্দিন। ২০২৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর মেয়াদ ছিল। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই রাষ্ট্রপতি পদে থাকা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। শেষমেশ তিনিই তারেক রহমানকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথবাক্য পাঠ করান। জানা গিয়েছে, সাহাবুদ্দিন লন্ডনে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে শেখ হাসিনার ফোনে কথা হয়েছিল। তারপরই তাঁকে পদত্যাগ করার জন্য চাপ বাড়ে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও তাঁর পাশ থেকে সরে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে ডিসেম্বরের মধ্যে শেখ হাসিনা দেশে ফেরার ডাকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সাহাবুদ্দিনের ওপর চাপ তৈরি হয়েছিল। সাহাবুদ্দিন অবশ্য পদত্যাগপত্রে জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও কিডনি-সংক্রান্ত জটিলতায় কারণে রাষ্ট্রপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।

ভারত সহ ৬০টি দেশের ওপর নতুন শুল্ক ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৪ জুলাই : ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ ৬০টি দেশের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফেডেরাল রেজিস্টার নোটিশের মাধ্যমে এই শুল্কের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার থেকেই তা কার্যকর হবে। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, আমেরিকায় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনও দেশকে ১০ শতাংশ, কোনও দেশকে ১২.৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। ভারত রয়েছে প্রথম তালিকায়। ইজরায়েলের ওপর আরও বেশি শুল্ক চাপানো হয়েছে। ট্রাম্প চিনের সমান শুল্ক চাপিয়েছেন 'বন্ধু' বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশকে।

ওয়াশিংটনের দাবি, বলপূর্বক বা জোর করে আদায় করা শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য রুখতে বিশ্বের অনেক দেশই যথেষ্ট ব্যবস্থা নেয়নি। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার বলেন, 'আজকের এই পদক্ষেপ এমন একটি পরিস্থিতিকে সংশোধন করবে, যা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এবং বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটায়। বিশ্বের সর্বত্র শ্রমিকদের কল্যাণে আমরা শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ৩০১ ধারা অনুযায়ী এই শুল্ক চাপানো হচ্ছে। তবে তেল, গ্যাস, সার এবং বেশ কিছু খাদ্যপণ্যকে নতুন শুল্কের আওতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তের পর ভারতের ওপর ১২.৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা ১০ শতাংশে স্থির রাখা হয়েছে। আলোচনার সময় ভারতীয় আধিকারিকরা

- বলপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য রুখতে নতুন শুল্ক আরোপ
- ভারত সহ ১৭টি দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক ধার্য
- শুক্রবার থেকে কার্যকর এই শুল্কের কোনও নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই
- তেল, গ্যাস ও সার নয়া শুল্কনীতির আওতার বাইরে

সংবিধানের মাধ্যমে বলপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ করার আইনি নথিপত্র পেশের পর এই ছাড় মিলেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান,

শ্রীলঙ্কা, আর্জেন্টিনা ও ব্রিটেনের মতো ১৭টি দেশকে ১০ শতাংশের তালিকায় রাখা হয়েছে। চিন ও ইজরায়েলের মতো ৩৮টি দেশকে দিতে হবে ১২.৫ শতাংশ শুল্ক। গত বছর ট্রাম্পের জারি করা পূর্বতন শুল্ক ব্যবস্থা সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেওয়ার পর থেকে যে সাময়িক ১০ শতাংশ কর কার্যকর ছিল, তার মেয়াদ শুক্রবারই শেষ হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে আমেরিকার বাজারে ভারতীয় বস্ত্র, গয়না ও ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চললেও এই নতুন শুল্ক নতুন করে জটিলতা তৈরি করতে পারে। এশিয়া গ্রুপের প্রবীণ উপদেষ্টা মার্ক লিনকট বলেন, 'উভয়পক্ষ অন্তর্বর্তী চুক্তির খুব কাছাকাছি থাকলেও অন্য দেশের তুলনায় অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক পাওয়ার বিষয়ে ভারতের অনড় অবস্থান আলোচনাকে কিছুটা থমকে দিতে পারে।' চিনের মতো উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলি যাতে সস্তায় পণ্য দিয়ে মার্কিন বাজার দখল করতে না পারে, তার বিরুদ্ধেই ট্রাম্প প্রশাসনের এই দীর্ঘমেয়াদি রণকৌশল বলে মনে করা হচ্ছে।

'বলপূর্বক শ্রম' শুল্ক কী

আমেরিকা এই নতুন শুল্ককে 'বলপূর্বক শ্রম' (ফোর্সড লেবার) শুল্ক বলছে কারণ, এটি মূলত এমন সব পণ্যের ওপর চাপানো হয়েছে, যেগুলি উৎপাদনের ক্ষেত্রে জোরপূর্বক বা বলপূর্বক শ্রম ব্যবহার করা হয়েছে বলে ওয়াশিংটন মনে করে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-র সংজ্ঞা অনুযায়ী, ভয়-ভীতি, জবরদস্তি, ঋণ বা অন্য কোনও চাপের মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে নেওয়াকেই বলপূর্বক শ্রম বলা হয়।

পাঠ্যবইয়ের গণ্ডি পেরিয়ে মুক্তচিন্তার পাঠ

চাঁচলে সূচনা 'ERIC Club'-এর

মুরতুজ আলম

শিক্ষা কেবল পাঠ্যবই কিংবা পরীক্ষার নম্বরে আটকে থাকতে পারে না। একজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত ও সার্বিক বিকাশ ঘটে তখনই, যখন তার চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা, গবেষণার আগ্রহ এবং সংস্কৃতিচর্চার পথ খোলা থাকে। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই মালদার চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে পথ চলা শুরু করল 'ERIC Club' (Education, Research, Innovation and Culture)। ক্লাবের আনুষ্ঠানিক সূচনা উপলক্ষ্যে সম্প্রতি বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয় এক বিশেষ সেমিনার। স্কুল ছুটির পর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। সহজ ও সাবলীল উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে নিজেদের সুপ্ত প্রতিভা এবং নতুন ভাবনা ফুটিয়ে তোলে তারা।

সেমিনারে পড়ুয়াদের আগ্রহ ও উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। কেউ নিজের আঁকা ছবি প্রদর্শন করেছে, কেউ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে প্রশংসা কুড়িয়েছে। আবার অনেকে বিজ্ঞান, পরিবেশ, মানবিকতা ও সমাজভাবনা নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও বক্তব্য তুলে ধরেছে। প্রাণবন্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে পুরো সেমিনারটি এক মুক্তচিন্তার মিলনমেলায় পরিণত হয়।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তী জানান, পাঠ্যবইয়ের চেনা গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক, আত্মবিশ্বাসী ও সমাজসচেতন করে তোলাই এই ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য। উপযুক্ত সুযোগের অভাবে বহু প্রতিভা আড়ালে থেকে যায়। ERIC Club সেই প্রতিভাকে বিকশিত করার একটি খোলা মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে।

বাংলা বিভাগের শিক্ষক সাগর নীল চট্টোপাধ্যায় জানান, এ ধরনের সেমিনার শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের গুণ বাড়ায়। একাদশ শ্রেণির ছাত্র সৈয়দ রেশাদ আলি ও ছাত্রী আইনুম নাহার জানায়, মনের ভাবনা প্রকাশ করার জন্য একটি স্বাধীন জায়গা পেয়ে তারা আনন্দিত। চার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে নিজেদের আরও নতুনভাবে গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হল।

অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও বাংলা বিভাগের শিক্ষক জয়শংকর চৌধুরী, পার্থ সরকার, শুভময় গোস্বামী সহ অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা, শুধু পড়াশোনা নয়, ভবিষ্যতে নিয়মিত সেমিনার, সাহিত্যচর্চা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই ক্লাব শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশে এক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে এসে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের অনেক দূর এগিয়ে দেবে।

মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়

রুপালি জাগরণে ২৫ বছরের উদযাপন

অনসূয়া চৌধুরী

১৪ জুন। ঢাকের তালে তালে এগিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। বর্তমান এবং প্রাক্তনীদের মুখে উচ্ছ্বাসের হাসি। হবে নাই বা কেন। দেখতে দেখতে যে ২৫ বছরে পা দিল তাঁদের মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়। এত বছরের পথ চলাকে উদযাপন করতে তাই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয়েছিল 'রুপালি জাগরণ'-এর। শামিল হয়েছিলেন অভিভাবক এবং এলাকার মানুষরা। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' পরিবেশনের মাধ্যমে। এরপর জাতীয় পতাকা ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের পর জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। তারাপ্রসাদ বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে মালা পরিয়ে তাঁকে স্কুলের বিশেষ দিনে আরেকবার স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, জলপাইগুড়ির বিধায়ক অনন্ত দেব অধিকারী, রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার।

২০০১ সালে শুরু হয়েছিল স্কুলের পথ চলা। তারপর নতুন ভবনে পঠনপাঠন শুরু হয় তারও প্রায় এক বছর বাদে, ২০০২ সালে। সেই দিনটিতেই এবছর রজত জয়ন্তী বর্ষের সূচনা করা হয়। ২৩ এবং ২৪ ডিসেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে এই বর্ষব্যাপী উদযাপন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কোয়েলি রায় বর্মন জানালেন, মোহিতনগর এবং সংলগ্ন এলাকার শিক্ষানুরাগীদের উদ্যোগেই এই স্কুলের জন্ম। তার আগে একই চত্বরে মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয়ে ছেলে এবং মেয়েরা একসঙ্গে পড়াশোনা করত। কিন্তু পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় দেড় হাজারে পৌঁছে যাওয়ায় মেয়েদের আলাদা স্কুল করার প্রয়োজন পড়ে। অভিভাবকদের দাবি এবং স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের উদ্যোগে শুরু হয় এই বিদ্যালয়ের পথ চলা।

প্রধান শিক্ষিকার কথায় উঠে এলে স্কুলের শুরুর দিনের কথাবার্তা। 'যতদিন বালিকা বিদ্যালয়ের বিল্ডিং তৈরি হয়নি, ততদিন হাইস্কুলের ভবনে সকালে মেয়েদের ক্লাস চলত। দুজন শিক্ষিকা ছিলেন সর্বমঙ্গলা হালদার এবং তপতী মণ্ডল। সকালে মেয়েদের ক্লাস নিয়ে ফের ছেলেদের ক্লাস নিতেন শিবশংকর ভূতি। সেই সময় থেকে এখনও আমাদের বিদ্যালয়ে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে রয়েছেন তাপসী দে সরকার।'

মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন স্বপ্না দেব। পরে ২০১১ সালে দায়িত্ব নেন লেখাশ্রী সাহা। ২০২২ সাল থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন কোয়েলি রায় বর্মন।

রজত জয়ন্তী বর্ষে শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরই আয়োজন করা হচ্ছে না। বছরভর রক্তদান, শীতবস্ত্র বিতরণের মতো ২৫টি কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে। যা পড়ুয়াদের মধ্যে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ভাবনার জন্ম দেবে। অনুষ্ঠানগুলির নামকরণও করা হয়েছে একটু অন্যভাবে, যেমন শীতবস্ত্র বিতরণের অনুষ্ঠানের নাম 'একটু উষ্ণতার জন্য', উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নাম 'রুপালি জাগরণ' আর সমাপ্তি অনুষ্ঠানের নাম 'শেষের সুর'। অনুষ্ঠানের দিন অতিথিদের চন্দন, উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করা হয়। তাঁদের হাতে স্মারক এবং গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) ব্যান্ডের পরিবেশনা। সুরেলা বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান উপস্থিতদের মন ছুঁয়ে যায়। দ্বাদশ শ্রেণির ডলি দাস বলল, আমাদের স্কুলের পঁচিশ বছর উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে আমি খুব খুশি। এই অনুষ্ঠান আমাদের বিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। এই দিনটা আমার মনের মণিকোঠায় সবসময় থেকে যাবে। স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা নয়, শান্তির জায়গা। তাই ২৫ বছরের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে যতটা সম্ভব পাশে থেকে অনুষ্ঠানকে সফল করার চেষ্টা করছি।'

উৎসব শুরুর কয়েকদিন আগে স্কুলে ঢুকলেই দেখা যেত প্রস্তুতির ছবি। একাদশ শ্রেণির পারমিতা দাস, মৌসুমি শীল এবং দশম শ্রেণির রিয়া এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসা শিক্ষানুরাগীদের শ্রদ্ধা জানানো হবে মূল অনুষ্ঠানের মঞ্চে।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা পৌঁছেছে নয়শোর ঘরে। রয়েছেন ২২ জন শিক্ষিকা, ২ জন গ্রুপ 'সি' ও 'ডি' কর্মী এবং ২ জন পার্শ্বশিক্ষিকা।

রজত জয়ন্তীর প্রস্তুতিতে বর্তমান পড়ুয়াদের মতো উৎসাহী প্রাক্তনীরাও। পারমিতা গোস্বামী, শ্রেয়া চক্রবর্তী একসময় এই স্কুলেই পড়াশোনা করেছেন। স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর পর অনেকগুলো বছর কেটে গেলেও দুজনেই আজও স্কুলকে ভীষণভাবে মিস করেন। তাই তো বারবার ফিরে আসেন, বললেন পারমিতা। অন্যদিকে, শ্রেয়ার কথায়, 'এই স্কুলটা শুধু আমাদের কাছে স্কুল পাল, ডলি দাস, মৌমিতা মজুমদার, সকলেই ভীষণ ব্যস্ত। কারও কাঁধে স্কুল সাজিয়ে তোলার দায়িত্ব। কেউ আবার উত্তরীয়তে ফেব্রিক দিয়ে আলপনা আঁকছিল, কেউ আবার স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যাজ তৈরি করছিল।

নির্দিষ্ট দিনে তাদের সেই শুধু পড়াশোনা নয়, খেলাধুলোতেও এই স্কুলের পড়ুয়ারা সাফল্য পেয়েছে। ফুটবল ও তাইকোন্ডোতে জেলার গণ্ডি পেরিয়ে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে অংশ নিয়ে একাধিক পুরস্কার অর্জন করেছে এই স্কুলের ছাত্রীরা। সেই সম্মানজনক ট্রফি এবং স্মারক আজও বিদ্যালয়ের গর্ব হয়ে জায়গা করে নিয়েছে প্রধান শিক্ষিকার ঘরে।

তবে স্কুলের পরিকাঠামোয় কিছু খামতিও রয়েছে। মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য একটি স্থায়ী ডাইনিং হলের অভাব দীর্ঘদিনের। ফলে কখনও মাঠে, আবার বর্ষার সময়ে শ্রেণিকক্ষে বসে খাবার খায় ছাত্রীরা। প্রয়োজন অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষেরও। সেই কারণে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে কলা বিভাগ চালু থাকলেও বিজ্ঞান বিভাগ এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি। ল্যাবরেটরি এবং পর্যাপ্ত কক্ষের অভাব সেখানে বড় বাধা।

এছাড়া নিকাশি ব্যবস্থাও ঠিক নয়। ফলে প্রত্যেক বর্ষায় মাঠে হাঁটুসমান জল জমে যায়। ভোগান্তিতে পড়তে হয় ছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষিকাদেরও। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা, আগামীদিনে এই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে।

পঁচিশ বছরের এই যাত্রাপথে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয়ে নিজস্ব পরিচয় গড়ে তুলেছে মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়। এবছর রজত জয়ন্তী বর্ষের মধ্যে দিয়ে সেটাকেই সবার সামনে তুলে ধরল পড়ুয়ারা।

ইতিহাসকে ছুঁয়ে ভবিষ্যতের

কর্মসংস্থানের হাতছানি

দামিনী সাহা

ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও হেরিটেজ ট্যুরিজমের বিষয়ে পড়ুয়াদের হাতেকলমে শেখার সুযোগ করে দিতে আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ সোসাইটি ও শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজ সম্প্রতি একটি ধারাবাহিক কর্মসূচির আয়োজন করেছিল।

চলতি বছরের ৮, ৯ ও ১১ জুন পড়ুয়াদের জন্য কর্মশালা ও ফিল্ড ভিজিটের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন 'হেরিটেজ ও ডিজিটাল ফোটোগ্রাফি' বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য ও নিদর্শনের নথিবদ্ধকরণে আলোকচিত্রের গুরুত্বের বিষয়ে পড়ুয়াদের হাতেকলমে শেখানো হয়। ৯ জুন বক্সা দুর্গে 'হেরিটেজ ট্যুরিজম প্রোগ্রাম' অনুষ্ঠিত হয়। ১১ জুন চেচাখাতা দুর্গে 'হেরিটেজ ওয়াক ও ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম' আয়োজিত হয়। স্থানীয় প্রত্নসম্পদ ও ইতিহাসের নির্যাস খুঁজে পেতে এই সফর পড়ুয়াদের বিশেষ উৎসাহিত করেছে।

কর্মসূচির কোঅর্ডিনেটর, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপিকা ডঃ রুমন সূত্রধর বলেন, 'আমরা চেয়েছি ফিল্ডবেসড স্টাডির মাধ্যমে পড়ুয়ারা যাতে হেরিটেজ ট্যুরিজমের মতো সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রের জন্য নিজেদের তৈরি করতে পারে।' কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস বলেন, 'এই কর্মসূচি পড়ুয়াদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে সাহায্য করবে।' অধ্যাপক মহম্মদ রিজানুর রহমান, সুপ্রতীক পণ্ডিত ও ডঃ গোবিন্দ ঘোষের সহযোগিতা এই উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে বলে জানিয়েছেন আশুতোষ।

প্রায় ৭০ জন পড়ুয়া এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বইয়ে পড়া বক্সা দুর্গ এবং চেচাখাতার প্রাচীন ইটের গাঁথুনিকে চোখের সামনে দেখে আপ্লুত পড়ুয়ারা। চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্রী রশ্মি রেখা দাস বলেন, 'ইতিহাস বইয়ে পড়া চেচাখাতা এবং বক্সা দুর্গ চোখের সামনে দেখে দারুণ লাগল।' একই কথা বলেন সংগীতা ভৌমিকও। ঋতিক কার্জি, অর্চনা আচার্য, প্রিয়াংকা বর্মনরাও রশ্মির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক শুভময় দত্ত এবং সহ সম্পাদক ডঃ দেবাশিস দে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের আগ্রহ দেখে আশাবাদী। শুভময় বলেন, 'এই কর্মসূচিত অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের উদ্দীপনা দেখে খুব ভালো লাগল। পড়ুয়ারা আগ্রহী হলে ভবিষ্যতে এই ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচি আরও বৃহৎ পরিসরে আয়োজন করা সম্ভব হবে।'

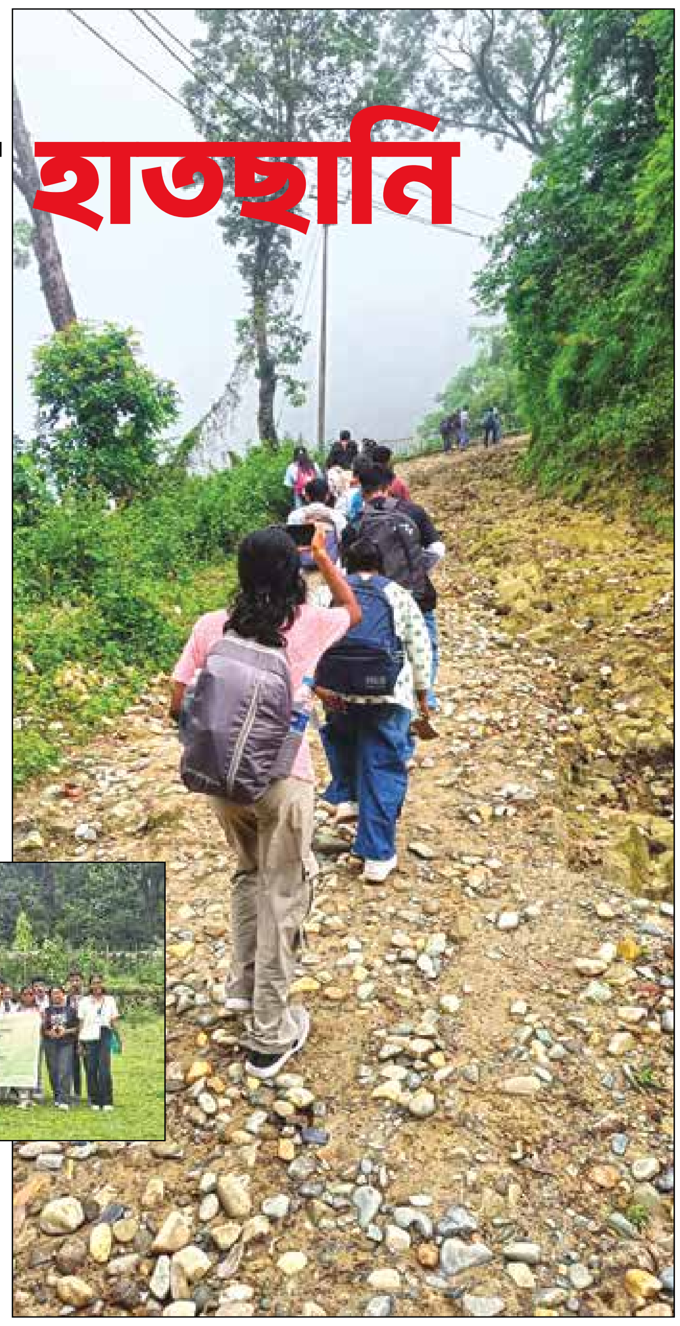

আয়োজকদের মতে, এই কর্মশালা কেবল বইয়ের তত্ত্ব আর ব্যবহারিক শিক্ষার মধ্যে দেওয়াল ভেঙে দেয়নি, বরং পড়ুয়াদের নিজের শিকড়কে চেনার এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

কৃতীদের সম্মাননা জ্ঞাপন বিএসএমের

জেলার মেধাবী পড়ুয়াদের সম্মান জানাল ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের (বিএসএম) মালদা জেলা শাখা। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ললিতমোহন শ্যামমোহিনী উচ্চবিদ্যালয়ে তারা

এক বিশেষ সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। জেলার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল পড়ুয়াদের অনুপ্রেরণা জোগানো। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দশ স্থানাধিকারীকে সম্মান জানানো হয়। বিশিষ্টজনদের হাত থেকে পুরস্কার, শংসাপত্র ও উত্তরীয় গ্রহণ করে পড়ুয়ারা।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরএসএস উত্তরবঙ্গ কার্যনির্বাহী সদস্য প্রবীরকুমার মিত্র। তিনি ছাত্রছাত্রীদের বলেন, 'প্রকৃত মানুষ হতে গেলে শুধু সফলতা পেলেই হবে না। জীবনে সৎ লক্ষ্য, শৃঙ্খলা ও দৃঢ় চরিত্রের প্রয়োজন।' অনুষ্ঠানের অন্যতম অতিথি স্বামী তাপহরানন্দ মহারাজ বিবেকানন্দের আদর্শে নতুন প্রজন্মকে চলার কথা বলেছেন।

গবেষণাকেন্দ্রের আমবাগানে প্রকৃতি পাঠ

মালদার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাইস্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে মাধবডাঙ্গা কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে আমের বাগান পরিদর্শন করলেন শিক্ষক ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এই কর্মসূচির পরিকল্পনা করেন তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা শাসক (শিক্ষা) শ্রীনিবাস ভেঙ্কটরাও পাটিল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মৃন্ময় রায়, ডিএফও নিতু

জর্জ প্রমুখ। সেখানে পরিবেশ সুরক্ষা, প্লাস্টিকমুক্ত সমাজ, বৃক্ষরোপণ, মালদার ঐতিহ্যবাহী আমের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি অতিরিক্ত জেলা শাসক কেরিয়ার কাউন্সেলিংও করেন। পাশাপাশি এক্সপোজার ভিজিটের মধ্যে আমের বিভিন্ন প্রোডাক্ট কীভাবে হয়, তার প্রসেসিং ইউনিটগুলি পড়ুয়ারা হাতেকলমে দেখেন। আম চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানার পাশাপাশি পড়ুয়ারা ফলটির নানা প্রজাতির ছবি এঁকেছে।

রবীন্দ্রস্মরণে 'ঋতুরঙ্গ', নটীর পূজা

সৌকর্য সোম

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সমিতি 'পলিফনি'র তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্রস্মরণ। কানায় কানায় পূর্ণ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাভবনের অডিটোরিয়ামে উদ্বোধনী সংগীত ও রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের পর উপাচার্য অধ্যাপক আশীষ ভট্টাচার্য ছাত্রছাত্রী, গবেষকদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার বিষয়ে আলোকপাত করেন। শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন নয়, বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের একটি ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে তা নিয়ে তিনি সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

নিবন্ধক অধ্যাপক জ্যোৎস্না সাহা 'রবীন্দ্রভাবনা ও বৌদ্ধদর্শন' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। শিশুশিল্পী তিতলির 'নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি'র ছন্দে সূচনা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। এরপর 'পলিফনি'র কয়্যার গ্রুপ 'গৌড়সারঙ্গ'র শিল্পীবৃন্দের গানের সঙ্গে ভাষ্য পাঠ ও নাচের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় ঋতুরঙ্গ। অংশগ্রহণে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়া, অধ্যাপকরা।

রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে 'ভয়েস অফ ফ্রিডম' শীর্ষক একটি কবিতা কোলাজ পরিবেশনা করেন ইংরেজি বিভাগের পড়ুয়ারা। 'নটীর পূজা'র শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলার বিভাগীয় প্রধান একটি নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এছাড়াও ছিল বাংলা বিভাগের উপস্থাপনা 'পূজারিণী।' আর সবশেষে অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'তোতাকাহিনী' অবলম্বনে শ্রুতিনাটক, যা মূলত অধ্যাপকদেরই এক সম্মিলিত প্রয়াস। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন দর্শন বিভাগের দুই গবেষক।

অধ্যাপক সুনিমা ঘোষের কথায়, 'প্রতিবারের মতো এবারও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য অনুসারে সাড়ম্বরে স্মরণ করা হল আমাদের প্রাণের ঠাকুর রবীন্দ্রনাথকে। তবে যাঁদের কথা না বললে নয় যাঁরা মাদুর, থালা এসবের উপর অসাধারণ শিল্পকর্ম করে অনুষ্ঠানের স্থানকে একই সঙ্গে রাবীন্দ্রিক ও মনোরম করে তুলেছিলেন। আগামী সময়ে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা আরও বৃহৎ পরিসরে পৌঁছাবে এই আশা রাখি। তবেই সার্থক হবে রবীন্দ্রনাথের দর্শনজাত শিক্ষা।'

পরিবেশ সচেতনতার বার্তা পড়ুয়াদের

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস)-এর উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ করলেন পড়ুয়া, শিক্ষক ও গবেষকরা। সূচনা করেন উপাচার্য অধ্যাপক আশিস ভট্টাচার্য। পরিবেশ রক্ষা ও গাছ লাগানোর তাৎপর্য তুলে বক্তব্য রাখেন উপাচার্য ছাড়াও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার জ্যোৎস্না সাহা ও অধ্যাপকরা। বৃক্ষরোপণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি পরিবেশ বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতাও হয়েছে। আলোচনা সভা থেকে প্রত্যেক পড়ুয়াকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় এবং বসুন্ধরাকে আরও সবুজ করে তোলার অঙ্গীকার নেওয়া হয়।

অন্যদিকে, পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা সভা, বৃক্ষরোপণ, পথচলতিদের মধ্যে চারা বিতরণ ও সেমিনার, প্রদর্শনী সহ একগুচ্ছে কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছিল নারহাট্টা জিএস উচ্চবিদ্যালয়ের উদ্যোগে। পরিবেশ সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা, তাদের

মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণ লক্ষ্য ছিল এই কর্মসূচির। অনুষ্ঠানে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদা কলেজের ভূগোল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ ননীগোপাল কাপাশিয়া, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অধ্যয়ন কেন্দ্রের সহকারী অধ্যাপিকা ডঃ স্নেহা দাস এবং পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের জেলা সমন্বয়ক নাজির হোসেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'কারেন্সি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' শীর্ষক একটি বিশেষ প্রদর্শনী, যেখানে পরিবেশ ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের বিভিন্ন দিক শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতার প্রতিফলন ঘটে।

প্রধান শিক্ষক তুষারকান্তি সান্যাল বলছিলেন, 'পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, প্রতিটি নাগরিকের। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলেই একটি সবুজ, সুস্থ ও টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণ সম্ভব।' তাঁর সংযোজন, 'বিদ্যালয় কেবল পাঠদানের কেন্দ্র নয়, সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধ গঠনেরও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এধরনের কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।'

জুলাই মাসের বিষয় : আয় বৃষ্টি ঝেঁপে

ঘুম স্টেশনে

প্রথম : অনুভব দে (অর্ক)
(মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড ৫০

টাঙনের ধারে

দ্বিতীয় : অঙ্কুর রায়
(বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) রেডমি ৯ প্রাইম

গাদংয়ে জীবনসংগ্রাম

তৃতীয় : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৫ডি মার্ক ৪

বর্ষাস্নাত মুম্বই

চতুর্থ : পার্থ চক্রবর্তী
(দেবীনগর, ময়নাগুড়ি) শাওমি ১১আই৫জি

তিস্তা পারাপার

পঞ্চম : গৌরব বিশ্বাস
(শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি) স্যামসাং গ্যালাক্সি এ২৩

গোফানগরে মহানন্দে

ষষ্ঠ : অন্তরা ঘোষ
(তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস ২০০ডি

চম্পাসারিতে হঠাৎ

সপ্তম : ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০

হলদিয়ার বিশ্বকাপ

অষ্টম : ডঃ সৌমেন সরকার
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস ৯০ডি

পতিরামে সৌহার্দ্য

নবম : অভিজিৎ দাস
(নারায়ণপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) আইফোন ১১

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

আরিফ আলম, শেলী দে, প্রিয়ব্রত দে, ঈপ্সিতা দে, সৌমিলি সাহা, সুব্রত দাস, শুভম শর্মা, কিষান বর্মন, সুমিত রায়, অমিতাভ সাহা, পূর্ণ দাস, কল্যাণেন্দু আচার্য, চন্দ্রাণী সরকার, অরিজিৎ সরকার, দুর্জয় বর্মন, নীলোৎপল কুণ্ডু, কৌশিক দাম, পিয়ালী দাস, অভিজিৎ পাল ও ইন্দ্রজিৎ সরকার

গিদ্দাপাহাড়ে নিসর্গ

দশম : মমি জোয়ারদার
(রথখোলা, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৫৩০০

পৃথিবীর পাঠশালা

ফ্রান্সের রহস্যময় নেকড়ে

আঠারো শতকে ফ্রান্সের এক এলাকায় এক অদ্ভুত প্রাণী ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। মাত্র তিন বছরের মধ্যে এই প্রাণীটি প্রায় একশোর বেশি মানুষকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, এটি সাধারণ নেকড়ের চেয়ে অনেক বড় ছিল এবং এর গায়ের রং ছিল লালচে। প্রাণীটি শেষ পর্যন্ত মারা পড়লেও, সেটি আসল নেকড়ে ছিল নাকি অন্য কোনও প্রাণী, তা আজও অজানা।

রহস্যময় ডানাওয়ালা প্রাণী

আমেরিকার এক জঙ্গলে এক রহস্যময় প্রাণী ঘুরে বেড়ানোর লোককথা গত আড়াইশো বছর ধরে চলে আসছে। মানুষের বিশ্বাস, এক নারী তার ত্রয়োদশ সন্তানকে শয়তান হিসেবে জন্ম দিয়েছিল। এই প্রাণীটির মাথা ঘোড়ার মতো, বাদুড়ের মতো বড় ডানা এবং পায়ে খুর আছে। বহু

মানুষ জঙ্গলে এর ভয়ংকর ডাক শোনার দাবি করেছেন।

রক্তচোষা অদ্ভুত প্রাণী

নব্বইয়ের দশকে একটি দ্বীপে খামারের পশুগুলি হঠাৎ করেই মারা যেতে শুরু করে। দেখা যায়, পশুগুলোর গায়ে কোনও আঘাত নেই, শুধু ঘাড়ের কাছে দুটো ছোট ফুটো দিয়ে কেউ তাদের শরীরের সব রক্ত শুষে নিয়েছে। স্থানীয় মানুষ এই অদেখা প্রাণীর এক অদ্ভুত নাম দেন। বিজ্ঞানীরা একে পরজীবীতে আক্রান্ত বন্যপ্রাণী বললেও, মানুষের মনে এর আতঙ্ক আজও রয়ে গিয়েছে।

স্কটল্যান্ডের হ্রদের দানব

স্কটল্যান্ডের এক হ্রদের গভীর জলে নাকি এক অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক দানব বাস করে। গত শতাব্দী থেকে বহু মানুষ এই দানবটিকে দেখার দাবি করেছেন। এর গলা লম্বা এবং পিঠের দিকটা উটের কুঁজের মতো। বিজ্ঞানীরা অত্যাধুনিক শব্দতরঙ্গ দিয়ে পুরো হ্রদ চষে ফেলেও এর কোনও অস্তিত্ব পাননি, তবুও মানুষের কৌতূহল একটুও কমেনি।

নজরদারির আশ্বাস স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর

কমানো হবে বইয়ের বোঝা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : সকালবেলা স্কুলে রওনা দিয়েছে ক্লাস সিক্সের দর্শন বণিক। বছর বারোর দর্শনের পিঠের চেয়ে বড় তার স্কুলব্যাগটাই। কয়েক কদম এগোতেই কাঁধ বদলাতে হচ্ছে। কখনও আবার হাতে নিতে হচ্ছে ব্যাগ।

রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ রয়েছে, পড়ুয়ার শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি যেন বই-খাতার ব্যাগের ওজন না হয়। অভিযোগ, বহু স্কুল সেই নির্দেশ মানছে না। ফলে অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা বইতে গিয়ে পিঠ ও কাঁধের সমস্যায় ভুগছে পড়ুয়ারা। এই পরিস্থিতিতে ব্যাগের অতিরিক্ত ওজন নিয়ে নজরদারির আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পড়ুয়াদের বইয়ের অতিরিক্ত বোঝা পিঠে বইতে হবে, সেটা কখনোই হওয়ার কথা নয়। বিষয়টি আমরা দেখছি।' এব্যাপারে শীঘ্রই শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক এবং বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

বইয়ের ব্যাগের অতিরিক্ত ওজন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে বহু বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল সরকারি নির্দেশিকা মানছে না বলেই অভিযোগ। ফলে ছোটদের শারীরিক সক্ষমতার বাইরে গিয়েও প্রতিদিন ভারী ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যেতে হচ্ছে। সিবিএসই স্কুলগুলির উত্তরবঙ্গের সংগঠন সহোদয়া স্কুল কমপ্লেক্সের সভাপতি এসএস আগরওয়াল বলেন, 'বইয়ের ওজন কমাতে সিবিএসই-র তরফে স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে যাতে স্কুলগুলি প্রতিদিন ছয়টা কিংবা সাতটা করে বিষয় না পড়ায়। বদলে কোনও একটি বিষয় পড়ানোর জন্য যাতে দুটো পিরিয়ড নেওয়া হয়। এর ফলে কম বইখাতা স্কুলে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ স্কুল সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা করে না।'

- ■ পড়ুয়াদের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি ভারী ব্যাগ হবে না, সরকারি নির্দেশ
- ■ ভারী ব্যাগের চাপে পিঠ ও কাঁধের ব্যথায় ভুগছে খুদেরা
- ■ ব্যাগের অতিরিক্ত ওজন রুখতে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠকের আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর

আর তাই দুশ্চিন্তা ফুটে ওঠে শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ার বাসিন্দা সম্প্রীতা কর্মকারের গলায়। তাঁর মেয়ে দাগাপুরের একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। প্রতিদিন ছয়টি পিরিয়ডের জন্য ছয়টি বই, ছয়টি খাতা, সঙ্গে ডায়েরি নিয়ে স্কুলে যেতে হয়। ব্যাগ পিঠে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে হেঁটে যাওয়া, স্কুলের ভেতর হাঁটা এবং একইভাবে সেই ওজন নিয়ে ফিরে আসতে হয়। সম্প্রীতা বলছিলেন, 'মেয়ে মাঝেমধ্যেই পিঠে ব্যথার কথা বলে। কিন্তু স্কুলের রুটিন মেনে বইখাতা দিয়ে পাঠাতে আমি বাধ্য হই।' প্রধাননগরের বাসিন্দা রাখি সরকারও একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'যা বইখাতা প্রতিদিন ব্যাগে করে নিয়ে যেতে হয়, তার ওজন অন্তত চার কেজি। যখন মেয়ে পিঠে ব্যাগ রাখতে পারে না, তখন পারলে টেনেহিঁচড়ে ব্যাগ নিয়ে যায়।'

অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রীর এহেন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন। এবিটিএ-এর শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের মনের কথা শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন।' এবিটিএ-র জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরুর বক্তব্য, 'ব্যাগের ওজন নিয়ে বহু অভিযোগ রয়েছে। সরকারি পদক্ষেপ জরুরি।'

পালটা পথে এবিভিপি

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনে দেশজুড়ে প্রভাব পড়ছে। এবার পালটা প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নামল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ছাত্র শাখা সংগঠন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে জোরদার প্রতিবাদ মিছিল, পথসভা থেকে শুরু করে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভা করেছে শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চানন মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। তারা দিল্লির যন্তরমন্তরে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের প্রতিবাদকে ঘুরপথে পরিচালিত করার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে। সেখানে এবিভিপি'র উত্তরবঙ্গের সহ সভাপতি বিনয় বর্মন ছিলেন। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি অরাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে যুক্ত হচ্ছে। যারা ছাত্রদের ঘুরপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সমাবেশ।' সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে জোর দিতে বলা হয়েছে সংগঠনের নেতাদের। কেউ কেউ 'দিল্লি চলো'র ডাক দিচ্ছেন বলে দাবি।

এবিভিপির তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার শিলিগুড়ি শহরে প্রতিবাদ মিছিল হবে। পথসভা থেকে নানাভাবে পথে নামবে তারা। এবিভিপি'র উত্তরবঙ্গের সভাপতি বিশ্বজিৎ রায়ের বক্তব্য, 'নিট কাণ্ডের নামে রাজনীতি করছে ককরোচ। কেন্দ্রের সরকার ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিদেশি শক্তিকে শক্ত করার প্রয়াস রুখে দেব আমরা।'

রাজ্যে প্রকল্পের ২৭ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ

দ্রুতগতিতে কাটছে রেলের জমিজট

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : ডাবল ইঞ্জিনের গতি। জমিজটের গেরো কাটিয়ে অবশেষে বাস্তবের মুখ দেখতে চলেছে রাজ্যের আটকে থাকা ৬৩টি রেলপ্রকল্পের অধিকাংশ। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও রয়েছে। তৃণমূল সরকারের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে যা থমকে ছিল, বিজেপি সরকারের আমলে সেই প্রকল্পগুলি এবার গতি পাচ্ছে। শুক্রবার রাজ্যসভায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো যে তথ্য পেশ করেছেন, তাতে ৪,৬৯৬ হেক্টর জমির ২৭ শতাংশ অধিগ্রহণ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। বাকি জমি পাওয়ার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের তরফে রেলকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। রেলমন্ত্রীর এই তথ্যে স্পষ্ট, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গের রেল পরিকাঠামোয় এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

জমিজটে আটকে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক রেলপ্রকল্প, এমন অভিযোগ একাধিকবার ধ্বনিত হয়েছে লোকসভা থেকে রাজ্যসভা, সংসদ ভবনে। কিন্তু শুক্রবার রাজ্যসভায় এক অন্য তথ্য পেশ করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের এক প্রশ্নোত্তরে রেলমন্ত্রী বৈষ্ণো এদিন জানান, চলতি বছরের ১ এপ্রিলের নিরিখে ট্র্যাক সংক্রান্ত ৬৩টি রেলপ্রকল্প রয়েছে বাংলায়। এর মধ্যে ৪৫টি ডাবল লাইন, ১৪টি নতুন লাইন এবং ৪টি গেজ পরিবর্তন। সব মিলিয়ে ৫,১৪৮ কিলোমিটার রেলপথের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮৩,৪৩৩ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ৪,৬৯৬ হেক্টর জমি পাওয়া না যাওয়ায় আটকে থাকে প্রকল্পগুলি। তবে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তরফে রেল জমি পাচ্ছে বলেও এদিন নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেন রেলমন্ত্রী। রাজ্যসভায় তাঁর পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ১,২৭৩ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করে রেলের হাতে তুলে দিয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় জমির ২৭ শতাংশ জমি রেল পেয়েছে। বাকি ৩,৪২৩ হেক্টর জমি রাজ্যের থেকে পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী রেলমন্ত্রী। রেলপথে বাংলার উন্নয়নে গতি দেখতে পাচ্ছেন সাংসদ ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'রাজনীতি করতে গিয়ে তৃণমূল রেল প্রকল্পগুলি আটকে দিয়েছিল। ফলে রাজ্য যেমন পিছিয়ে পড়েছে, তেমনই তার মাশুল গুনতে হয়েছে রাজ্যবাসীকে।'

রেল সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গতি পাবে কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর (৩৩ কিলোমিটার নতুন লাইন, বরাদ্দ ১,১৪৭ কোটি টাকা), কাটিহার-কুমেদপুর এবং কাটিহার-মুকুরিয়া (৬৫ কিলোমিটার ডাবল লাইন, বরাদ্দ ৯৪৩ কোটি টাকা), নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি রোড (৫৭ কিলোমিটার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন, বরাদ্দ ১,৬৩০ কোটি টাকা), নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি (৭ কিলোমিটার ডাবল লাইন, বরাদ্দ ২১৫ কোটি টাকা) সহ একাধিক প্রকল্প।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরই রাজ্যে রেলপ্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের কথা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। জুন মাসের শুরুতে নবান্নে বাংলার প্রকল্পগুলি নিয়ে বৈঠক হয় তাঁর এবং রেলমন্ত্রীর। এর পরেই জমি অধিগ্রহণ ইস্যুতে মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স গঠন করে রাজ্য।

সাম্রাজ্য চন্দনের

প্রথম পাতার পর

ফের কঠিন পরীক্ষা নিতে চাইল। ১৯৯৩ সালের ভয়াবহ বন্যা সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। চরম ক্ষতির মুখে পড়ে সেই ব্যবসায় তালা।

চন্দন তবুও হাল ছাড়ার পাত্র নন। ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েই বড় ফার্নিচারের কারখানা খোলার স্বপ্ন দেখলেন। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার টাকা কই? ভরসা কেবল ব্যাংকঋণ। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিন্যান্স কর্পোরেশন থেকে প্রথম সরকারি ঋণ পেলেন। তবে মাত্র ১৮ হাজার টাকা। আর সেই সামান্য টাকাটা মঞ্জুর করাতেও তাঁকে অন্তত ৩০ বার ব্যাংকের দরজায় কড়া নাড়তে হয়েছিল। ওই টাকায় কারখানা করা যে একপ্রকার অসম্ভব, তা বুঝেই পরে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এক লক্ষ টাকার কম্পোজিট ঋণ পান। নতুন মেশিনের দাম অনেক, তাই নিলামে ওঠা পুরোনো যন্ত্রপাতি কিনেই স্বপ্নের কারখানার কাজ শুরু হয়।

সেই কারখানায় আজ জার্মানি, জাপান ও ইতালির অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিনের ছড়াছড়ি। নির্দিষ্ট রঙের কোড ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছে অন্তত ২৫ রকমের চোখধাঁধানো আসবাবপত্র। মালপত্র পরিবহণের জন্য নিজস্ব গাড়ির বহর রয়েছে। শুধু কি তাই, চৌপথি এবং নিউ আলিপুরদুয়ারে রয়েছে পাঁচটি নিজস্ব শোরুম। শিলিগুড়ির বাণেশ্বর মোড় ও আশিগড় এলাকাতেও তাঁর বিশাল দোকান। আজ চন্দনের কারখানায় প্রত্যক্ষভাবে ১০০ জন এবং পরোক্ষভাবে ৪০০-র বেশি মানুষ কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন। তবে কোটিপতি হলেও চন্দন কর্মীদের নিজের পরিবার ভাবেন। কর্মীদের নিয়ে পিকনিক, পুজোয় ঘোরা থেকে বিদেশ ভ্রমণ- সবই করেন। তাই কর্মীদের কাছে তিনি 'বড়দা'। নিজের পড়াশোনা না হলেও বিভিন্ন স্কুলে আর্থিক অনুদান দেন। ক্ষুদ্র জায়গায় এমন শিল্প গড়ার অনন্য লড়াইয়ের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রক তাঁকে 'ভারতীয় উদ্যোগ রত্ন' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। আগামীদিনে হোটেল ও পর্যটন শিল্পে পা রাখার স্বপ্ন দেখছেন। শিলিগুড়িতে ইতিমধ্যেই পার্টনারশিপে একটি ঝাঁ চকচকে হোটেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

নতুন উদ্যোগপতিদের জন্য চন্দনের পরামর্শ, 'শূন্য থেকে শুরু করে এখানে এসেছি। বহুবার নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে আমি কখনও হাল ছাড়িনি।' হাল না ছাড়ার মন্ত্রই যে সাফল্যের মূলে, সেটাই তিনি সবাইকে বারে বারে মনে করিয়ে দিতে চান।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সুরক্ষায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি! জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হল 'লক্ষ্মী টি কোং প্রাইভেট লিমিটেড'। নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংস্থার হাতে 'এক্সেলেন্স ইন পশ গভর্ন্যান্স অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অ্যাওয়ার্ড' তুলে দেওয়া হয়। চা-বাগানের হাজার হাজার মহিলা শ্রমিকের নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নে সংস্থার এই যুগান্তকারী উদ্যোগ দেশের চা-শিল্পে এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করল।

সাংবাদিকের স্ত্রী বিয়োগ

কিশনগঞ্জ, ২৪ জুলাই : সহধর্মিণীকে হারালেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের কিশনগঞ্জের প্রতিনিধি শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার। কিডনি এবং হার্টের সমস্যা নিয়ে গত এক মাস কল্যাণী জোয়ারদার কিশনগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। শুক্রবার সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। হাসপাতাল থেকে দেহ বাড়িতে আনার পর মহানন্দা নদীর পার্শ্ববর্তী শ্মশানঘাটে আত্মীয়পরিজনদের উপস্থিতিতে সৎকার করা হয়। সমবেদনা প্রকাশ করেছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষ।

দলেই কাজিয়া

প্রথম পাতার পর

সেসব সামলাতে মণ্ডল স্তরের এক নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি সেই কাজ সামলাতে হাঁপিয়ে উঠেছেন। কারণ, সেখানেও ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অনেক সমস্যা রয়েছে। মধুর ভাণ্ড এনজেপির দায়িত্ব নিয়ে দল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কার্যত লড়াই চলছে। সেখানে বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ সাহাকে ভারতীয় মজদুর সংঘে নিয়ে দায়িত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বিএমএসের পুরোনো নেতাদের বাধায় আপাতত সেই দায়িত্ব বণ্টন আটকে গিয়েছে বলে দাবি। একইভাবে শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারেও দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে বিজেপি এবং বিএমএসের লড়াই সামনে এসেছে।

কমিশনার চুপ

প্রথম পাতার পর

মানুষ ন্যূনতম পুর পরিষেবাটুকুও পাচ্ছে না।' প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বললেন, 'আমি এখনই পুর পরিষেবা নিয়ে কিছু বলছি না। সবকিছু নজরে রাখছি, সময় হলে নিশ্চয়ই মুখ খুলব।' পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈনের কথায়, 'আমরা পুরনিগমের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করছি না। এটা ঠিকই যে, কয়েকদিন বেশ ভালোই বেআইনি হোর্ডিং ভাঙা, রেস্তোরাঁয় হানাদারি হয়েছে। আশা করছি এসব আগামীতেও হবে।'

লাগাম পরেনি

প্রথম পাতার পর

আমাদের দাবিগুলি মানার ব্যাপারে এখনও সরকারিভাবে নিশ্চয়তা পাইনি।' ওয়াংচুকের অনশন প্রত্যাহার সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'উনি অনশন তোলায় আমরা খুশি। কিন্তু আন্দোলন চলবে।'

ধর্মেন্দ্র প্রধানকে না সরালেও ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) খোলনলচে বদলাতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র। শুক্রবার সন্ধ্যায় এনটিএ-র ৪৭ জন আধিকারিককে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই আধিকারিকদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে আইনি এবং ফৌজদারি পদক্ষেপ করা হবে বলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে। পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারেও নজর দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, এনটিএ-র বিলোপ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে শুক্রবার বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি অলোক আরাধে-র ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, পরীক্ষায় বারবার একই ভুল মেনে নেওয়া যায় না। পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার আদালত পর্যবেক্ষণ করবে। সেই কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে কেন্দ্রকে।

তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভ বাড়তে থাকায় ওয়াংচুকের অনশন প্রত্যাহার করাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি বৃহস্পতিবার ৪ ঘণ্টা ম্যারাথন বৈঠক করেন জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে। ওই আলোচনায় ওয়াংচুকের দাবিগুলির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তারপর সোনমের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমোর সঙ্গে ফোনে কথা বলে জিতেন্দ্র আশ্বাসের শর্তগুলি চূড়ান্ত করেছিলেন। এরপর বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র হাসপাতালে ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করে সরকারের লিখিত আশ্বাসপত্র তাঁর হাতে তুলে দেন। তখনই অনশন ভঙ্গ করেন ওয়াংচুক। কিন্তু নাড্ডা ও জিতেন্দ্রর সঙ্গে শুক্রবারের বৈঠক শেষে ককরোচ জনতা পার্টির মুখপাত্র সৌরভ দাস পরিষ্কার বলেন, 'সরকারের সঙ্গে আলোচনা হলেও আমাদের মূল দাবি থেকে এক চুলও সরিনি। শনিবার দুপুর ২টো পর্যন্ত সময় দিয়েছি। ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতেই হবে। সরকারের জবাবের ভিত্তিতে পরবর্তী অল আউট কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।'

ওই দলের জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কার সাফ কথা, 'ধর্মেন্দ্রকে না সরালে আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা বলেন, 'আমরা ওঁদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা হয়েছে। তাঁদের জানিয়েছি, সরকার বিষয়টি বিবেচনা করে যথাসময়ে জানাবে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্য বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ভিডিও বার্তায় ঘোষণা করেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে আগামী সপ্তাহে সংসদে কঠোর বিল আনা হচ্ছে। এরপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সেই বিলের খসড়ায় অনুমোদন দিয়েছে, যেখানে পরীক্ষা দুর্নীতির জন্য ১০ বছরের জেল ও ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। ওয়াংচুক কিন্তু আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করে কেন্দ্রের ওপর আস্থা রাখার বার্তা দিতে চান। আন্দোলন শান্তিপূর্ণ রাখার পক্ষপাতী তিনি।

গুলি চললেও মাথা নত

প্রথম পাতার পর

যদিও যাওয়াটা খুব সহজ নয়। তরুণ প্রজন্মের কাউকে দেখলে আটক করে অনেক সময় থানায় নিয়ে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হচ্ছে। অটো, ওলা বা উবেরে যাতায়াতকারী পড়ুয়াদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। পরোক্ষে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে যন্তরমন্তরে না যেতে।

তাতে অবশ্য অধিকাংশকে আটকানো যাচ্ছে না। আন্দোলনস্থলে চটজলদি হাতে হাতে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য প্ল্যাকার্ড, ব্যঙ্গাত্মক স্লোগান এবং 'মিম'। প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়ার সংস্কৃতিকে ব্যবহার করছেন তরুণরা। জনপথের একটি সংস্থার ইন্টার্ন ঈশিকা বলেন, '২০ জুলাই পুলিশের পদক্ষেপ দেখার পর আমরা ভয় পাইনি, বরং আরও ক্ষুব্ধ হয়েছি। তাই আবার এসেছি।'

ঈশিকার বক্তব্য, 'আমাদের পরিবারের সামর্থ্য আছে বিদেশে রেখে পড়ানোর। কিন্তু যাঁরা ঋণ নিয়ে পড়াশোনা করেন বা ছোটবেলা থেকে কাজ করে পড়েন, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে? আমরা সেই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবিতে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।' বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সোনম ওয়াংচুক অনশন প্রত্যাহার করার পর পরিস্থিতি শান্ত হবে আশা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

কিন্তু একেবারেই ভিন্ন ছবি দেখা গেল শুক্রবার। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা না দিলে শনিবার থেকে আরও বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে যন্তরমন্তর। উত্তরপ্রদেশের ঘুসরানা হরিসিংহ গ্রাম থেকে আসা তরুণের হাতে ধরা কার্ডবোর্ডের প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'লাঠি কেন, গুলি চালালেও আমরা মাথা নত করব না।' ওই তরুণদের একজন পলিটেকনিকের ছাত্র প্রিন্স কুমার জানালেন, টেলিভিশনে মহিলা আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি বলপ্রয়োগের দৃশ্য দেখে গ্রামের আরও নয়জনের সঙ্গে এসেছেন।

দিল্লির অরবিন্দ কলেজের ছাত্রী মুসকান বলেন, '২০ জুলাইয়ের ভিডিও দেখে কেঁদে ফেলেছিলাম। এরপর মাকে বলি, আমি আন্দোলনে যাব। মা সম্মতি দেন। শিক্ষা কখনও পণ্য হতে পারে না।' যন্তরমন্তরের বাইরে ভিড় ছড়িয়ে পড়ায় নিরাপত্তার কড়াকড়িও বাড়ানো হয়েছে। আগে যন্তরমন্তরের চারপাশে আড়াই কিলোমিটার পর্যন্ত ইন্টারনেট বন্ধ ছিল। এখন সেই নিষেধাজ্ঞার পরিধি তিন কিলোমিটার করা হয়েছে।

কড়া নিরাপত্তা বলয়ের কারণে সংসদ মার্গ, টলস্টয় মার্গ, কনট প্লেসের আউটার সার্কেল, প্যাটেল চক, ইন্ডিয়া গেট, ডিডিইউ মার্গ এবং মিন্টো রোড সহ রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় দীর্ঘ যানজট হচ্ছে। বাড়ানো হয়েছে মোতায়েন পুলিশের সংখ্যা, বসানো হয়েছে অতিরিক্ত সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোনে নজরদারি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রের খবর, ভিড়ের মধ্যে সাদা পোশাকে আছেন পুলিশকর্মী ও গোয়েন্দারা।

আইআইটি রুরকি এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর শুক্রবার জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ও পড়ুয়াদের যন্তরমন্তরের জমায়েতে অংশ নিলে আইনি পদক্ষেপ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণবিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বার্তা দিয়েছে। এই নির্দেশিকার সমালোচনা করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'ছাত্রছাত্রীদের হুমকি দেওয়ার সাহস কীভাবে হয়? সময় এলে আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে।'

প্রধান বিরোধী হওয়া কঠিন সিপিএমের

প্রথম পাতার পর

তাঁর সতর্কবার্তা, 'সেদিকে বিজেপিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।' তথাগত বিজেপির মূল ধারায় তেমন পাত্তা পান না। কিন্তু বিজেপি ও আরএসএসের ভাবনার অন্যতম ধারক-বাহক তিনি। দল আমল না দিলেও তিনি সেই ভাবনা লাগাতার ছড়িয়ে চলেন একাগ্রতার সঙ্গে।

সংঘ-ঘনিষ্ঠ তথাগতের কথা তাই উড়িয়ে দেওয়ার নয়। কিন্তু তাঁর আশঙ্কার বাস্তব ভিত্তি আছে কি! সিপিএমকে বিজেপির ভয় পাওয়ার সত্যিই কি কোনও কারণ আছে! বিধানসভায় সিপিএমের বিধায়ক মাত্র একজন। শুধু বামফ্রন্টের নয়, সব বাম দল মিলিয়ে সাকুল্যে এক। লোকসভায় বাংলার বাম সদস্য নেই। বিকাশ ভট্টাচার্যের মেয়াদ ফুরোনোর পর রাজ্যসভাতেও শূন্য। সংসদীয় ও পরিষদীয় রাজনীতিতে বঙ্গের বাম উপস্থিতি তাই নেই বললেই চলে।

অন্যদিকে, শাসকদলের আনুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির এপর্যন্ত এমন কোনও ভূমিকা নেয়নি, যাকে বিরোধী স্বর মনে হয়। বরং বিধানসভার অধিবেশন চললে বড় খবর হয়ে দাঁড়ায় তৃণমূলের ঘরোয়া আকচা-আকচি। বিজেপি তাতে হাসে, উসকেও দেয়। বিজেপি বিরোধী অবস্থানে এখনও ঋতব্রত শিবিরকে দেখা যায়নি। মমতা শিবিরের হাল বিধানসভায় খুব খারাপ।

একমাত্র কুণাল ঘোষ কিছু হইচই করেন। সেটা যত না বিজেপির বিরুদ্ধে, তার চেয়ে অনেক বেশি পুরোনো সহকর্মীদের নিশানা করে। বিধানসভার বাইরে দলটার অবস্থার কথা আগেই লিখলাম। সরকারি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল দলটার নাম নিশানা না রাখতে তিনি যে উঠেপড়ে লেগেছেন, তা বিধানসভায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কয়েকটি ভাষণে স্পষ্ট। এতে যত দিন যাবে, তত গ্রেপ্তার বাড়বে, তৃণমূল ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে।

ফলে তথাগতের ভাষায় 'রাজনৈতিক শূন্যতা'র (বিরোধী ভূমিকায়) কথা মিথ্যা নয়। প্রশ্ন হল, সেই শূন্যতা পূরণ সিপিএমের পক্ষে কতটা সম্ভব! এক কথায় বলা ভালো, বিধানসভায় আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু বিধানসভার বাইরে মাঠে-ময়দানে কি সম্ভব? হুংকার যত শুনি, বাস্তবে তার প্রয়োগ কতখানি? বারুইপুরে লাহেক আলির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকে সারা বাংলায় ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ সিপিএম। হকার উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন যাদবপুরে মার খেয়েই যেন থমকে গেল।

সুজন চক্রবর্তীর মার খাওয়া কিংবা সৃজন ভট্টাচার্যের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বাংলাজুড়ে উত্তাল আন্দোলন সংগঠিত করার সুযোগ কাজে লাগাতে পারল না সিপিএম। নিট দুর্নীতির প্রতিবাদে দিল্লিতে যে আন্দোলন চলছে, তাতে এসএফআই নেতারা আছেন। সিপিএম নেতারা যন্তরমন্তরে গিয়েছিলেনও। সেই আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় একদিনের মিছিলে টিভিতে প্রচার পাওয়া যায়। বাংলাজুড়ে জনমত গড়ে ওঠে না।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, সবজির দাম আকাশছোঁয়া, ডিম অগ্নিমূল্য। আন্দোলন পরের কথা, প্রতিবাদ কোথায় সিপিএমের? অধিকাংশ প্রতিবাদ সাংবাদিক বৈঠক কিংবা সমাজমাধ্যমে। পুর বোর্ডহীন শিলিগুড়িতে হাজার নাগরিক সমস্যা। জঞ্জাল সাফাই অনিয়মিত, রাস্তাঘাট বেহাল। পুর কমিশনার শুধু বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে ব্যস্ত। সিপিএম মাঝে মাঝে অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে আস্ফালন করে। মাঠে নেমে আন্দোলনের বেলায় লবডঙ্কা।

মজুরি কম বলে চা শ্রমিক ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছেন। মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সিপিএম কি দুর্বার আন্দোলন গড়তে পারে না? কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে সিপিএম দাবি করতে শুরু করেছে, তারা নাকি জেলায় প্রধান বিরোধী দল। ময়মনসিংহের কথ্য ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, 'নাই দ্যাশের ফুটকলাই সন্দেশ!' সিপিএমের অবস্থা অনেকটা তাই। সমাজমাধ্যমে সক্রিয়তা নয়, প্রতিবাদ ময়দানে দেখতে চায় সাধারণ মানুষ। তাতে দলের পাশে আসে আরও মানুষ।

তা না করে শুধু তৃণমূল দুর্বল বলে ভেবে উল্লাস করে লাভ নেই। তবু বিজেপির আশঙ্কা সংঘ-ঘনিষ্ঠ তথাগতের পোস্টে পরিষ্কার। মতাদর্শগতভাবে বিজেপি ও সিপিএম দুই মেরুতে। কংগ্রেস বা তৃণমূলের ক্ষমতা নেই সেই স্থান নেয়। ২১ জুলাইয়ের সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সতর্ক করেছেন, তৃণমূলের পর বামেদের শেষ করবে বিজেপি। মাঠে-ময়দানের আন্দোলন-প্রতিবাদে সিপিএম যে এখনও বহু যোজন পিছিয়ে।

ছোট তারা

দীপালি সরকার ডাবগ্রাম-২ জিএসএফপি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। ছবি আঁকতে ভালোবাসে। নিয়মিতভাবে নানা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

হিলকার্ট রোড ধরে এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদ মিছিল। শুক্রবার।

ধর্মেন্দ্রর ইস্তফা চেয়ে স্লোগান উঠল রাজপথে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : দিল্লির আন্দোলনের আঁচ শিলিগুড়িতেও। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে শুক্রবার শিলিগুড়িতেও আন্দোলনের পথে নামল ছাত্র, যুবরা। তবে আন্দোলন অরাজনৈতিক ব্যানারে হলেও, মিছিলের রাশ ছিল ডিওয়াইএফআই ও এসএফআইয়ের হাতে। মিছিলের প্রথম সারিতে চোখে পড়েছে সিপিএমের ছাত্র-যুব সংগঠনের জেলা নেতৃত্বকে। এছাড়াও স্কুল, কলেজের বেশ কিছু পড়ুয়াও এদিনের মিছিলে যোগ দেন। পুলিশের উপস্থিতিতে বাঘা যতীন পার্ক থেকে এয়ারভিউ পর্যন্ত মিছিলটি হয়। মিছিল শেষে একটি প্রতিবাদ সভাও হয়।

নিট (ইউজি) প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তরে গত কয়েকদিন ধরেই আন্দোলনের ঢেউ। পড়ুয়াদের সমর্থনে টানা অনশন যেমন করেছেন শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক, তেমনই সমর্থন জানিয়ে মুখ খুলেছে বলিউডের পাশাপাশি ক্রীড়ামহলও। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আন্দোলন। এবার আন্দোলনে নামল শিলিগুড়িও। পরীক্ষায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার দাবিতে শিক্ষামন্ত্রীর দ্রুত পদত্যাগ চেয়ে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র দেবর্ষী আচার্য জানায়, শিক্ষাক্ষেত্রে যাতে দুর্নীতি বন্ধ হয়, সেজন্য তার আন্দোলনে অংশ নেওয়া। অরাজনৈতিকভাবেই সে এই মিছিলে যোগ দিয়েছে। তবে মিছিলে যে এতটা রাজনৈতিক প্রভাব থাকবে তা জানা ছিল না বলে শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্র দেবায়ন সরকার জানান। তিনি বলেন, 'প্রতিবাদ অরাজনৈতিক ব্যানারে আয়োজিত হচ্ছে বলে আমি জানতাম। কিন্তু এখানে এসে দেখছি রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। তবে বিষয়টি যেহেতু এখন একটা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধেই, তাই এই আন্দোলনে যোগ দিতে অসুবিধে হয়নি।' অন্যদিকে, মিছিলে যোগ দেওয়া সূর্য সেন কলেজের ছাত্র দিশান দে বলেন, 'নিজের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে প্রতিবাদে যোগ দিয়েছি। শিক্ষা থেকে দুর্নীতি দূর না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ ভালো হতে পারে না।'

এদিনের মিছিলে ডিওয়াইএফআই, এসএফআই নেতৃত্ব দলীয় পতাকা নিয়েই স্লোগানও দেয়। যদিও এসএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে বলেন, 'অরাজনৈতিকভাবে ছাত্র, যুবদের এই আন্দোলন। আমরা তাঁদের এই প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছি। সারা দেশজুড়ে আমরা ছাত্রদের পাশে থেকে দলীয় ব্যানার সঙ্গে নিয়েই আন্দোলন করছি।'

দিল্লির যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জে জখম হওয়া পড়ুয়াদের ন্যায়বিচারের পাশাপাশি ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি অবিলম্বে বাতিলের দাবিও এদিনের মিছিল থেকে করা হয়। ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা বলেন, 'পড়ুয়াদের পাশে থেকে আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

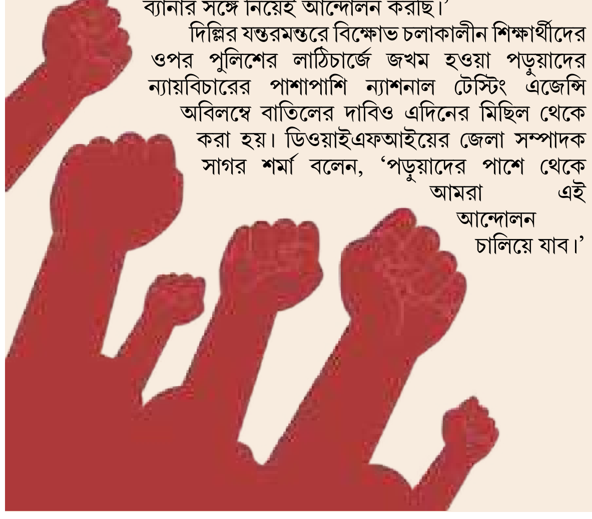

ধুন্ধুমার ইসলামপুর হাসপাতালে

রোগীমৃত্যুতে ভাঙচুর, মারধর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৪ জুলাই : রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল। মৃতের পরিবার হাসপাতালে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। তাঁদের দাবি, চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইসলামপুর থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। অভিযুক্তদের আটক করার চেষ্টা করলে দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। তবে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

গোটা ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন চিকিৎসক, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁরা বিচারের দাবিতে হাসপাতালের বাইরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। ফলে রোগী পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেয়। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। তবে শনিবার দুপুর ১২টার মধ্যে অভিযুক্তদের ধরতে না পারলে জোরদার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত রোগীর স্বামী সহ অজ্ঞাতপরিচয় পাঁচ ব্যক্তির নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও হাসপাতাল সুপার সুরজ সিনহাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আক্রান্ত চিকিৎসক ও নার্সের চোট গুরুতর। উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ) সুকান্ত বিশ্বাস পুলিশ সুপারের সঙ্গে নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, চোপড়া থানার সোনাপুর সংলগ্ন এলাকার ফিরোজা খাতুন (৬৫) নামে এক বৃদ্ধাকে শ্বাসকষ্ট নিয়ে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার দুপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ফিরোজাকে একটি ইনজেকশন দেওয়ার পর তিনি মারা যান। তারপরেই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে রোগীর পরিবারের সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। হাসপাতালের একাধিক বিভাগে ভাঙচুর, আসবাব লন্ডভন্ড করে দেওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসক মৃগাঙ্কশেখর ঘোষ, নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার প্রতিবাদে হাসপাতালের সামনে নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নেয়। হাসপাতালের পরিষেবা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। মৃতার স্বামী তাহাজুল আরফিন পালটা বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ ভিত্তিহীন। উলটে আমার স্ত্রীকে ভুল চিকিৎসা করে মেরে ফেলা হয়েছে।'

চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস। সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক পার্থ ভদ্র বলেন, 'বারবার আমরা মারধরের মুখে পড়ব কেন? আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তা এবং আক্রমণকারীদের শনিবার দুপুর ১২টার মধ্যে গ্রেপ্তার না করা হলে আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি জোরদার হবে। জীবন বিপন্ন করে কেউ কাজ করতে রাজি নয়।'

সিএমওএইচ বলেন, 'এসপি-র সঙ্গে নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলব। যে ঘটনা ঘটেছে, তা কাম্য নয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।' ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিং বলেন, 'একজনকে আমরা আটক করেছি। বাকিদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হবে।' পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, হাসপাতালের নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করতে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

- শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি এক বৃদ্ধার মৃত্যুতে উত্তেজনা
- চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মারধর করা হয়
- অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবিতে বিক্ষোভ, ব্যাহত রোগী পরিষেবা

"আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তা এবং আক্রমণকারীদের শনিবার দুপুর ১২টার মধ্যে গ্রেপ্তার না করা হলে পরবর্তী কর্মসূচি হবে।"

পার্থ ভদ্র
রাজ্য সহ সম্পাদক, অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস

হোর্ডিং সরাতে দল গঠন পুরনিগমের

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : পুরনিগম নোটিশ জারি করার পরও শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকার রাস্তার ধার থেকে সরেনি অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং। এই পরিস্থিতিতে এবার শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ দল গঠন করল। পুরনিগমের পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বাধীন ১৩ সদস্যের ওই দল এখন থেকে নিয়মিত শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাবে। মূলত অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং সরাতেই এই দল শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাবে বলে পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে।

পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই শুক্রবার এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। এই প্রসঙ্গে পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'এবার বিশেষ দল গঠন করা হল। এই দল নিয়মিত শহরজুড়ে অভিযান চালাবে। অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি জরিমানাও করা হবে।'

বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং লাগানোর জন্য তৈরি লোহার কাঠামোর প্রস্তুতকারকরা পুরনিগমের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁরা পুর কর্তৃপক্ষের কাছে সময় চেয়েছিলেন। নিজেরাই অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং সরিয়ে নেবেন বলে পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন তাঁরা। পুর কর্তৃপক্ষ তাঁদের আবেদনে সায় দিলেও বাস্তবে পরিস্থিতি বদলায়নি। এখনও শহরের হিলকার্ট রোড, বর্ধমান রোড, দার্জিলিং মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং 'স্বমহিমায়' বিরাজমান।

পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের জেরে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। আর্থিক ক্ষতি রুখতেই এবার দল গঠন করে পথে নামতে চলেছে পুর কর্তৃপক্ষ। পুরনিগম সূত্রে খবর, নবগঠিত এই দলে একাধিক বিভাগের কর্মীরা থাকবেন। নিয়মিত ওই দলের তরফে অভিযান চালানো হবে। প্রতি সপ্তাহের শেষে ওই দল পুরনিগমের কমিশনারের কাছে রিপোর্ট পেশ করবে বলেও পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে।

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি ইংগিত-এর আয়োজনে নবম প্রশান্ত মজুমদার স্মৃতি নাট্য উৎসব। দ্বিতীয় দিনের নিবেদন প্রাচ্য কলকাতার 'তাহাদের কথা...'। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে দীনবন্ধু মঞ্চে।

পুলিশের নয়া প্রযুক্তি

সংগ্রহ হবে অপরাধীর কর্নিয়ার ছবিও

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : ঘরে ঢুকতেই একটি কম্পিউটার চোখে পড়বে। তার ওপরে ক্যামেরা বসানো। কোথায় দাঁড়ালে ছবি সবচেয়ে স্পষ্ট উঠবে, তা বোঝাতে মেঝেতে অ্যারো (তির) চিহ্ন দেওয়া রয়েছে। পেছনে সাদা কাপড়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথম দেখায় মনে হতেই পারে, আধার কার্ডের ছবি তোলার ঘর। কিন্তু বাস্তবে এই পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে ধৃত অভিযুক্তদের তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য। অপরাধীদের আরও দ্রুত ও নির্ভুলভাবে শনাক্ত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য একযোগে এবার প্রযুক্তিনির্ভর নতুন ব্যবস্থার পথে হাঁটছে।

চলতি সপ্তাহ থেকেই ভবানী ভবনে রাজ্যের বিভিন্ন থানার আইসিদের জন্য একদিনের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অধীন একাধিক থানার আইসিও বৃহস্পতিবার সেই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। শুক্রবার থেকেই তাঁরা নতুন ব্যবস্থার কাজে যুক্ত হয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এতদিন রাজ্য পুলিশের পোর্টালে আপলোড হওয়া অপরাধ-সংক্রান্ত তথ্য শুধুমাত্র রাজ্যের থানাগুলিই প্রয়োজনমতো দেখতে পারত। এবার সেই তথ্য দেশের যে কোনও প্রান্তের থানার পুলিশও প্রয়োজন অনুসারে দেখতে পারবে। কীভাবে অভিযুক্তদের তথ্য সঠিকভাবে পোর্টালে আপলোড করতে হবে, সেই বিষয়েই এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

এর ফলে তদন্তের ধরনেও বড় পরিবর্তন আসবে বলে পুলিশ মনে করছে। এতদিন ভিনরাজ্যের কোনও দুষ্কৃতী ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে তার অতীত অপরাধের তথ্য সংগ্রহ করতে হত। সেই প্রক্রিয়ায় সময়ও লাগত। নতুন ব্যবস্থায় পোর্টালে অভিযুক্তের তথ্য সার্চ করলেই প্রয়োজনীয় তথ্য মিলবে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় দেড় বছর ধরেই ধৃত অভিযুক্তদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার পাশাপাশি মোবাইলে ছবি তুলে পোর্টালে আপলোড করার প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। এবার সেই ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করা হচ্ছে।

নতুন ব্যবস্থায় ধৃত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গিয়ে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। ক্যামেরাযুক্ত কম্পিউটারের সামনে নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড় করিয়ে হাই রেজোলিউশনের ছবি তোলা হবে, যাতে মুখাবয়ব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পাশাপাশি ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে কর্নিয়ার ছবিও সংগ্রহ করা হবে।

পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'পোর্টালের মাধ্যমে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিতকরণ সহজে করা গেলে কাজ আরও সহজ হবে। তদন্তেও আরও গতি বাড়বে।' প্রতিটি থানাতেই এই ব্যবস্থা থাকবে। পুলিশ মহলের আশা, এই প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা চালু হলে অভিযুক্তদের দ্রুত শনাক্ত করা যেমন সহজ হবে, তেমনই আন্তঃরাজ্য তদন্তেও সময় অনেকটাই কমে আসবে।

- দেশের সব থানায় অপরাধীদের তথ্য দেখার সুযোগ তৈরি হচ্ছে
- আধুনিক প্রযুক্তিতে অভিযুক্তদের শনাক্তকরণ আরও নির্ভুল করার উদ্যোগ
- ব্যবস্থাটি চালু হলে আন্তঃরাজ্য তদন্তে সময় অনেকটাই কমে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে

বুথ নিয়ে বিবাদ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : বর্ধমান রোডে ট্রাফিক বুথ তৈরি হওয়ায় সমস্যায় পড়ল বেশ কয়েকটি দোকান। ওই রাস্তার অস্থায়ী কয়েকটি দোকান সরিয়ে ট্রাফিক বুথ বসানো হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। যদিও সরকারি জায়গাতেই এতদিন দোকানগুলি বসেছিল বলে জানা গিয়েছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এই ট্রাফিক বুথটি আগে এই রাস্তাতেই একটি বাড়ির সামনে বসানো হয়েছিল। ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে ওই বাড়ির মালিকের কথা হয়। এরপর শুক্রবার সকালে বুথটি তুলে এনে দোকানগুলি সরিয়ে বসানো হয়।

এক বৃদ্ধা সুশীলা দেবী বলেন, 'আমার পানের দোকান ছিল। বহু বছর ধরে ব্যবসা করছি। পুলিশ এসে সরিয়ে দিয়েছে।'

ঘটনার পর এলাকায় এসে প্রাক্তন কাউন্সিলার বিবেক সিং বলেন, '২৭ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী আসছেন বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করতে। তার আগে এখানে ট্রাফিক গার্ড তৈরি করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি দোকান নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল, আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

এ নিয়ে ট্রাফিক বিভাগের এক কর্তার বক্তব্য, 'সরকারি জায়গাতেই ওই দোকান বসানো হয়েছে। ট্রাফিক বুথ তৈরি হওয়ায় দোকান সরাতে বলা হয়েছে।'

টুকরো খবর

ধৃত বাইক চোর

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : চুরি যাওয়া বাইক সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ মাকসুদ। বৃহস্পতিবার রাতে পোড়াঝাড় সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২০ জুলাই পোড়াঝাড় এলাকা থেকে এক ব্যক্তির বাইক চুরি যায়। যা নিয়ে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার বাইক সহ ওই ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, মাকসুদ চুরির বাইকটি বিক্রির ছক কষেছিলেন। ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

নথি সংগ্রহ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র প্রদানে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠতেই রাজ্যের নির্দেশে শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকে নথি সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় জন্মমৃত্যু সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে শুক্রবার ফের নথি সংগ্রহের কাজ চলে। পুরনিগম সূত্রে খবর, ২০২২ সাল থেকে নথি সংগ্রহের কাজ চলছে। এদিন বিকেল পর্যন্ত ২০০৭ সাল পর্যন্ত নথি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। শনিবার ২০০৬ সাল থেকে নথি সংগ্রহের কাজ করা হবে। সর্বশেষ ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত জন্মমৃত্যু সংক্রান্ত প্রতিটি নথি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : পুরনিগম এলাকার আসন পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া শনিবার থেকেই শুরু হচ্ছে। এই ইস্যুতে শনিবার দুপুরে পুরনিগমে বৈঠক রয়েছে। বৈঠকে পুর প্রশাসক আর বিমলা, জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কার, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা সহ অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। বর্তমান ওয়ার্ডগুলির ভোটার সংখ্যা, কোথায় কত ভোটার কম বা বেশি রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উলটোরথের মেলায় উপচে পড়া ভিড়

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ২৪ জুলাই : শুক্রবার শিলিগুড়িতে সাড়ম্বরে পালিত হল উলটোরথ। এদিন ইসকন মোড়ে অপেক্ষারত সুসজ্জিত রথের সামনে একটি বাতানুকূল চার চাকা গাড়িতে করে আনা হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে।

গাড়ি থেকে নামিয়ে কোলে করে তাঁদের রথে তোলা হয়। রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখার পাশাপাশি 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে মেতে ওঠেন অগণিত ভক্ত। কপালে চন্দনের তিলক কেটে ভক্তিগীতির তালে নৃত্য পরিবেশন করেন তরুণী ও মহিলারা। তাঁদের সঙ্গে পা মেলান উপস্থিত ভক্তরাও। এদিনের উলটো রথযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি সুকেশকুমার জৈন। তিনি প্রধান সেবকের ভূমিকা পালন করে রথের সামনে ঝাড়ু দেন এবং রথের দড়িতে টান দিয়ে যাত্রার সূচনা করেন।

প্রভুর প্রেমে মাতোয়ারা। শিলিগুড়িতে শুক্রবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

উলটোরথকে ঘিরে এদিন জমজমাট হয়ে ওঠে রথের মেলা। লটকা, পাঁপড় ও জিলিপির দোকানে উপচে পড়ে ভিড়। মন্দিরের সামনে একটি দোকান থেকে মেয়ের জন্য মাটির লক্ষ্মীর ঝাঁপি কিনছিলেন আদিত্য মজুমদার। তিনি বলেন, 'এখন তো মাটির লক্ষ্মীর ঝাঁপির কথা সবাই ভুলতে বসেছে। আমরা যদি ছোটদের মেলা থেকে এসব জিনিস কেনার স্বাদ না বোঝাই, তা হলে ওরা মেলার এই ছোট ছোট আনন্দগুলো থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে।'

শহরের হায়দরপাড়াতেও এদিন রথের মেলা জমে ওঠে। রথের দড়িতে টান দিয়ে এবং রথ থেকে ছোড়া প্রসাদ সংগ্রহ করেই মেলার দিকে ছোটেন মানুষ। মেলার শেষ দিনে এসে স্থানীয় বাসিন্দা শিখা নাথ বলেন, 'প্রথম রথের দিন ভিড়ের চাপে অনেককিছু না খেয়েই ফিরে যেতে হয়েছিল। উলটোরথে সেই ইচ্ছে পূরণ করতেই আজ মেলায় আসা।'

অন্যদিকে, দেশবন্ধুপাড়ার শ্রীশ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠেও উলটোরথে ভক্তদের ঢল নামে। ইন্ডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাস্তার পাশে বসা মেলায় বিশেষ করে খেলনা ও খাবারের দোকানে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। শান্তিপাড়া থেকে ছেলেকে নিয়ে মেলায় আসা প্রিয়াংকা গুহ বলেন, 'ছোট থেকেই ছেলে যাতে রথের আনন্দ নিতে পারে, সেজন্যই ঘুরতে নিয়ে আসা। তাছাড়া এখানে অন্য মেলার তুলনায় ভিড় কিছুটা কম থাকে।'

পাশাপাশি, ইসলামপুরেও সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে উলটোরথ উৎসব। ইসলামপুর শহরের কোর্ট মাঠে আয়োজিত রথের মেলায় শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। উপচে পড়া ভিড়ের জেরে মেলা চত্বর সহ নিউটাউন রোডে যানজট সামলাতে পুলিশকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মেলা চত্বরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

রংদার

স্রোত

অদৃশ্য নদীর মতো প্রবহমান জনজীবন, মূলস্রোতের বিপরীতে হাঁটার দুর্লভ স্পর্ধা আর নদী-মানুষের চিরায়ত মিথোজীবী মেলবন্ধন; এই তিনের অনুপম সখ্যেই উত্তরবঙ্গের অন্তহীন বিস্তার। শহুরে কোলাহল ছেড়ে শিকড়ের টানে ঘরে ফেরা কিংবা ঐতিহ্যের হাত ধরে নিজস্ব ভূগোলে, সেখানে টিকে থাকে এক নিরন্তর যাত্রা যেখানে প্রতিটি অক্ষর জীবনের শাশ্বত ধারার এক-একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

প্রচ্ছদ কাহিনী সুবীর সরকার, ডঃ গৌতম সরকার ও রঞ্জন রায়
রম্যরচনা মৌসুমী মজুমদার
ছোটগল্প অতনু বিশ্বাস
অণুগল্প শ্রুতি দত্ত রায় ও উৎপল সরকার
কবিতা শর্মিষ্ঠা শেলী চক্রবর্তী, উজ্জ্বল আচার্য, স্বপন মজুমদার, রাজু সাহা ও অনুভব সরকার

হেড-নেক ক্যানসার, রোবোটিক সার্জারিতে মুক্তির দিশা

আমাদের জীবনযাত্রা অনেক বদলেছে, কিন্তু বাড়েনি সচেতনতা। ফলে দেশে মাথা, গলা এবং থাইরয়েড ক্যানসারের প্রকোপ ক্রমশ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতীয় পুরুষদের মধ্যে মুখের ক্যানসার এবং মহিলাদের মধ্যে থাইরয়েড ক্যানসারের প্রকোপ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। তবে সময়মতো রোগ নির্ণয় এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এই মারণ রোগ জয় করা সম্ভব। লিখেছেন নরেন্দ্রপুর অ্যাপোলো হাসপাতালের হেড-নেক ক্যানসার সার্জন **ডাঃ কিঞ্জলশংকর মজুমদার**

সাধারণত তামাক, গুটখা, খইনি, সুপারি এবং অ্যালকোহলের অতিরিক্ত ব্যবহারকে এই ক্যানসারের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে আশঙ্কার কথা, বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও হেড-নেক ক্যানসার দ্রুত বাড়ছে, যার অন্যতম প্রধান কারণ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি)-এর সংক্রমণ। তাই এই রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও সচেতনতা গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি।

প্রাথমিক লক্ষণ

হেড-নেক এবং থাইরয়েড ক্যানসারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা, এর প্রাথমিক লক্ষণগুলিকে মানুষ সাধারণ সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যান। কিন্তু একটু সতর্ক হলেই এই লক্ষণগুলি সহজে চেনা সম্ভব -

স্থায়ী ক্ষত বা ঘা : মুখের ভেতরে, জিভে বা মাড়িতে কোনও ক্ষত বা ঘা যদি সাধারণ ওষুধে তিন সপ্তাহের বেশি সময় পরেও না সারে।

গিলতে সমস্যা : খাবার গিলতে কষ্ট হওয়া, গলায় কিছু আটকে থাকার মতো অনুভূতি বা ক্রমাগত ব্যথা।

কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন : কোনও ঠান্ডা লাগা ছাড়াই যদি গলার স্বর হঠাৎ বদলে যায়, কর্কশ হয়ে পড়ে এবং তা তিন সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়।

ব্যথাহীন ফোলাভাব বা চাকা : গলায় বা থাইরয়েডের অংশে কোনও ব্যথাহীন চাকা, গ্ল্যান্ড বা ফোলাভাব দেখা দেওয়া, যা দিন-দিন আকারে বাড়ছে।

অন্যান্য লক্ষণ : মুখ খুলতে সমস্যা হওয়া, কান ও গলায় একসঙ্গে তীব্র ব্যথা বা থুতুর সঙ্গে রক্ত আসা।

মনে রাখবেন, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দিনের পর দিন এইসব লক্ষণ চেপে রাখা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

দ্রুত রোগ নির্ণয়ের গুরুত্ব

ক্যানসার চিকিৎসায় সফলতার মূল চাবিকাঠি 'আর্লি ডিটেকশন' বা প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়। ক্যানসারকে যদি প্রথম বা দ্বিতীয় ধাপে চিনে নেওয়া যায়, তাহলে আধুনিক চিকিৎসার সাহায্যে রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসায়

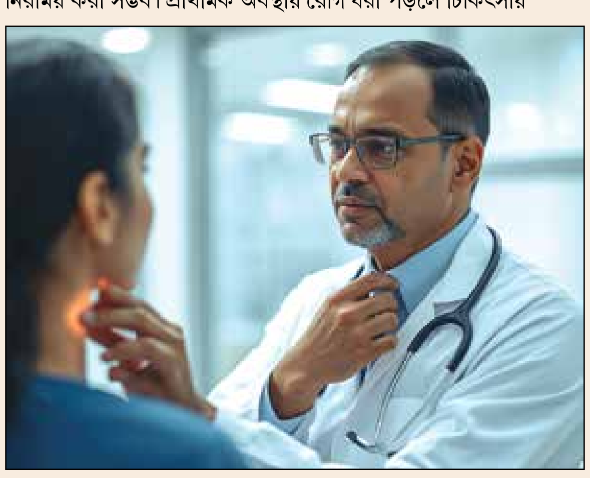

সাফল্যের হার প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি থাকে।

শুধু তাই নয়, যত দ্রুত রোগ নির্ণয় করা যাবে, চিকিৎসার জটিলতা এবং খরচ দুইই নাটকীয়ভাবে কমে যায়। ক্যানসার যখন অ্যাডভান্সড বা জটিল রূপ নেয়, তখন চিকিৎসার পরিধি অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে রোগ ধরা পড়লে রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপির প্রয়োজন অনেক কমে যায়, ফলে এড়ানো যায় মুখমণ্ডলের কোনওপ্রকার বিকৃতি বা বড়সড়ো অস্ত্রোপচারের মানসিক ও শারীরিক ধাক্কা।

চিকিৎসায় আধুনিক রোবোটিক ও লেসার প্রযুক্তি

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে বর্তমানে মাথা ও গলার ক্যানসারের চিকিৎসায় এক যুগান্তকারী বিপ্লব এসেছে। একসময় হেড-নেক ক্যানসারের সার্জারি মানেই ছিল চোয়াল কেটে, গলায় মস্ত বড় ক্ষত তৈরি করে টিউমার বের করা। কিন্তু আজ মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি বা ন্যূনতম কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে সেই কঠিন দিন বদলে গিয়েছে।

ট্রানসোরাল লেসার মাইক্রোসার্জারি (টিএলএম) : এই পদ্ধতিতে কোনও কাটাছেঁড়া ছাড়াই মুখের ভেতর দিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম লেসার রশ্মির সাহায্যে ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্রের টিউমার নিখুঁতভাবে কেটে বাদ দেওয়া হয়।

ট্রানসোরাল রোবোটিক সার্জারি (টরস) : এটি আধুনিক সার্জারির এক বিস্ময়। রোবোটিক আর্ম বা হাতের সাহায্যে মুখের ভেতরের এমন সব দুর্গম অংশে পৌঁছানো সম্ভব হয়, যেখানে মানুষের হাত পৌঁছানো কঠিন। ত্রিমাত্রিক (3D) হাই-ডেফিনিশন ভিশনের সাহায্যে সার্জন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে ক্যানসার নির্মূল করতে পারেন।

রোবোটিক থাইরয়েডেক্টমি : থাইরয়েড ক্যানসারের ক্ষেত্রে গলায় কোনও দৃশ্যমান দাগ না রেখেই বগল বা কানের পেছন দিক দিয়ে রোবটের সাহায্যে থাইরয়েড গ্রন্থি অপসারণ করা যায়। এটি বিশেষ করে তরুণী ও মহিলাদের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সৌন্দর্যের দিক থেকে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

এই আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় সুবিধা, এতে রক্তপাত খুব কম হয়, অস্ত্রোপচারের পর ব্যথা সামান্য থাকে এবং রোগী মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, রোগীর কথা বলা, শ্বাস নেওয়া এবং খাবার গেলার স্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে।

ক্যানসার মানেই জীবনের শেষ নয়, বরং এটি একটি লড়াই যা সঠিক চিকিৎসা এবং ইতিবাচক মানসিকতার মাধ্যমে জয় করা সম্ভব। লক্ষণ দেখা দিলে ভয় না পেয়ে বা লুকিয়ে না রেখে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তই পারে আপনাকে সুস্থ ও সুন্দর নতুন জীবন উপহার দিতে। সচেতন থাকুন, সুস্থ থাকুন।

ভাতের থালায় লুকিয়ে বিপদ!

সাধারণত আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হল, কোলেস্টেরল মানেই তা বয়স্ক, স্থূল বা ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের সমস্যা। কিন্তু বাইরে থেকে সম্পূর্ণ ফিট দেখতে মানুষটিও যে কোলেস্টেরলের শিকার হতে পারেন, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর একটি দেশব্যাপী সমীক্ষায় সেই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। আইসিএমআর-ইন্ডিয়াব-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের প্রায় ৮৭.৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রক্তেই ফ্যাটের ভারসাম্যহীনতা বা ডিসলিপিডেমিয়া রয়েছে। অর্থাৎ, প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জন ভারতীয়র রক্তেই কোলেস্টেরলের মাত্রা অস্বাভাবিক, যা আজ নীরব মহামারির আকার নিয়েছে।

দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে মোট ২৩,৬৬৫ জন প্রাপ্তবয়স্কের রক্তের লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে। সমীক্ষা বলছে, দেশে প্রায় ৩৫.৫ কোটি মানুষ রয়েছেন, যাঁদের রক্তচাপ স্বাভাবিক, সুগার নেই, এমনকি ওজনও ঠিকঠাক, অথচ তাঁদের রক্তেও লুকিয়ে রয়েছে মারণ কোলেস্টেরল। জ্বর বা ব্যথার মতো ডিসলিপিডেমিয়ার কোনও পূর্ব লক্ষণ থাকে না। বছরের পর বছর ধমনীতে অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট জমে তা সরু হয়ে যায়, যা পরবর্তীতে আচমকা হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাই শুধুমাত্র অসুস্থ বা স্থূল মানুষদেরই কোলেস্টেরল পরীক্ষা করাতে হবে, এই পুরোনো ধ্যানধারণা বদলানোর সময় এসেছে।

চেন্নাইয়ের ডাঃ মোহনস ডায়াবিটিস স্পেশালিটি সেন্টারের চেয়ারম্যান এবং এই সমীক্ষার

অন্যতম গবেষক ডাঃ ভি মোহন জানিয়েছেন, হৃদযন্ত্রের সুস্থতা শুধু জিনগত কারণের ওপর নির্ভর করে না, দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার ওপরও নির্ভরশীল। রক্তে 'গুড কোলেস্টেরল' বা হাই-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (এইচডিএল)-এর মাত্রা কমে যাওয়াই এই সমস্যার প্রধান কারণ। প্রতি তিনজনে দুজনের রক্তেই এইচডিএল উদ্বেগজনকভাবে কম। আমাদের খাবারে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়িয়ে গুড কোলেস্টেরল কমিয়ে দিচ্ছে, যা ৯০ শতাংশ ভারতীয়ের ডিসলিপিডেমিয়ায় ভোগার মূল কারণ। সুস্থ থাকতে ডাঃ মোহন প্লেট-কনসেপ্ট বা খাবারের থালা-র নিয়ম মানার পরামর্শ দিয়েছেন, যেখানে এক-চতুর্থাংশ কার্বোহাইড্রেট, এক-চতুর্থাংশ প্রোটিন এবং বাকি অর্ধেক শাকসবজি ও ফলমূলের ফাইবার থাকবে।

ভারতীয়দের বিপাকীয় ধরন বা মেটাবলিক প্রোফাইল এমনিতেই কিছুটা আলাদা। ওজন স্বাভাবিক থাকলেও ভারতীয়দের শরীরে দ্রুত গুড কোলেস্টেরল কমে যায় এবং এলডিএল (খারাপ কোলেস্টেরল) ও ট্রাইগ্লিসারাইড বেড়ে যায়। এর সঙ্গে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যা অকাল হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। সবচেয়ে উদ্বেগজনক, ৩০ থেকে ৩৯ বছর বয়সি তরুণদের মধ্যেই ডিসলিপিডেমিয়ার হার সবচেয়ে বেশি। এছাড়া পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে এই অস্বাভাবিকতা বেশি। কায়িক শ্রম কমে যাওয়া এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের কারণে শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রাম ভারতও আজ আর সুরক্ষিত নয়।

যাদের বডি মাস ইনডেক্স বা বিএমআই বেশি এবং রক্তে শর্করার মাত্রা ওঠানামা করে, তাঁদের রক্তে ফ্যাটের অস্বাভাবিকতা সবচেয়ে বেশি। সারাদিন বসে কাজ করা বা অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এই বিপদ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে, ডায়াবিটিস বা প্রেশার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে অল্প বয়স থেকেই নিয়মিত লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করানো জরুরি। রোজ শরীরচর্চা, আল্ট্রা-প্রসেসড খাবার ও ট্রান্স ফ্যাট বর্জন এবং ওজন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই এই সাইলেন্ট কিলারকে হারানো সম্ভব।

আইভিএফ দিবস

বিজ্ঞানের হাত ধরে স্বপ্নের উদযাপন

ডাঃ প্রসেনজিৎকুমার রায়
আইভিএফ বিশেষজ্ঞ

বছরের পর বছর অপেক্ষা। বুকভরা আশা নিয়ে চিকিৎসকের চেম্বারে ছুটে যাওয়া, আর তারপর একরাশ হতাশা নিয়ে ফেরা। আজকের দিনে প্রজননক্ষম বয়সের প্রতি ছয় দম্পতির মধ্যে অন্তত এক দম্পতির কাছে এটাই চেনা ছবি। বন্ধ্যাত্ব শুধু শরীরকে নয়, মনকেও কুরে-কুরে খায়। জন্ম দেয় সামাজিক সংকোচ ও পারিবারিক উদ্বেগের। ঠিক এমন দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতেই লক্ষ লক্ষ দম্পতির জীবনে নতুন আশার আলো হয়ে উঠেছে আইভিএফ বা ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন। ২৫ জুলাই বিশ্ব আইভিএফ দিবস বা বিশ্ব এমব্রিওলজিস্ট দিবস প্রধানত সেই আশা, অদম্য সাহস আর মাতৃত্ব-পিতৃত্বের স্বপ্নেরই উদযাপন।

১৯৭৮ সালের এই দিনেই ইংল্যান্ডে জন্ম নেয় বিশ্বের প্রথম আইভিএফ শিশু লুইস ব্রাউন। বিজ্ঞানী রবার্ট এডওয়ার্ডস ও সার্জন প্যাট্রিক স্টেপটোর হাত ধরে বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ইতিহাস তৈরিতে পিছিয়ে ছিল না ভারতও। লুইসের জন্মের মাত্র ৬৭ দিন পর, ৩ অক্টোবর কলকাতায় জন্ম নেয় ভারতের প্রথম টেস্ট-টিউব শিশু 'দুর্গা' (কানুপ্রিয়া আগরওয়াল)। নেপথ্যে ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। যুগান্তকারী এই গবেষণা সেই সময়ে স্বীকৃতি তো পায়ইনি, উলটে জুটেছিল তীব্র সমালোচনা ও অপমান। অবহেলার ভার সইতে না পেরে ১৯৮১ সালে তিনি আত্মহননের পথ বেছে নেন। তবে আজ বিশ্বজুড়ে তিনি প্রজনন চিকিৎসার অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বর্তমানে ভারত প্রজনন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বে অন্যতম অগ্রণী দেশ। আধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে উন্নত এমব্রিও কালচার, ব্লাস্টোসিস্ট ট্রান্সফার, জেনেটিক পরীক্ষা, ভ্রূণ সংরক্ষণ থেকে শুরু করে ক্যানসার রোগীদের ফার্টিলিটি প্রিজারভেশন- সব মিলিয়ে আইভিএফ চিকিৎসা এখন অনেক বেশি নিরাপদ ও নির্ভুল। এমনিক ভ্রূণ নির্বাচন ও চিকিৎসা পরিকল্পনায় ধীরে ধীরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হয়ে উঠছে।

তবে প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, আইভিএফ শুধুই কোনও চিকিৎসাপদ্ধতি নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দীর্ঘ অপেক্ষা, অসংখ্য প্রার্থনা ও মানসিক লড়াই। বিশ্ব আইভিএফ দিবসে বিজ্ঞানের জয়গানের পাশাপাশি তাই কুর্নিশ জানাতে হয় সেই বাবা-মায়েদের, যাঁরা সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়েও সন্তানের স্বপ্নকে সযত্নে আঁকড়ে রাখেন। বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের এই মেলবন্ধনেই মুছে যাচ্ছে দীর্ঘ হতাশা, শূন্য কোল আলো করে আসছে নতুন প্রাণ।

বৈভব ধামাকায় আজ সিরিজে নজর ভারতের

হারারে, ২৪ জুলাই : স্বস্তির জয় এসেছে। টানা সাত ম্যাচে ব্যর্থতার যন্ত্রণা কমেছে। বিস্ময় কিশোর বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটে রান এসেছে। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের মুখে হাসি ফুটেছে।

আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মাটিতে হোয়াইটওয়াশের ধাক্কা সামলে জিম্বাবোয়ে সিরিজের প্রথম ম্যাচেই অনায়াস জয় পেয়েছে শ্রেয়সের টিম ইন্ডিয়া। গতরাতের জয় দলকে ভরসা দিয়েছে। আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। ফিরে পাওয়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে শনিবার হারারে স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচ খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। লক্ষ্য একটাই, জয়ের ছন্দ বজায় রাখা। আগামীকাল দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচ জিতলেই সিরিজের দখলও পেয়ে যাবে ভারত।

দ্বিতীয় টি২০ আজ
জিম্বাবোয়ে বনাম ভারত
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট
স্থান : হারারে
সম্প্রচার : ইউনাইটেড স্পোর্টস চ্যানেল ও ফ্যানকোড অ্যাপ

এমন পরিস্থিতিতে ক্রিকেট দুনিয়ার নজর সেই বৈভবের দিকেই। গতকাল দ্রুততম অর্ধশতরান করে চমকে দিয়েছেন বৈভব। আগামীকাল সেই ছন্দ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ তাঁর সামনে। তার আগে গতকালের ম্যাচ জয়ে অবদান রাখার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বৈভব। জানিয়েছেন দেশের মাটিতে কোচদের সাফল্য উৎসর্গ করার কথা। একইসঙ্গে বৈভব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সাফল্যের ছন্দ ধরে রাখারও। বৈভবের কথায়, 'ক্রিকেট কেরিয়ারের শুরুতে এমন ইনিংস খেলতে পারলে আত্মবিশ্বাস এমনিই বেড়ে যায়। নিজের শক্তি অনুযায়ী সেরা খেলাটা খেলার চেষ্টা করেছি। আগামীদিনেও সেই চেষ্টা থাকবে।' কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের রেকর্ড ভেঙেছেন বৈভব। যদিও এমন ঘটনাকে তিনি খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না। বৈভবের মতে, 'নিজের পছন্দের জায়গায় বল পেয়েছি। শক্তি অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করেছি। বাকিটা হয়ে গিয়েছে। রেকর্ডের কথা ভেবে খেলা কঠিন।'

হারারে বৈভবের 'পয়া' মাঠ। পছন্দেরও। গত জানুয়ারি মাসে এখানেই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালের আসরে বিস্ফোরক ব্যাটিং করেছিলেন বৈভব। গতকালের ম্যাচেও তাঁর ব্যাটিং তাণ্ডব দেখেছে দুনিয়া। তার আগে বৈভব বলেছেন, 'কিছু মাঠ রয়েছে, যেখানে সকলেই রান করতে চায়। আমিও রান পেয়েছি।' কিন্তু তার জন্য বাকি ম্যাচগুলিকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। দলকে সফল করাই একমাত্র উদ্দেশ্য আমার। আমার পরিবার ও কোচদের এই ইনিংসটা উৎসর্গ করতে চাই।' পয়া মাঠে আগামীকালও বৈভব ঝড় দেখতে চাইছে ক্রিকেটমহল। যদিও রেসিং মুজারাবানির সঙ্গে বৈভবের গতকালের দ্বৈরথ নিয়েও চলছে আলোচনা। মুজারাবানির শর্ট বলের বিরুদ্ধে রীতিমতো সতর্ক ছিলেন বৈভব। আগামীকাল কী হবে, সময় বলবে।

তার আগে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনার খবর নেই। শুক্রবার পুরো দিনটাই বিশ্রামে ছিলেন শ্রেয়সরা। বিকেলের দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচের দায়িত্বে থাকা সুনীল যোশি। তিনি গতকালের ম্যাচে ভারতীয় বোলারদের যেমন প্রশংসা করেছেন, তেমনই রবি বিশ্নোইকে তাঁর বোলিংয়ে টেকনিকাল কিছু বদল করে 'নো বল' সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছেন বলেও দাবি করেছেন। পাশাপাশি একটি চমকপ্রদ খবরও জানিয়েছেন ভারতীয় দলের বোলিং কোচ। ব্যাটার বৈভবের বিস্ফোরণ দেখে ফেলেছে দুনিয়া। আগামীদিনে বল হাতেও বিস্ময় কিশোরকে দেখা যেতে পারে, এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যোশি।

জয়ের সরণিতে ফেরার পর টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে যখন ফুরফুরে হাওয়া বইছে, তখন ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ হারের পর পিচ নিয়ে ক্ষোভ ফুটেছে জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। গতরাতের ম্যাচের পর হারারে স্পোর্টস ক্লাবের বাইশ গজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে জিম্বাবোয়ে অধিনায়ক রাজা বলেছেন, 'পিচ একেবারেই ভালো ক্রিকেটের উপযুক্ত ছিল না।'

আগামীকাল সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে পিচের চরিত্রে বদল আসে কি না, সেটাই দেখার।

ফের একবার বৈভব সূর্যবংশীর ধামাকার অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব।

আজ মরশুমের প্রথম মহারণ

ইস্টবেঙ্গলকে আটকাতে তৈরি হচ্ছেন শুভাশিস বসু। ছবি : ডি মণ্ডল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জুলাই : মরশুমের প্রথম মহারণ। কিন্তু উত্তেজনার পারদ চড়ল কি!

রাত পোহালেই ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনী মঞ্চে মুখোমুখি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এফসি-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কিন্তু যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন হোক বা ময়দানে দুই প্রধানের তাঁবু, ওপর ওপর ছবিটা দেখলে বাকি দিনগুলোর থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। আমার-ইস্ট মহারণের ২৪ ঘণ্টা আগে এমন ছবি খুব অচেনা। অথচ এই বড় ম্যাচ বাঙালির আবেগ। সমর্থকদের উত্তেজনা, উন্মাদনা স্বাভাবিক। এই ম্যাচটাই আজও ভারতীয় ফুটবলের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন। কিন্তু মরশুমের শুরুতেই এমন একটা পরিস্থিতিতে ম্যাচটা হচ্ছে, সমর্থকরাও বোধহয় প্রিয় দলকে নিয়ে খুব বেশি প্রত্যাশা করছেন না। দুই দলের সাজঘরে অবশ্য ডার্বির উত্তাপ ছড়িয়ে গিয়েছে।

কলকাতা ডার্বি আর ডাগআউটে দুই স্প্যানিশ মগজাস্ত্রের লড়াই শেষ কয়েক বছরে যেন সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। এবারই ছক ভেঙে গ্রিক কোচ প্যানাজিওটিস দিলমপেরিসকে দায়িত্ব দিয়েছে মোহনবাগান। ভারতে কাজ করার অল্প অভিজ্ঞতা থাকলেও কলকাতা ফুটবলে তিনি একেবারেই নতুন। আর শনিবার তাঁর সামনে প্রথম তাঁকে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে রীতিমতো বিরক্তির সুরেই হাবাস বলেছেন, 'মাত্র কয়েকদিনের অনুশীলন। ফুটবলারদের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগই পাইনি। বিপক্ষ দল নিয়ে পর্যালোচনা দূর, আমার দলেরই কে কেমন খেলতে পছন্দ করে তা নিয়েও কোনও ধারণা তৈরি হয়নি এখনও। এরইমধ্যে এমন একটা ম্যাচ, চিন্তা তো থাকবেই।' সবুজ-মেরুন শিবিরের

প্রস্তুতির অভাবে চিন্তিত হাবাস, বাগান কোচের উদ্বেগ ফিটনেসে

চ্যালেঞ্জই ডার্বি। সেখানে ইস্টবেঙ্গল ডাগআউটে থাকবেন কলকাতা ফুটবলে পোড় খাওয়া কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। মোহন-ইস্ট মহারণের মঞ্চে তিনি শুধু অভিজ্ঞই নন, একইসঙ্গে অপরাজিত রেকর্ডেরও মালিক। ফলে লাল-হলুদের স্প্যানিশ বস যে ধারেভারে এগিয়ে থেকেই নামবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যদিও মরশুমের প্রথম ম্যাচই ডার্বি। দুটো দলই সেই অর্থে প্রস্তুতির সময় পায়নি। ডুরান্ড কাপের ডার্বিতে নামার আগে সেই অসন্তোষ চেপে রাখতে পারলেন না হাবাস। বড় ম্যাচের আগে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব বেশ ভাবাচ্ছে

ডুরান্ড কাপে আজ
ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট
সময় : বিকেল ৫টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ

অবস্থা কার্যত একই। এত অল্প সময় নিজের দর্শন ফুটবলারদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যে সম্ভব নয়, তা স্বীকার করছেন বাগান কোচ প্যানোস। তবে প্রথম ম্যাচ থেকেই আগ্রাসী ফুটবলকে অস্ত্র করেই যে তিনি এগোতে চান তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। তিনি বলছিলেন, 'এমন পরিস্থিতিতে ডুরান্ড ডার্বি হচ্ছে যখন দুই দলই প্রস্তুত নয়। সব ফুটবলার এখনও শিবিরে যোগ দিয়ে উঠতে পারেনি। ফিটনেস নিয়েও উদ্বেগ থেকে যাচ্ছে।'

তবে দেশের সেরা ফুটবলাররা রয়েছেন বাগান সাজঘরে। তাঁদের নিয়েই প্রত্যাশা পূরণের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী প্যানোস। ডুরান্ড ডার্বির আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বসে গ্রিক ভদ্রলোক জানালেন, নিজেকে বিপক্ষ কোচের জায়গায় রেখে মহারণের অঙ্ক সাজাচ্ছেন। উলটোদিকে সবুজ-মেরুনের প্রাক্তন হেডস্যার হাবাস আবেগ সরিয়ে রেখে ফোকাস করছেন মাঠের লড়াইয়ে। চেনা ছকেই হয়তো দল সাজাবেন তিনি। চার ডিফেন্ডারের সামনে জোড়া ব্লকার ব্যবহার করবেন। মূলত রক্ষণ সামনে আক্রমণ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে হাবাসের। শেষমুহূর্তে পরিকল্পনায় বদল না হলে দুই বিদেশি ড্যানি র‍্যামিরেজ ও মহম্মদ বসিম রশিদ বেঞ্চেই থাকবেন। মোহনবাগান কোচের ভরসাও স্বদেশি ব্রিগেড। শুক্রবার পুরো সময়টাই মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন জেভান ড্রাজিচ। ফলে দ্বিতীয়ার্ধে তাঁকে খেলালেও খেলাতে পারেন প্যানোস।

কোচের স্ট্যাটেজিতে শুরু থেকে না থাকলেও প্রস্তুতিতে খামতি নেই মহম্মদ বসিম রশিদের।

বাগানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরীক্ষা প্যানোসের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৪ জুলাই : কোচ হিসেবেও কোনও দিন পঞ্চাশ-ষাট হাজার দর্শক ভর্তি গ্যালারির চাপ সামলাননি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ প্যানাজিওটিস দিলেম্পেরিস।

ভারতে কোচ হিসেবে তেমন বড় সাফল্য নেই প্যানোসের। তাও সীমিত সামর্থ্য নিয়ে পাঞ্জাব এফসি-কে যেভাবে কোচিং করিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। এবার মোহনবাগান কোচ হিসেবে শুরুতেই বড় পরীক্ষার মুখে গ্রিক কোচ।

কোচ হিসেবে এটাই প্রথম ডার্বি প্যানোসের। উলটোদিকের ডাগআউটে থাকবেন স্প্যানিশ বস আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। যিনি এখনও পর্যন্ত কোনও ডার্বিতেই হারেননি। যদিও পরিসংখ্যান মাথায় রাখতে নারাজ বাগানের গ্রিক কোচ। তাঁর সাফ কথা, 'ফুটবল মাঠে লড়াইটা এগারোজনের সঙ্গে অন্য এগারোজনের। প্রতিপক্ষের অতীত রেকর্ড নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।'

কোচ হিসেবে প্রথম ডার্বি। মানসিক চাপ রয়েছে কি? বাগানের গ্রিক কোচ অবশ্য এই বিষয়ে বেশ দার্শনিক। তিনি বলেছেন, 'আমি জন্ম থেকে ফুটবলের মানুষ। আমার কাছে প্রতিটি দিনই ডার্বি। প্রতিটি অনুশীলন ডার্বির মতো করাই। এই ম্যাচের গুরুত্ব জানি। কিন্তু আমার কাছে এটা আরেকটা ম্যাচ, যেটা জিততে হবে।' তাই মুখে আত্মবিশ্বাস দেখালেও শরীরীভাষা বলে দিচ্ছিল বেশ চাপে রয়েছেন তিনি।

> আমি জন্ম থেকে ফুটবলের মানুষ। আমার কাছে প্রতিটি দিনই ডার্বি। প্রতিটি অনুশীলন ডার্বির মতো করাই। এই ম্যাচের গুরুত্ব জানি। কিন্তু আমার কাছে এটা আরেকটা ম্যাচ, যেটা জিততে হবে।
> -প্যানাজিওটিস দিলেম্পেরিস
> মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ

প্যানাজিওটিস দিলেম্পেরিসের প্রথম ম্যাচেই ডার্বির চ্যালেঞ্জ। ছবি : ডি মণ্ডল

ডার্বির শেষ মহড়াতেও স্কুলের কড়া হেড মাস্টারের ভূমিকায় প্যানোস। সামান্য ভুলত্রুটি হলেই ফুটবলারদের কপালে জুটল বকুনি। কোচ চাপে থাকলেও খেলোয়াড়রা কিন্তু ফুরফুরে মেজাজে। মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসোদের ডার্বিতে একাধিক গোল রয়েছে। ফলে তাঁরা জানেন এই ম্যাচের চাপ কীভাবে সামলাতে হয়। এটাই গ্রিক কোচের সবচেয়ে বড় ভরসা। এই ম্যাচ জিতলে বাগান জনতা তাঁকে মাথায় তুলে রাখবে। কোচ হিসেবেও কলকাতায় প্রতিষ্ঠা পাবেন। ভরা গ্যালারির প্রত্যাশার চাপ প্যানোস কীভাবে সামলান সেটাই এখন দেখার।

আজ ডুরান্ডের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাই : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে সাজোয়া গাড়ির সারি। বন্দুক হাতে সেনাবাহিনীর টহল। নিরাপত্তার কড়াকড়ি। একঝলক দেখলে মনে হবে যুদ্ধের প্রস্তুতি।

শনিবার কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বড় ম্যাচ, বল গড়াবে ১৩৫তম ডুরান্ড কাপের। তার আগে স্টেডিয়ামে প্রস্তুতির ছবিটা এমনই। ভিতর থেকে ভেসে আসছে গানের সুর, কখনও দেশাত্মবোধক, কখনও বিশ্বকাপ ফুটবলের থিম সং। শনিবার বিকেলে ডুরান্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমন বেশ কিছু চমক থাকছে। সব ঠিক থাকলে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ তো থাকছেনই।

এদিকে, শেষমুহূর্তে ডার্বিতেও সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক টিকিট রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডুরান্ড আয়োজকরা। শুক্রবার সকালেই ঘোষণা করা হয়, ২৪ ও ২৫ তারিখ ওয়েবসাইট থেকে যারা টিকিট কাটবেন তাঁদের আর আলাদা করে টিকিট সংগ্রহ করতে হবে না। মোবাইলে টিকিট দেখিয়েই গ্যালারিতে ঢুকতে পারবেন। যদিও শনিবারের বড় ম্যাচে গ্যালারিতে উপচে পড়া ভিড় দেখা যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এদিন রাত পর্যন্ত খবর, সব মিলিয়ে পঁচিশ হাজার মতো টিকিট বিক্রি হয়েছে। এছাড়া দশ হাজারের অল্প বেশি কিছু টিকিট দেওয়া হয়েছে দুই ক্লাবকে। সিনিয়ার দলের ডার্বির ২৪ ঘণ্টা আগেও এমন ছবি শেষ কবে দেখা গিয়েছে তা বলা বেশ মুশকিল।

ইংল্যান্ডের টেস্ট নেতা হয়তো রুট

লন্ডন, ২৪ জুলাই : বেন স্টোকস ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। আপাতত ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোনও অধিনায়ক নেই। অথচ, দেশের মাটিতে ১৯ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এমন অবস্থায় ইংল্যান্ড টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে জো রুটের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা প্রবল। বিলেতের সংবাদমাধ্যমে এমনই খবর প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, রুটকে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ভাবনা রয়েছে ইসিবি-র। ২০২৭ সালে নিজেদের মাটিতে অ্যাসেজ সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। গতকালই আগামী বছরের অ্যাসেজের সূচি প্রকাশ হয়েছে। ইসিবি-র পরিকল্পনা, রুটকে ২০২৭ সালের অ্যাসেজ পর্যন্ত টেস্ট অধিনায়ক রাখা। অতীতেও রুট ইংল্যান্ডের অধিনায়কত্ব করেছেন। দল পরিচালনার চ্যালেঞ্জ তাঁর কাছে নতুন নয়। এখন দেখার, ফের দায়িত্ব পেলে ইংল্যান্ড টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে রুটের দ্বিতীয় ইনিংস কেমন যায়। উল্লেখ্য, স্টোকসের অবসরের দিন কয়েক পর ব্রেন্ডন ম্যাককুলামকেও টেস্ট দলের কোচের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে ইসিবি। ফলে ইংল্যান্ড টেস্ট দলে আপাতত কোনও কোচ নেই। নয়া কোচের সন্ধানে রয়েছে ইসিবি-ও।

আর্জেন্টিনার জার্সিকে বিদায় ওটামেন্ডির

এখনই অবসর নিচ্ছেন না মেসি

বুয়েনস আয়ার্স, ২৪ জুলাই : বিশ্বকাপ ফাইনালটাই আর্জেন্টিনার জার্সিতে লিওনেল মেসির শেষ ম্যাচ নয়। নীল-সাদা জার্সিতে খেলা চালিয়ে গেলেও ২০৩০ সালে বিশ্বকাপে তো নয়ই, এমনকি কোপা আমেরিকাতেও তাঁকে দেখা যাবে না। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমের দাবি, নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন মেসি। আর কয়েক মাস তিনি জাতীয় দলের হয়ে খেলা চালিয়ে যেতে চান। আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা সূত্রে খবর, মেসির জন্য তারা জমকালো বিদায়ি ম্যাচের আয়োজন করতে চলেছেন। দেশের মাটিতেই সেই ম্যাচ আয়োজন করা হবে। যাতে আর্জেন্টিনার ফুটবলপ্রেমীরা মেসিকে বিদায় জানাতে পারেন। তবে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে মেসির ওপর ফুটবল সংস্থার কর্তারা কোনও চাপ দেবেন না বলেই খবর। আর্জেন্টিনা কিংবদন্তি জানালেই তারা বিদায়ি ম্যাচের তোড়জোড় শুরু করবেন।

> জীবনের সবচেয়ে কঠিন কয়েকটা কথা লিখছি। একটা অধ্যায় শেষ হতে চলেছে। বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছি।
> -নিকোলাস ওটামেন্ডি

তবে জাতীয় দল থেকে অবসরের কথা জানিয়ে দিয়েছেন মেসির সতীর্থ নিকোলাস ওটামেন্ডি। ১৭ বছরের আন্তর্জাতিক ফুটবল কেরিয়ারে দেশের হয়ে ১৩১টি ম্যাচ খেলা ওটামেন্ডি লিখেছেন, 'জীবনের সবচেয়ে কঠিন কয়েকটা কথা লিখছি। একটা অধ্যায় শেষ হতে চলেছে। বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছি। ফাইনালের ফল আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। তা-ও মাথা উঁচু করেই বিদায় নিচ্ছি। আমাদের দলটা একদম শেষ পর্যন্ত নিজেদের সবটা দিয়ে লড়াই করেছে। এই স্বস্তি নিয়েই সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন পূরণের সুযোগ দেওয়ার জন্য আর্জেন্টিনাকে ধন্যবাদ।'

ডার্বির আগে খোশমেজাজে ইস্টবেঙ্গল কোচ হাবাস

ডার্বিতে প্রথমবার ইস্টবেঙ্গলের ডাগআউটে বসবেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৪ জুলাই : ক্লাব বদলেছে। বদলাননি আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ডার্বির আগে চিরচেনা মেজাজে লাল-হলুদের স্প্যানিশ বস।

> অতীত নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। মোহনবাগানকে শ্রদ্ধা করি। বাগান সমর্থকদের প্রতি আমার সম্মান রয়েছে।
> -আন্তোনিও লোপেজ হাবাস

একটা সময় সবুজ-মেরুন ডাগআউটে বসে ডার্বি জয়ের নীল নকশা তৈরি করতেন হাবাস। আর এখন তিনি লাল-হলুদের দায়িত্বে। আর প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ সেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। যার সঙ্গে তাঁর অসংখ্য সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে।

ডার্বির আগে মোহনবাগানের প্রসঙ্গ উঠলে নস্টালজিক হাবাস। প্রাক্তন দল নিয়ে স্প্যানিশ বস বলেছেন, 'অতীত নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। মোহনবাগানকে শ্রদ্ধা করি। বাগান সমর্থকদের প্রতি আমার সম্মান রয়েছে।' শনিবার প্রথমবার লাল-হলুদ ডাগআউটে দাঁড়াবেন হাবাস। অভিষেক ম্যাচেই ডার্বি। সাম্প্রতিক অতীতে অস্কার ব্রুজোঁ ডার্বি ম্যাচ দিয়ে ইস্টবেঙ্গল কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি জিততে পারেননি। হাবাস কি জিততে পারবেন? পরিসংখ্যান অবশ্য তাঁর পক্ষেই কথা বলছে। এখনও ডার্বিতে অপরাজিত তিনি। যদিও সবটাই মোহনবাগানের হয়ে। সেই প্রসঙ্গ উঠতেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে স্প্যানিশ কোচের মন্তব্য, 'তখন পরিস্থিতি আলাদা ছিল। এখন কিন্তু ইস্টবেঙ্গল আইএসএল চ্যাম্পিয়ন।'

ডার্বির শেষ মহড়াতে খুব বেশিক্ষণ অনুশীলন করালেন না হাবাস। মরশুমের প্রথম মহারণের আগে লাল-হলুদ শিবির বেশ চাপমুক্ত। ২২ বছরের খরা কাটিয়ে গত মরশুমে ভারতসেরা হয়েছে তারা। চ্যাম্পিয়নের তকমা নিয়েই ডার্বিতে নামতে চলেছেন জিকসন সিংরা। হাবাসও ছিলেন বেশ খোশ মেজাজে। অনুশীলন শেষে সমর্থকদের হাসিমুখেই ছবি তুললেন। শনিবারও হাসিমুখেই মাঠ ছাড়বেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ বস? সেই অপেক্ষায় রয়েছে ইস্টবেঙ্গল জনতা। **ছবি : ডি মণ্ডল**

জার্মানিতে শুরু ক্লপ জমানা

মিউনিখ, ২৪ জুলাই : জাতীয় দলের নতুন কোচ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে য়ুর্গেন ক্লপের নাম ঘোষণা করল জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

ক্লপ যে দায়িত্ব পেতে পারেন বিশ্বকাপ থেকে জার্মানির বিদায়ের পরই সেই জল্পনা শুরু হয়। সেই গুঞ্জনেই এবার সিলমোহর পড়ল। ২০৩০ সাল পর্যন্ত চুক্তি করা হল ক্লপের সঙ্গে। আনুষ্ঠানিকভাবে নাম ঘোষণার পর সাংবাদিক সম্মেলনে লিভারপুলের প্রাক্তন কোচ বলেছেন, 'এই আসনে বসা আমার কাছে বিরাট সম্মানের। এখন আমার দায়িত্ব অনেক বেশি।'

বিশ্বকাপে প্যারাগুয়ের কাছে হারের পরই ইস্তফা দেন জুলিয়ান নাগেলসম্যান। সেই জায়গায় এলেন ক্লপ। দুই বছর আগে লিভারপুলের দায়িত্ব ছাড়ার পর আর কোনও দলে কাজ করেননি তিনি। জার্মানির কোচ হিসেবে ক্লপের প্রথম চ্যালেঞ্জ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচ। যেখানে নেদারল্যান্ডস, সার্বিয়া ও গ্রিসের বিরুদ্ধে খেলবে তাঁর দল। তবে ২০২৮ ইউরো কাপ ও ২০৩০ বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেই এগোবেন ক্লপ।

অভিনব ভাবনা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার

ভারতে হতে পারে অ্যাসেজ

মেলবোর্ন, ২৪ জুলাই : কেউ বলছেন, চমকপ্রদ। কারও মনে হচ্ছে, অবিশ্বাস্য। আবার কেউ বলছেন, এমন আবার হয় নাকি।

শেষ পর্যন্ত কী হবে, সময়ই তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগেই ভারতের মাটিতে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহ্যের অ্যাসেজ আয়োজনের পরিকল্পনার কথা শুনিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। গতকালই ২০২৭ সালের অ্যাসেজের সূচি ঘোষণা হয়েছে। আগামী বছরের অ্যাসেজ হবে বিলেতের মাটিতে। পরবর্তী অ্যাসেজ সিরিজ হওয়ার কথা স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে। সেই সিরিজের একটি টেস্ট ভারতের মাটিতে আয়োজন করতে চায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

কিন্তু কেন এমন অভিনব ভাবনা?

মনে করা হচ্ছে, ক্রিকেট বাণিজ্যের ভরকেন্দ্র ভারতের বাজার ধরতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ইতিমধ্যেই ভারতের মাটিতে বিগ ব্যাশ লিগ আয়োজনের কথা জানানো হয়েছে। সেই বিগ ব্যাশের পর এবার ঐতিহ্যের অ্যাসেজের অন্তত একটি টেস্ট ভারতের মাটিতে করতে চাইছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সিইও টড গ্রিনবার্গ বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর মনে হচ্ছে, ভারতে ক্রিকেট নিয়ে বিশাল উন্মাদনা ও আগ্রহের কারণে অ্যাসেজের একটি বা দুটি টেস্ট আয়োজন করা যেতে পারে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পরিচালন কমিটি এব্যাপারে সবুজ সংকেত দিলে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলেও জানিয়েছেন গ্রিনবার্গ। শেষ পর্যন্ত এমন কিছু হলেও তার জন্য অন্তত তিন-চার বছর অপেক্ষা করতে হবে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের। বাস্তবে এমন ভাবনা ও পরিকল্পনা নিশ্চিতভাবেই ব্যতিক্রমী।

কমনওয়েলথে শক্তি খরচ করবেন না চানু

কমনওয়েলথ গেমসের উদ্বোধনে পতাকা হাতে সাইখোম মীরাবাই চানু ও লভলিনা বরগোহাঁই।

গ্লাসগো, ২৪ জুলাই : গত দুই আসরে সোনা জিতেছিলেন। এবারের কমনওয়েলথ গেমসেও সোনার হ্যাটট্রিক লক্ষ্য ভারতের তারকা ভারোত্তোলক সাইখোম মীরাবাই চানুর। তবে সোনালি পদক গলায় ঝোলানোর জন্য অতিরিক্ত শক্তি খরচ করতে রাজি নন তিনি। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত এশিয়ান গেমস রয়েছে। ফলে

নাম প্রত্যাহার তুলিকার

কমনওয়েলথের মাঝে এই মার্কি ইভেন্টকে পাখির চোখ করছেন চানু।

ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়ার থেকে দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল, ৯০ মিটারের গণ্ডি তিনি কবে পার করবেন। গত বছরই নীরজ সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছেন। চানু স্ন্যাচে ৯০ কেজি ওজন তুলতে পারেন কি না, তা নিয়েও অনেকদিন থেকে আলোচনার শেষ নেই। তবে এবারের কমনওয়েলথে নামার আগে চানু জানিয়ে দিয়েছেন, ৯০ কেজি তুলতে গিয়ে অহেতুক বাড়তি শক্তি খরচ করতে রাজি নন তিনি। এই প্রসঙ্গে চানু বলেছেন, 'কমনওয়েলথে সর্বস্ব দিয়ে ঝাঁপাব না। আমার প্রধান লক্ষ্য এশিয়ান গেমস। এই প্রতিযোগিতাও খুব একটা দূরে নেই। আমি মূলত এশিয়াডের কথা মাথায় রেখেই অনুশীলন করছি। তাই কমনওয়েলথে পারফর্ম করার সময় আমাকে এশিয়াডের কথা ভাবতে হবে।'

> **কমনওয়েলথে সর্বস্ব দিয়ে ঝাঁপাব না। আমার প্রধান লক্ষ্য এশিয়ান গেমস। এই প্রতিযোগিতাও খুব একটা দূরে নেই। আমি মূলত এশিয়াডের কথা মাথায় রেখেই অনুশীলন করছি। তাই কমনওয়েলথে পারফর্ম করার সময় আমাকে এশিয়াডের কথা ভাবতে হবে।**
>
> **-সাইখোম মীরাবাই চানু**

কমনওয়েলথ ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনটি করে পদক থাকলেও এশিয়াডে কখনও পোডিয়াম ফিনিশ করতে পারেননি চানু। অধরা স্বপ্নকে সত্যি করার জন্য কমনওয়েলথে ৯০ কেজি তোলার দিকে ঝুঁকতে চাইছেন না তিনি। চানুর কথায়, 'কমনওয়েলথে বেশি চাপ নিতে চাইছি না। তবে এশিয়াডে অবশ্যই ৯০ কেজি তোলার টার্গেট থাকবে।'

এদিকে, শুক্রবার কমনওয়েলথে পুরুষদের ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক সাঁতারে ফাইনালে উঠেছেন শ্রীহরি নটরাজ। তিনি হিটে ২৫.৫২ সেকেন্ড সময় নিয়ে পাঁচ নম্বরে শেষ করেন। প্যারা সুইমিংয়ে পুরুষদের ১০০ মিটারে এস১৩ ক্যাটিগোরিতে ফাইনালে নামার টিকিট পেয়েছেন আরভিভিবিকে বুদিগিনা ও ইমাম আলি। পদকের আশা জাগিয়েও পুরুষদের প্যারা পাওয়ার লিফটিংয়ে চতুর্থ হয়েছেন অশোককুমার মালিক। ছয় নম্বরে থামেন পরমজিৎ কুমার।

ভারতের জন্য ধাক্কা এদিনও রয়েছে। গত এক বছরে তৃতীয়বার নিজের অবস্থান পরিস্কার না করায় নাম প্রত্যাহার করতে হল জুডোকা তুলিকা মানকে। ২০২২ সালে তুলিকা বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের ৭৮ উর্ধ্ব ওজন বিভাগে রুপো জিতেছিলেন। ফলে এবারও তাঁকে নিয়ে প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু শুধু নাম প্রত্যাহার নয়, দুই বছরের শাস্তিও হতে পারে তুলিকার।

এশিয়াডে সরাসরি কোয়ার্টারে শ্রেয়সরা

আইচি, ২৪ জুলাই : এশিয়ান গেমসের ক্রিকেটের ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করা হল। পুরুষ বিভাগে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। তাদের বিপক্ষ স্থির করতে যোগ্যতা অর্জন পর্ব করা হবে ছয়টি দলকে নিয়ে। গ্রুপ 'এ'-তে আছে আফগানিস্তান, জাপান ও নেপাল। গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে হংকং, চিন, মালয়েশিয়া ও ওমান। দুই গ্রুপের সেরা দুই দল কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাবে। অর্থাৎ ফাইনাল ছাড়া শ্রেয়স আইয়ারদের পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পুরুষ বিভাগের খেলা দেওয়া হয়েছে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর। মহিলাদের খেলা ১৭-২২ সেপ্টেম্বর। হরমনপ্রীত কাউরদের প্রথম প্রতিপক্ষ জাপান। জিতলে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ বনাম চিন ম্যাচের বিজয়ীর মুখোমুখি হবেন তাঁরা। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই টি২০ ফরম্যাটে খেলা হবে।

20th Asian Games
Aichi-Nagoya 2026

ফিডে সভাপতি আনন্দ

জুরিখ, ২৪ জুলাই : ইন্টারন্যাশনাল চেস ফেডারেশনের (ফিডে) অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি হলেন কিংবদন্তি ভারতীয় দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ। সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন সদ্য প্রাক্তন সভাপতি আরকাডি ডভোরকোভিচের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তাঁর পরিবর্তে আপাতত সভাপতি পদে এলেন আনন্দ। এতদিন তিনি ফিডের সহ সভাপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন।

আশুতোষের ৪

সাদাম্পটন, ২৪ জুলাই : ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে বল হাতে চমক দেখালেন আশুতোষ শর্মা। ওয়ান ডে কাপে হ্যাম্পশায়ারের হয়ে খেলতে নেমে তিনি মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে ৫৪ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ম্যাচটি অবশ্য আশুতোষের দল ১৬০ রানে হেরে যায়। ইয়র্কশায়ারের হয়ে গ্ল্যামারগনের বিরুদ্ধে কুলদীপ যাদব ৩৯ রানে নেন ২ উইকেট। ম্যাচটি ইয়র্কশায়ার ২ উইকেটে জিতেছে।

হার শ্রীগুরুর

কোচবিহার, ২৪ জুলাই : সুব্রত কাপের ক্লাস্টার পর্যায়ের ফুটবলে ছেলেদের অনূর্ধ-১৫ বিভাগে ফাইনালে উঠল আলিপুরদুয়ারের রাঙ্গালিবাজনা মোহন সিং হাইস্কুল ও কালিম্পংয়ের কুমুদিনী হোমস হাইস্কুল। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে মোহন সিং ২-০ গোলে শিলিগুড়ির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে দিলীপ মুন্ডা জোড়া গোল করে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কুমুদিনী ১১-০ গোলে বিধ্বস্ত করে মালদার পোপরা ঈশ্বরলাল হাইস্কুলকে। পুলিশ লাইনের মাঠে শান্তেন ভুটিয়া হ্যাটট্রিক সহ চারটি গোল করে। জোড়া গোল সুশান্ত ওরাওঁ, নন্দকিশোর সরকার ও সংঘর্ষ লামার। কুমুদিনীর বাকি গোলটি নুরজং লেপচার।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে আরুষ টোপ্পো, লাকি গুরুং ও আরিয়ান শৈব। শুক্রবার।

হ্যাটট্রিক আরুশের, বড় জয় লিটলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : রয়্যাল অ্যাকাডেমির ১৬ দলীয় ১৫তম আরকে মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবলে শুক্রবার লাইম লাইট হাইস্কুল ৩-০ গোলে দার্জিলিং পাবলিক স্কুলকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা আরুশ টোপ্পো হ্যাটট্রিক করে। নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বিড়লা দিব্যজ্যোতি স্কুলকে। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা লাকি গুরুং। একটি গোল আরনিয়ান চৌহানের। নর্থ পয়েন্টের অন্য গোলটি আত্মঘাতী। বিড়লার গোলস্কোরার মৃগাঙ্ক বাগচি। লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুল ৬-০ গোলে রানিডাঙ্গা দার্জিলিং পাবলিক স্কুলকে চূর্ণ করেছে। সক্ষম খাওয়াস ও ম্যাচের সেরা আরিয়ান শৈব জোড়া গোল করে। লিটল অ্যাঞ্জেলসের বাকি গোল দুইটি ক্ষিতীশ খাওয়াস ও এলিজার রাইয়ের। শনিবার খেলবে তারাচাঁদ ধনুকা অ্যাকাডেমি-ডিএভি স্কুল, এইচভি বিদ্যাপীঠ-লিটল অ্যাঞ্জেলস, সিজার স্কুল-বিড়লা দিব্যজ্যোতি।

ফাইনালে পিটার্স, কুমুদিনী হোমস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : প্রি-সুব্রত কাপ ফুটবলে ক্লাস্টার পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের ফাইনালে উঠল সেন্ট পিটার্স হাইস্কুল ও কালিম্পংয়ের কুমুদিনী হোমস হাইস্কুল। শনিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনাল। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে সেন্ট পিটার্স ২-১ গোলে আলিপুরদুয়ারের ডিমডিমা ফাতেমা হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কুমুদিনী ৪-০ গোলে মালদার অনুপ নগর কেজিএফ হাইস্কুলকে হারিয়েছে। এর আগে কুমুদিনী ৬-০ গোলে চালসার গয়ারাম হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। কেজিএফ ১-০ গোলে কোচবিহারের মাতালহাট হাইস্কুলকে হারিয়েছে। সেন্ট পিটার্স ৮-১ গোলে সেন্ট জোসেফ হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। ফাতেমা ১-০ গোলে সেন্ট রবার্ট হাইস্কুলকে হারিয়েছে।

জাতীয় পাওয়ার লিফটিংয়ে দার্জিলিং জেলার সাতজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুলাই : রায়পুরে অনুষ্ঠেয় জাতীয় পাওয়ার লিফটিংয়ে দার্জিলিং জেলার সাতজন অংশ নেবেন। রাজ্য পাওয়ার লিফটিং সংস্থার চেয়ারম্যান অমিত সরকার ও দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার সচিব অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, রাকেশ সিংহ সিনিয়ার ও সায়ন সিংহ জুনিয়ার বিভাগে নামবেন। মাস্টার্সের জন্য যাচ্ছেন মলয় চৌধুরী, শ্যামল বিশ্বাস, সুখময় দাস রায়, শংকর চট্টোপাধ্যায় ও অশোক চক্রবর্তী। প্রতিযোগিতাটি ৬ থেকে ৯ অগাস্ট অনুষ্ঠিত হবে। অমিতের আশা, প্রত্যেকেই পদক নিয়ে ফিরে বাংলাকে গর্বিত করবেন।

জাতীয় পাওয়ার লিফটিংয়ে দার্জিলিং জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কর্মকর্তারা।